উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৫৩৭.৭০ (-৭৬৯.৬৭)

নিফটি : ২৫,০৪৮.৬৫ (-২৪১.২৫)

হু থেকে পিঠটান ট্রাম্পের ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| মালদা | | রায়গঞ্জ | | বালুরঘাট | | শিলিগুড়ি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ২৯° | ১৩° | ২৯° | ১৩° | ২৯° | ১৩° | ২৮° | ১৩° |

নেতাজি মঞ্চে মমতার দিল্লি চলো ৭

'নাটক' শেষ হচ্ছে না বাংলাদেশের দুবাইয়ে বৈঠক ১৪

১০ মাঘ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 24 January 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 246

চা থেকে পর্যটন
শিল্প থেকে অর্থনীতি
উত্তরের জিয়নকাঠি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সাদা চোখে সাদা কথায়

## বিদ্বেষ বিষে আপন-পর ভেদ ভুলিয়ে ছারখার

গৌতম সরকার

কী দুঃসহ ঘৃণা!

মেইতেই জনগোষ্ঠীর স্বামী ক'দিন কুকি স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে গিয়েছিলেন। জাতিঘৃণার কাছে হেরে গেল দাম্পত্যের সেই বন্ধন, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা। স্ত্রীর ঘর থেকে মেইতেই স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কুকি জঙ্গিরা। মণিপুরে জাতিঘৃণার বলি হলেন তরুণটি। তাঁর রক্তাক্ত দেহ পাওয়া গেল কয়েক ঘণ্টা পর। গুলির ক্ষতে ঝাঁঝরা দেহটি। স্বামীর প্রাণভিক্ষায় কুকি তরুণীর আকুল আর্তনাদের মূল্য ছিল না হিংসার কারবারিদের কাছে।

বরং কুকির ওই মহিলাকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিতে দ্বিধা হয়নি একই জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র জঙ্গিদের। মণিপুরে তিনদিন আগের এই ঘটনাটি মনে করাল, ঘৃণা আপন-পর চেনে না। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর নামটার সঙ্গেও যেন ঘৃণা জড়িয়ে। যেখানে এলাকায় থাকেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রী তজমুল হোসেন ও জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। দুজনই তৃণমূলের নেতা। দুজনই মুসলিম। কিন্তু তাঁদের শত্রুতা যেন জাতিঘৃণাকেও হার মানায়।

হিন্দু-মুসলিম বৈরিতার তথাকথিত তত্ত্ব তো উসকে তোলা হয়। বাস্তবে ঘৃণার চাষে হিন্দু-হিন্দু, মুসলিম-মুসলিমে ভেদ নেই। তজমুল-বুলবুলের দ্বন্দ্বেও হিন্দু-মুসলিম নেই। বরং মুসলিম-মুসলিম আছে। তবে তাঁদের পারস্পরিক সংঘাত ধর্মীয় কারণে নয়। ঘৃণা উসকানোর পিছনে আছে শুধু ধান্দা, ব্যক্তিস্বার্থ। মণিপুরে কুকি তরুণীর স্বপ্ন, মুছে দেওয়া হলেও কুকি জনগোষ্ঠীর কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না। মেইতেইদের প্রতি এত ঘৃণা যে, মেইতেই তরুণ ঘরের জামাই হলেও রক্ষা নেই।

মেইতেইয়ের স্পর্শ থাকায় একই জনগোষ্ঠীর তরুণীটির প্রতিও এত ঘৃণা যে, তাঁকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিতে হাত কাঁপল না কুকি জঙ্গিদের। মণিপুরে রোজ ঘৃণার নিত্যনতুন রক্তে ভেজা ছবি আঁকা হচ্ছে বটে। *এরপর দশের পাতায়*

জয় জয় দেবী চরাচর সারে

*বালুরঘাট কলেজে বাণীবন্দনায় পড়ুয়ারা। শুক্রবার। ছবি : মাজিদুর সরদার*

## স্কুলের কথা শুনতে চায় না রবিরা

হরষিত সিংহ

**মালদা, ২৩ জানুয়ারি :** স্কুলে পড়িস? প্রশ্ন শুনেই টেনে দৌড় রবি কিষানের। পরনে ধুলো মাখা জিনস সোয়েটার। কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা পলিথিনের প্যাকেট। সঙ্গে আরও দুই খুদে, আকাশ ও নিপন। মালদা টাউন স্টেশনের বাইরে ঘোরাফেরা এদের। টোটো থেকে যাত্রী নামলেই বা স্টেশন থেকে কেউ বাইরে এলেই

*ছবি : এআই*

ছেঁকে ধরে এরা। পাঁচ টাকা, দশ টাকার দাবি করে। কেউ দেয়, আবার কেউ চোখ রাঙিয়ে দূরে সরে যেতে বলে। সরস্বতীপুজোর দিন যখন তাদেরই বয়সি আর পাঁচটা বাচ্চা হয়তো অঞ্জলি দিচ্ছে বা স্কুলে যাচ্ছে পুজো দেখতে, তখন রবি, আকাশদের প্রাত্যহিক রুটিনে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি।

সরস্বতীপুজোর দিন বলে কথা, স্কুলে যাওয়া বা পড়াশোনার কথা তো উঠবেই। কিন্তু এসব বিষয়ে প্রশ্ন করতেই এদিন ছুটে পালানোর চেষ্টা করল তারা। যেন অপ্রিয় কিছু বলা হয়ে গেল! ছুটে গিয়ে রবি আশ্রয় নিল তাদেরই পরিচিত গণ্ডির এক বৃদ্ধার কাছে। আবার স্কুলের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, সেই খুদেদের হয়ে জবাব দিলেন সেই বৃদ্ধা, 'ওরা স্কুলে পড়াশোনা করে তো।'

সেই কথাটা আদৌ কতখানি সত্যি? কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যা এমনকি গভীর রাতেও স্টেশন চত্বরেই ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখা যায় এই পথশিশুদের। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বাড়ি মালদা শহরে নয়, হরিশ্চন্দ্রপুরে। স্টেশনে তাদের অস্থায়ী আশ্রয়।

আরও এক চিত্র দেখা গেল মালদা টাউন স্টেশন ঢোকার সদর রাস্তায়। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ও কাল্লু। তারা দুই ভাইবোন। টোটো এসে দাঁড়াতেই টাকা চেয়ে ছুট যাত্রীর কাছে। কাল্লুর মুখে কয়েকটা কয়েন। বাঁ হাতের মুঠোয় আরও কয়েকটা কয়েন। আসা-যাওয়ার পথে লোকের কাছে পাঁচ-দশ-কুড়ি টাকার দাবি করে তারা। টোটোর ভাড়া দেওয়ার সময় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকছে।

*এরপর দশের পাতায়*

## সুপ্রিম নির্দেশ এড়িয়ে প্রশান্ত আত্মগোপনে

**কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি :** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানলেন না খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন। শুক্রবারের মধ্যে বিধাননগর মহকুমা আদালতে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। পুলিশও তাঁর নাগাল পায়নি। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অমান্য করায় তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ করবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযুক্ত ওই অফিসার অপরাধমনস্ক। তিনি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কী বিভাগীয় তদন্ত হবে, তা পরের বিষয়। সবার আগে রাজ্য সরকারের উচিত, তিনি এতদিন যে যে ফাইলে সই করেছেন, সেগুলির তদন্ত করা। কারণ, এই ধরনের অপরাধমনস্ক লোকের নানা ধরনের অপরাধ করার প্রবণতা থাকে। তিনি আগেও বহু অপরাধ করেছেন বলে আমার ধারণা।'

### খুঁজতে ভিনরাজ্যে পুলিশ

জয়ন্তনারায়ণের কথায়, 'তিনি গ্রেপ্তার হলে এমনিতেই সাসপেন্ড হবেন এবং দোষ প্রমাণিত হলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হবেন। তাই বিভাগীয় তদন্তের চেয়ে তাঁর সমস্ত কাজের তদন্ত হওয়া উচিত।' জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের এক পদস্থ কর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই প্রশান্ত অফিস যাওয়া বন্ধ রেখেছেন। প্রশান্ত ছুটির আবেদন করেছিলেন বটে। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর হয়নি।

ছুটি না পেলেও তিনি দীর্ঘদিন কাজে অনুপস্থিত। এজন্য তাঁর দায়িত্ব জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডলকে দিয়েছেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন। কিন্তু প্রশাসনে প্রশান্তর অবস্থান এখন কী, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে কি না ইত্যাদি ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এখনও চুপ। বিধাননগর মহকুমা আদালতে প্রশান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা খুনের মামলায় সরকারপক্ষের আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় শুক্রবার বলেন, 'অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন আত্মসমর্পণ করেননি। কোনও আবেদনও জমা করেননি।'

সরকারি আইনজীবীর কথায়, 'মনে হচ্ছে তিনি যেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেরও ঊর্ধ্বে। তিনি যে অত্যন্ত প্রভাবশালী, তা বোঝাই যাচ্ছে।' আইন অনুযায়ী শুক্রবার রাত ১২টার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে কিংবা কোনও আবেদন জমা না দিলে পুলিশ প্রশান্তর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতেই পারে। যদিও এর আগে বহুবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও

*এরপর দশের পাতায়*

## জঞ্জালের গাড়ি 'জঞ্জালেই'

দীপঙ্কর মিত্র

**রায়গঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা এসডব্লিউএম) গোটা দশেক গাড়ি কয়েক বছর ধরে পড়ে রয়েছে রায়গঞ্জ বিডিও অফিস চত্বরে। রোদ-ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে থাকতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। অধিকাংশ গাড়িই বিকল। অথচ সেদিকে নজর নেই ব্লক প্রশাসনের। নজর নেই রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীদের। আর সরকারি টাকায় কেনা গাড়িগুলো কেন এভাবে অযত্নে পড়ে রয়েছে, সেই প্রশ্নেরও স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি।

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের তরফে প্রায় আড়াই বছর আগে রায়গঞ্জের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে এই গাড়িগুলো দেওয়া হয়েছিল। পচনশীল বর্জ্য ও অপচনশীল বর্জ্য বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহের জন্য এই গাড়িগুলো দেওয়া হয়। কিন্তু তার মধ্যে ৮ থেকে ১০টি গাড়ি আর নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কাছে পৌঁছায়নি। তাই সেগুলি বিডিও অফিস চত্বরে পড়ে রয়েছে।

বর্তমান বিডিও কামালউদ্দিন আহমেদ খুব বেশিদিন এই দায়িত্বে আসেননি। তাঁকে এব্যাপারে প্রশ্ন করলে বলেন, 'কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হওয়ায় তাদের গাড়িগুলো পড়ে রয়েছে। আমি কয়েক মাস হল দায়িত্ব নিয়েছি। গাড়িগুলো নিয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ করা হবে।'

*এরপর দশের পাতায়*

## কালজানির দুই পারে নিভৃতে পদ্ম চাষ সংঘের

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে আলিপুরদুয়ার

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

*আলিপুরদুয়ার শহরে ক্যারমে মগ্ন তরুণ দল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ জানুয়ারি :** 'আরে মানুষের আবেগের কাছে কোনও নেতাগিরি খাটে না...' প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে ইশারা করে একটানা কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন ল্যারি বসু। জেলায় একনামে তাঁকে সকলেই চেনেন। মাঠের মাঝে ফেন্সিংয়ের জন্য খোঁড়া গর্তগুলো বোজানো হচ্ছে দেখে তৃপ্তির হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে সেই হাসি অনেক কথাই জানান দিচ্ছিল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আলিপুরদুয়ারের মানুষ যেমন ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস করে, তেমনি সেই বিশ্বাস ভাঙলে সরব বা নীরব প্রতিবাদও করতে জানে।' গুটিগুটি পায়ে ল্যারি এগিয়ে যান কলেজ হল্টের দিকে। সন্ধ্যার চায়ের আড্ডা জমে ওঠে পাড়া থেকে জেলা রাজনীতির খুঁটিনাটি আলোচনায়।

*এরপর দশের পাতায়*

## রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ফেব্রুয়ারি/২০২৬-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য স্পেশাল ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

| ক্র. নং. | মাস/সাল | নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা | নিলাম শুরুর তারিখ/সময় |
|---|---|---|---|
| ১ | ফেব্রুয়ারি/ ২০২৬ | জিএসডিপিএনও২৫এন২৬২৯ | ০৩-০২-২০২৬/ ১১:০০:০০ |
| ২ | | জিএসডিপিএনও২৫এন২৬৩০ | ১৭-০২-২০২৬/ ১১:০০:০০ |
| ৩ | | জিএসডিপিএনও২৫এন২৬৩১ | ২৪-০২-২০২৬/ ১১:০০:০০ |

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল্‌ ম্যানেজার/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



## পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** সি-পে-ইয়ুজ-এনজেপি, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট):** ০৬-০২-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৬-০২-২০২৬ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল.**ট্রিপ/দিন:** ৩৬৫।

| এসইকিউ নং. | লট নং./ক্যাটাগরি | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | পিএনইউ-কেআইআর-এনজেপি-টিওআই-২১৫-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট) | নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র এক বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান। |

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২১-০১-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



## ডিব্রুগড়-গোমতীনগর-ডিব্রুগড় অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)-এর সূচনা

নিচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী ট্রেন নং. ১৫৯৪৯/১৫৯৫০ ডিব্রুগড়-গোমতীনগর-ডিব্রুগড় অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনটির নিয়মিত পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

- নিয়মিত পরিষেবাগুলি -

| ট্রেন নং. ১৫৯৪৯ ডিব্রুগড়-গোমতীনগর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ৩০-০১-২০২৬ (শুক্রবার) থেকে | | | ট্রেন নং. ১৫৯৫০ গোমতীনগর-ডিব্রুগড় সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ০১-০২-২০২৬ (রবিবার) থেকে | |
|---|---|---|---|---|
| আগমন | প্রস্থান | স্টেশন | আগমন | প্রস্থান |
| --- | ২১:০০ | ডিব্রুগড় | ১২:৪০ | --- |
| ২২:২৩ | ২২:২৫ | সিমালুগুড়ি জং. | ১০:১০ | ১০:১২ |
| ২৩:১৫ | ২৩:২৫ | মারিয়ানি জং. | ০৮:৪০ | ০৮:৫০ |
| ০২:৩৫ | ০২:৪০ | ডিমাপুর | ০৬:২০ | ০৬:২৫ |
| ০৪:০০ | ০৪:১০ | লামডিং জং. | ০৪:৩৫ | ০৪:৪৫ |
| ০৭:৩৫ | ০৭:৪৫ | গুয়াহাটি | ০১:০৫ | ০১:১৫ |
| ০৮:৫০ | ০৮:৫২ | রঙ্গিয়া জং. | ২৩:৫০ | ২৩:৫২ |
| ১০:৩০ | ১০:৪০ | নিউ বঙ্গাইগাঁও | ২২:০০ | ২২:১০ |
| ১২:৪৫ | ১২:৪৭ | নিউ কোচবিহার | ১৯:৪০ | ১৯:৪৫ |
| ১৫:০০ | ১৫:১০ | নিউ জলপাইগুড়ি | ১৭:৩০ | ১৭:৪০ |
| ১৯:২০ | ১৯:৩০ | কাটিহার জং. | ১৪:১৫ | ১৪:২৫ |
| ১০:০৫ | ১০:১০ | অযোধ্যা ধাম জং. | ২২:০০ | ২২:০৫ |
| ১৩:৩০ | --- | গোমতীনগর | --- | ১৮:৪০ |

**অন্যান্য স্টপেজ :** মোরানহাট, ফুরকাটিং জং., ডিফু, হোজাই, চাপারমুখ জং., জাগিরোড, কামাখ্যা, নলবাড়ি, বরপেটা রোড, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, আলুয়াবাড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, বারসোই জং, নওগাছিয়া, খাগরিয়া, বেগুসরাই, বারাউনি জং, হাজিপুর, সোনপুর, ছাপড়া, সিওয়ান, দেওরিয়া সদর, গোরখপুর জং., খলিলাবাদ, বস্তি, মানকাপুর, অযোধ্যা ক্যান্ট ও বারাবাঁকি।
**গঠন :** অমৃত ভারত রেক (স্লিপার কোচ - ৭, দ্বিতীয় শ্রেণি -১০, এলএসএলআরডিপিপি - ২, এলডব্লিউসিবিপিপি - ১ = ২০টি কোচ)।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



## হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে ২৬.০১.২০২৬ তারিখ থেকে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুসারে পরীক্ষামূলকভাবে থামবে :—

| ট্রেনের নং ও নাম | স্টেশন | সময়সূচী পৌঁ. | সময়সূচী ছা. |
|---|---|---|---|
| ১৩০২৩ হাওড়া-গয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | আহমদপুর | ২২.৪৫ | ২২.৪৭ |
| ১৩০২৩ হাওড়া-গয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | মুরারই | ০০.০৭ | ০০.০৯ |
| ১৩০২৪ গয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | আহমদপুর | ২৩.২৮ | ২৩.৩০ |
| | মুরারই | ২২.১১ | ২২.১৩ |
| ১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | চাতরা | ১৯.৫২ | ১৯.৫৩ |
| ১৩০১২ মালদা টাউন-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | চাতরা | ০৬.১৬ | ০৬.১৭ |
| ১৩১৪৮ বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্স. (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | গুসকরা | ০১.৪১ | ০১.৪৩ |
| | নলহাটি | ০০.১০ | ০০.১২ |
| ৬৩০৩২ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | ঝামতপুর-বহরণ (এফ) | ০৯.৫২ | ০৯.৫৩ |
| ১৩০৩৩ হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | লালবাগ কোর্ট রোড | ০৩.২৯ | ০৩.৩১ |
| | সালার | ০২.৫০ | ০২.৫২ |
| ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | মুরারই | ১৩.০১ | ১৩.০৩ |
| ১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | মুরারই | ১০.৩৮ | ১০.৪০ |
| ১২০৪১ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | রামপুরহাট | ১৭.০১ | ১৭.০৩ |
| ১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর) | রামপুরহাট | ১০.২৭ | ১০.২৯ |

এই ট্রেনগুলির অন্যান্য স্টেশনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


### বয়স্ক দাঁতালের মৃত্যুতে গরুমারায় শোকের ছায়া

# ‘আকাশপাতাল’ আর নেই

**শুভদীপ শর্মা**

**লাটাগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি :** বিশাল দুই দাঁত। তাই নাম ‘আকাশপাতাল’। গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গলের প্রাচীনতম ওই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকমাস ধরেই সে নিখোঁজ ছিল। বৃহস্পতিবার গরুমারা জঙ্গলের সাউথ ইনডং থ্রি কম্পার্টমেন্ট থেকে তার দেহ উদ্ধার করেন কর্তব্যরত বনকর্মীরা। শুক্রবার ময়নাতদন্ত করা হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, মৃত্যুকালে আকাশপাতাল-এর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। বয়সের ভারে কার্ডিয়াক ফেলিওরের কারণেই দাঁতালটির মৃত্যু হয়েছে। নিঃসন্দেহে আকাশপাতাল-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গরুমারার একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হল।



গরুমারা জঙ্গলের সাউথ ইনডং থ্রি কম্পার্টমেন্টে দাঁতালের নিথর দেহ।

প্রায়ই খবর পাওয়া যায়, জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামে হাতি হানা দিয়েছে। তবে আকাশপাতাল ছিল বরাবরই কিছুটা আলাদা। দাঁতালটি গ্রামে চলে এলেও কখনও কারও ক্ষতি করেনি। বড়জোর বাড়ির বাইরের কলা গাছ খেয়ে আবার দুলকি চালে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। গরুমারা লাগোয়া বিচাভাঙ্গা বুথুরাম সরস্বতী বনবস্তির বাসিন্দারাই তার এই নামকরণ করেছিলেন। স্থানীয় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি সুবল পাইক বলেন, ‘পূর্ণবয়স্ক এই দাঁতালটিকে আমরা গরুমারার সব থেকে প্রবীণ হাতি বলেই চিনতাম। কোনওদিন কারও ক্ষতি করেনি।’

হাতি সাধারণত এক জঙ্গলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। তবে কিছু কিছু হাতি রয়েছে যারা নিজেদের গণ্ডি নির্দিষ্ট করে ফেলে। জীবনের বেশিরভাগ সময় তারা একই জঙ্গলে কাটিয়ে দেয়। আকাশপাতাল ছিল সেই গোত্রের। বহু বছর ধরে সে গরুমারা জঙ্গলে ছিল, অন্য কোথাও যায়নি। বিশিষ্ট হস্তীবিশারদ পার্বতী বড়ুয়া এবিষয়ে বলেন, ‘অনেক হাতির এই ধরনের স্বভাব রয়েছে। এটা কোনও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে বয়সজনিত কারণে হাতিটি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিল বলে শুনেছি।’ সরস্বতী বনবস্তির কৃষক মঙ্গল কোরা, সুরজ কোরারা জানালেন, তাঁরা বহুবার আকাশপাতাল-এর মুখোমুখি হয়েছেন। ফসলের ক্ষতি করেনি। বাড়িও ভাঙেনি।

> হাতিটি অনেকবার লোকালয়ে এসেছে, কিন্তু কখনও কারও ক্ষতি করেনি। বড়জোর বাড়ির বাইরের কলা গাছ খেয়ে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে।
>
> -মঙ্গল কোরা
> সরস্বতী বনবস্তির বাসিন্দা



উত্তরবঙ্গ সংবাদ দপ্তরে বাণীবন্দনা। ছবি : সূত্রধর

# লাটাগুড়ি জঙ্গলে বিশেষ নজরদারি

**শুভদীপ শর্মা**

**লাটাগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি :** একদিকে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়া, অন্যদিকে লাটাগুড়ির জঙ্গলে হাতির আনাগোনা বেড়ে যাওয়া, এই দুইয়ের জেরে ফের হাতি-মানুষ সংঘাতের আশঙ্কা বাড়ছে। বিশেষ করে খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে যাতে কোনও গ্রামবাসী বিপদের মুখে না পড়েন, সেই লক্ষ্যে লাটাগুড়ির জঙ্গলে বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে বন দপ্তর।

জঙ্গলে সাধারণ গ্রামবাসীদের প্রবেশ বন্ধ রাখতে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। নজরদারি চালিয়ে জঙ্গলের একাধিক স্থানে খড়ি সংগ্রহ করতে যাওয়া গ্রামবাসীকে ফেরত পাঠাচ্ছেন বনকর্মীরা। চলতি মাসের শুরুতে লাটাগুড়ির জঙ্গলে খড়ি সংগ্রহের জন্য যাওয়া একদল মহিলাকে আটক করেন বনকর্মীরা। পরে তাঁদের ফেরত পাঠানো হয়। এই অভিযান লাগাতার চলবে বলেই জানিয়েছেন লাটাগুড়ি রেঞ্জের আধিকারিকরা।

লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তর কথায়, ‘বড়দিঘি বিট, লাটাগুড়ি বিট এবং লাটাগুড়ি সেন্ট্রাল বিটে চারজন করে বনকর্মী নিয়ে মোট তিনটি পৃথক টিম গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি গাড়িতে অন্য একটি টিম সর্বক্ষণ টহল দিচ্ছে। এই টিমগুলির মূল কাজ জঙ্গলে খড়ি সংগ্রহ করতে আসা মহিলাদের গতিবিধির উপর নজর রাখা। প্রয়োজনে তাঁদের জঙ্গলে প্রবেশে বাধা দেওয়া।’ তিনি আরও জানান, নজরদারির পাশাপাশি বনবস্তি সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামের জনপ্রতিনিধিদের নিয়েও সচেতনতামূলক আলোচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বনবস্তির মহিলাদের বিকল্প সহায়তা হিসেবে বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লাটাগুড়ির জঙ্গলে আলাদা আলাদা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে হাতির দল। জানুয়ারি মাসে ওই জঙ্গলে খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির হানায় তিনজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এই সিদ্ধান্ত।



জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গেলে গ্রামবাসীকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।


## রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী রঙিয়া ডিভিশন ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ফেব্রুয়ারি/২০২৬-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

| ক্র. নং. | মাস/সাল | নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা | নিলাম শুরুর তারিখ/সময় |
|---|---|---|---|
| ১ | ফেব্রুয়ারি/ ২০২৬ | এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন২০২৫০২৭ | ০৪-০২-২০২৬/ ১১:০০:০০ |
| ২ | | এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন২০২৫০২৮ | ১৮-০২-২০২৬/ ১১:০০:০০ |
| ৩ | | এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন২০২৫০২৯ | ২৫-০২-২০২৬/ ১১:০০:০০ |

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল্‌ ম্যানেজার/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



## কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

জলপাইগুড়ী এবং রায়গঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান। **রেট ইউনিট:** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১০৯৬।

অক্সান ক্যাটালগ সংখ্যা. পে-এন-ইউজ-টি২৬-৫

| এসইকিউ সংখ্যা. | এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই-২১৩-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে রায়গঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান |
| এএ/২ | পিএনইউ-কেআইআর-জেপিজি-টিওআই-২১৪-২৬-২ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে জলপাইগুড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনের পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান |

**নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ০৯-০২-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার সময়:** ১০.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
**টোকা:** বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



## কামাখ্যা-রোহটক-কামাখ্যা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) এর প্রবর্তন

তলত উল্লেখ করা বিবরণ অনুসারে রেল নং. ১৫৬৭১/১৫৬৭২ কামাখ্যা-রোহটক-কামাখ্যা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) এর নিয়মিত সেবা প্রারম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

• নিয়মিত সেবা •

| রেল নং ১৫৬৭১ কামাখ্যা- রোহটক ৩০-০১-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (শুক্রবার) ফ্রীকুয়েন্সী - সাপ্তাহিক | | | রেল নং ১৫৬৭২ রোহটক-কামাখ্যা ০১-০২-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (রবিবার) ফ্রীকুয়েন্সী - সাপ্তাহিক | |
|---|---|---|---|---|
| আগমন | প্রস্থান | ষ্টেশন | আগমন | প্রস্থান |
| — | ২২.০০ | কামাখ্যা | ১২.৩৫ | — |
| ২২.৩৮ | ২২.৪৩ | রঙ্গিয়া জংশন | ১০.০০ | ১০.০৫ |
| ২৩.২৫ | ২৩.২৭ | বরপেটা রোড | ০৯.০০ | ০৯.০২ |
| ২৩.৫৫ | ০০.০৫ | নিউ বঙ্গাইগাঁও | ০৮.১৫ | ০৮.২৫ |
| ০১.০০ | ০১.০২ | কোকরাঝার | ০৭.৩৩ | ০৭.৩৫ |
| ০২.২০ | ০২.২৫ | নিউ কোচবিহার | ০৬.০৫ | ০৬.১০ |
| ০৫.১০ | ০৫.২০ | নিউ জলপাইগুড়ী | ০৪.১০ | ০৪.২০ |
| ০৬.২৫ | ০৬.২৭ | কিশনগঞ্জ | ০২.৩০ | ০২.৩২ |
| ০৭.১৫ | ০৭.১৭ | বারসোই জংশন | ০১.৪০ | ০১.৪২ |
| ০৯.২০ | ০৯.৩০ | কাটিহার জংশন | ০০.৩০ | ০০.৪০ |
| ১৩.১০ | ১৩.২০ | বারাউনি জংশন | ২০.১০ | ২০.২০ |
| ২২.৫৫ | ২৩.০৫ | বারানসী | ১২.০০ | ১২.১০ |
| ০১.৩৫ | ০১.৪০ | প্রয়াগরাজ জংশন | ০৯.২০ | ০৯.২৫ |
| ১৩.০০ | ১৩.১০ | দিল্লী জংশন | ২৩.৫৫ | ০০.০৫ |
| ১৪.৪৫ | — | রোহটক জংশন | — | ২২.১০ |

**গঠন: গঠন:** অমৃত ভারত রেক (স্লিপার শ্রেণী- (সাতটি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী- (দসটি), এসএলআরডি-(দুটি) এবং পেন্ট্রি কার-(একটি) = ২০ টি কোচ।
**অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ:** নবগছিয়া, মানসী জংশন, খগড়িয়া জংশন, বেগুসরায়, হাজীপুর জংশন, সোনপুর, ছাপ্রা, বালিয়া, গাজীপুর সিটি, আওঁরিহার জংশন, জ্ঞানপুর রোড, প্রয়াগরাজ রামবাগ, গোবিন্দপুরী, টুণ্ডলা জংশন, গাজিয়াবাদ, বাহাদুরগড়।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়


# পিএনজি ড্রাইভ ২.০

**নিউজ ব্যুরো**

**২৩ জানুয়ারি :** দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি) এবং কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সকলকে উৎসাহিত করতে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল) শিলিগুড়িতে ‘পিএনজি ড্রাইভ ২.০’ শুরু করেছে। শুক্রবার ওই কর্মসূচির সূচনা করেন পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ডের (পিএনজিআরবি) সদস্য (টেকনিকাল) জয়ন্তনারায়ণ দাস, এইচপিসিএল-এর সিজিডি’র প্রধান অনিমেষকুমার সিনহা প্রমুখ।


## অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ডে ভুল নাম থাকায় 21/1/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা ফার্স্ট ক্লাস জে এম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমি Sushil Barman এবং Ale Barman এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

•

আমি রুপালি যাদব, স্বামী অলোক কুমার ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ সরণি শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং ৩৮, পোঃ – রবীন্দ্র সরণি, থানা – ভক্তিনগর, জেলা – জলপাইগুড়ি ২০-০১-২০২৬ তারিখে শিলিগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে রুপালি যাদব থেকে রুপালি ঘোষ হলাম।



## বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, শক্তিশালীকরণ ও সংস্কার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৪_২০২৬/কে/১৪৩২; তারিখ: ১৯-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং : ০৪_২০২৬। কাজের নাম : নতুন পরিকাঠামো নির্মাণের ফলে কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে লোড বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, শক্তিশালীকরণ ও সংস্কার এবং বিভিন্ন স্টেশনে ব্যাকআপ পাওয়ারের ব্যবস্থা করা। (পার্ট-II)। টেন্ডার মূল্য: ৭,৯৩,০৩,৮২৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ৫,৪৬,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



## কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No - 9332115689. (C/120301)

## বিক্রয়

জেলা - মালদা, থানা + ব্লক হবিবপুর, মৌজা হোগলা, জে এল 22, দাগ নং 2/283 খং নং 430,431,432,433,434, জমি মোট পরিমাণ .40 একর জমি বিক্রয় হইবে, যোগাযোগ করুন। M - 8436031485. (C/120089)

## অ্যাফিডেভিট

I, Nazma Banu D/o Md Khalil Residing at Phansidewa, Siliguri, 734434 declared before the First Class Judicial Magistrate Siliguri Court, Darjeeling W.B vide affidavit Sl no 5715, No - 11AC 857935 Dated 10/11/2025 that my father name in my 10th certificate is noted as Md Khaleel and in my Pan Card is Md Khalil. Both are same and one identical person. (C/120304)

•

আমি Md. Imran, আমার মাধ্যমিকের Admit Card Marksheet, Registration Certificate-এ পিতার নাম Asfuq আছে যা ভুল। শিলিগুড়ি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাফিডেভিট বলে Asfuq থেকে Md Ashfaque করা হল। অ্যাফিডেভিট তারিখ 29/11/25. (C/120305)

•

I, Md Khaleel S/o Late Ulfat Md Residing at Nit Bazar P.O - Chathat 734434 Shall henceforth be known as Md Khalil as declared before the Notary Public Siliguri Court, Darjeeling W.B vide affidavit no 11AC 224268 Dated 22nd January 2026. Md Khaleel and Md Khalil both are same and Identical Person. (C/120304)



**NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T No. KMG/BDO-ET/25/2025-26 (APAS), DATED: 22/01/2026**

Last date and time for bid submission- 31/01/2026 at 18.00 hours.
For more information please visit : https://tenders.wb.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar


## আজ টিভিতে




এবারের সরস্বতীবন্দনায় কম্পাসের রোবোটিক স্টাইল।
**কম্পাস** বিকেল ৫.৩০ **স্টার জলসা**

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.০০ জানেমন, দুপুর ১২.৪৫ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.০০ দেবী, সন্ধে ৭.৩০ পাওয়ার, রাত ১০.৩০ হ্যাপি নিউ ইয়ার (বাংলা ভার্সন)
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.৪৫ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ ছোটবউ, বিকেল ৪.০০ বিন্দাস, সন্ধে ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.৩০ ববির বন্ধুরা
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৮.৩০ নাগিন কন্যা, ১০.৩০ অঞ্জলি, বিকেল ৪.০০ স্বপ্ন, সন্ধে ৬.৩০ পুজা, রাত ৯.৩০ আক্রোশ
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ প্রতিদ্বন্দ্বী, সন্ধে ৭.৩০ হীরের শিকল
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ ত্রিশূল
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ বিষ্ণু নারায়ণ
**অ্যান্ড পিকচার্স :** দুপুর ১২.৫৩ মিশন রানিগঞ্জ, ২.৫৭ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৫ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ১০.৫৮ খিলাড়ি
**সোনি ম্যাক্স টু :** সকাল ১০.৫৮ পাপ কি দুনিয়া, দুপুর ২.০০ শোলা অওর শবনম, বিকেল ৫.২৮ অগ্নি সাক্ষী, রাত ১০.২৩ বিরাসত
**জি অ্যাকশন :** দুপুর ১.১৪ তুফান, বিকেল ৪.৩৯ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ সূরয়া-থ্রি, রাত ১০.২০ অঙ্গারে
**স্টার গোল্ড টু :** বেলা ১১.৪৬ বেবি, দুপুর ২.৫৭ বিজয় দ্য মাস্টার, সন্ধে ৬.৫৫ রাউডি রাঠোর, রাত ৯.২৬ তানহাজি-দ্য আনসাং হিরো
**জি সিনেমা :** দুপুর ১.৩৪ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১১ দবং-থ্রি, রাত ৮.০০ বেবি জন, ১১.০৫ কিক



**ববির বন্ধুরা** রাত ১০.৩০
**কালার্স বাংলা সিনেমা**



**দবং-থ্রি** বিকেল ৫.১১
**জি সিনেমা**



**মহাবতার নরসিমহা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)** রাত ৮.০০ **সোনি ম্যাক্স**

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পাওনা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। সরকারি কর্মীদের বদলির খবরে সাময়িক মানসিক চাপ থাকবে। বৃষ : পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। জমি, বাড়ি কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে দেখে নেবেন। প্রেমে শুভ। মিথুন : গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে কথা বলুন। অযথা কাউকে উপদেশ দিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কর্কট : পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। আপনার সুমধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে প্রশংসিত হবেন। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। সিংহ : সামান্য কথা নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। কন্যা : পারিবারিক সমস্যার সমাধান মাথা ঠান্ডা রেখে করার চেষ্টা করুন। সেবামূলক কাজে দানধ্যান করে মানসিক শান্তি পাবেন। তুলা : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করুন। সন্ধের পর ভালো খবর পাবেন। বৃশ্চিক : সন্তানের লেখাপড়ায় মনোযোগ দেখে স্বস্তি মিলবে। কর্মক্ষেত্রে নানা বাধাবিপত্তি থাকলেও আর্থিক উপার্জন ভালোই থাকবে। ধনু : পারিবারিক অশান্তির জেরে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। রাস্তার খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। মকর : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। বহুমূল্য কোনও সামগ্রী হারিয়ে ফেলে চিন্তায় পড়তে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অশান্তি। কুম্ভ : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কোনও দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মীন : শারীরিক কোনও সমস্যা গোপন না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল আপনার পক্ষে যেতে পারে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৪ মাঘ, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১০ মাঘ, সংবৎ ৬ মাঘ সুদি, ৪ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১৪। শনিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ১০।৫৫। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১।১৭। শিবযোগ দিবা ১।২৯। কৌলবকরণ দিবা ১১।৪২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।৫৫ গতে গরকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১।১৭ গতে। দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৫৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, রাত্রি ১০।৫৫ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৩ মধ্যে ও ৪।৪৭ গতে ৬।২৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।৩২ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৭।১৯ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।৫৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম-দিবা ৭।৪৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবাহ-রাত্রি ৮।৫৪ গতে ১।১৯ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৯।৫৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৮ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১৬ গতে ১।৫৮ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

SMART BAZAAR
Reliance Growth is Life
পুরো পয়সা উশুল সেল
21st - 26th JAN
শেষ 3 দিন
সবার একটাই উসুল, এবারে করবে পুরো পয়সা উশুল
21শে থেকে 26শে জানুয়ারী
COMBO@ ₹1385
ধারা কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 5 L + শুভ লাভ মিনিকেট রাইস 10 kg
কম্বাইন্ড এমআরপি ₹1975 | সঞ্চয় ₹590
গুড লাইফ আমন্ড 500 g + কাজু (W320) 500 g
COMBO@ ₹849
কম্বাইন্ড এমআরপি ₹1345
সঞ্চয় ₹496
লুজ মুগ / সোনা মুসুর ডাল 1 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹105/ ₹129
বাজার মূল্য ₹112 / ₹142
বিস্কুট লার্জ প্যাক 400 g থেকে শুরু / লোট্টে চকো পাই 336 g (নির্বাচিত সম্ভার)
BUY ANY 2 GET ANY 1 FREE
এমআরপি ₹125 থেকে শুরু / ইউনিট
কোকা-কোলা / স্প্রাইট / থামস্ আপ 750 ml (নির্বাচিত সম্ভার)
BUY ANY 3 GET ANY 1 FREE
এমআরপি ₹40 থেকে শুরু / ইউনিট
কিং'স রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল 750 g / ডালডা কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
স্মার্ট প্রাইস ₹115 / ₹151
এমআরপি ₹140 / ₹220
সঞ্চয় ₹25 / ₹69
সালোনি কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L / প্যারিজ পিওর রিফাইন্ড চিনি 5 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹165/ ₹235
₹47 /kg
এমআরপি ₹230 / ₹350 | সঞ্চয় ₹65 / ₹115
লুজ ক্লাসিক মিনিকেট রেগুলার / বাঁশকাঠি প্রিমিয়াম রাইস 26 kg
এমআরপি ₹1560 / ₹1768
সঞ্চয় ₹442 / ₹182
স্মার্ট প্রাইস ₹43/kg / ₹61/kg
স্মার্ট প্রাইস ₹1118 (26 kg)
স্মার্ট প্রাইস ₹1586 (26 kg)
গণেশ হোল হুইট / আশির্বাদ হোল হুইট আটা 5 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹239/ ₹245
এমআরপি ₹278/ ₹283 | সঞ্চয় ₹39 / ₹38
টাটা টী গোল্ড 800 g
সঞ্চয় ₹116
এমআরপি ₹415 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹299 থেকে শুরু
মর্টন ঘি 500 ml
স্মার্ট প্রাইস ₹399
এমআরপি ₹458
সঞ্চয় ₹59
টুথপেস্ট 280 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹204 থেকে শুরু
BUY ANY 1 GET ANY 1 FREE
সাবান 125 g থেকে শুরু (মাল্টি প্যাক) (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹299 থেকে শুরু
BUY ANY 1 GET ANY 1 FREE
ডিটারজেন্ট 4 L / 5 kg থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹565 থেকে শুরু
ন্যূনতম 33% ছাড়
LYF মিক্সার গ্রাইন্ডার (500W)
স্মার্ট প্রাইস ₹999
এমআরপি ₹2599
3 পিস হার্ড ট্রলী সেট
এমআরপি ₹30000 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹4499 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 85% ছাড়
ডবল বেডশিট সেট (নির্বাচিত সম্ভার)
BUY ANY 1 GET ANY 3 FREE
এমআরপি ₹1199 থেকে শুরু
মেন'স ওমেন'স & কিড'স ওয়্যার
BUY 1 GET 1 FREE*
2000 + ফ্যাশন স্টাইলস্
• শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পি আর এম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • বালুরঘাট : টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্লাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ল্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে • মালদা এম কে রোড, 420 মোড়
অফার এছাড়াও উপলব্ধ
fresh Signature
SMART SUPERSTORE
10% INSTANT DISCOUNT#
SBI card
#Min. Trxn.: ₹3,000; Max. Discount: ₹500 per Trxn. per credit card; Validity: 21 Jan - 26 Jan 2026. T&C Apply.
আরও অফারের সম্বন্ধে জানার জন্য স্ক্যান করুন
নিকটবর্তী স্টোর দেখার জন্য স্ক্যানকরুন
SMART BAZAAR
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলামত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়্যার এবং অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 26ই জানুযারী 2026 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

## গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু

**রায়গঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** খেলার ছলে গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু হল ১১ বছরের এক নাবালকের। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসারত অবস্থায় প্রাণ যায় তার। শুক্রবার বিকেল চারটা নাগাদ ওই নাবালকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রবিউল ইসলাম। বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার কাচনা থানার বাটনা গ্রামে। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাইবোনদের সঙ্গেই বৃহস্পতিবার বিকেলে বারান্দায় গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস ফাঁস খেলছিল ওই নাবালক। আচমকাই ওড়নার ফাঁস লেগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই সময় পরিবারের সদস্যরা বাড়ির সংলগ্ন মাঠে ভুট্টাখেতে জল দেওয়ার কাজ করছিলেন।

ছেলেমেয়েদের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন তাঁরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করলে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় নাবালকের। মৃতের বাবা সানাউল মহম্মদ বলেন, 'মোবাইলে রিলস দেখছিল। সেই রিলস দেখেই গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস ফাঁস খেলছিল। মোবাইলের জন্যই আমার ছেলেকে অকালে হারাতে হল।'

## পথ দুর্ঘটনায় আহত দুই

**করণদিঘি, ২৩ জানুয়ারি :** গাছের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় আহত হলেন দুই সরকারি কর্মী। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে বাইকে চেপে এসআইআর-এর কাজে রায়গঞ্জ থেকে রসাখোয়ায় যাচ্ছিলেন রসাখোয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সহায়ক চিরঞ্জিত রায় ও করণদিঘি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মী প্রসেনজিৎ ভৌমিক। রসাখোয়ার ভাঙা ব্রিজ এলাকায় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারলে গুরুতর আহত হন দুজনেই। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় উভয়কেই রায়গঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরে তাঁদের রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

## গ্রেপ্তার ১



**হেমতাবাদ, ২৩ জানুয়ারি :** চপের দোকানের আড়ালে বিদেশি মদ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তুষারচন্দ্র বসাক। বাড়ি হেমতাবাদ থানার সমসপুর এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

## অনুষ্ঠান

**রায়গঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** রায়গঞ্জের রাসবিহারী মার্কেটে ২২ জানুয়ারি থেকে নিত্যানন্দ প্রভুর আর্বিভাব উৎসব শুরু হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ওই উৎসব। ১৬ প্রহরব্যাপী হরিনাম কীর্তন, পদাবলি, যজ্ঞানুষ্ঠান সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে।



দুই পৃথিবী।। *ইসলামপুরের দেশবন্ধুপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন শুভম শর্মা।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# সভার জায়গা দিতে বাধা

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ২৩ জানুয়ারি :** বিধানসভা ভোটের আগে মালদায় কাউকেই 'মুখ খুলতে' দিতে চাইছে না স্থানীয় প্রশাসন। আর তার দায় গিয়ে পড়ছে তৃণমূলের উপর। বিরোধীদের অভিযোগ, বাম হোক বা রাম, বাছবিচার নেই রাজ্যের শাসকদলের। কারণ কখনও শুভেন্দু অধিকারী, কখনও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে সভা করতে দিচ্ছে না প্রশাসন।

কয়েকদিন আগে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা শুভেন্দু অধিকারীকে চাঁচলে সভা করতে হয়েছিল আদালতের অনুমতি নিয়ে। আর এবার ঠিক একইভাবে মালদা কলেজের মাঠে সভা করতে গিয়ে বাধা পায় সিপিএম। সভার অনুমতি পেতে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল দলকে। সিপিএমের অভিযোগ, হাইকোর্ট বলা সত্ত্বেও অনুমতি মিলছে না। দলের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের অভিযোগ, 'হাইকোর্টের সেই অনুরোধ নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা উচ্চ আদালতে এই বিষয়টিও জানিয়ে দিচ্ছি।' মালদা কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি স্বয়ং মালদা জেলা শাসক। যদিও পরে এদিন সন্ধ্যায় মালদহ কলেজে সিপিএমের সভা করার একক বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৩০ নাগাদ বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের বেঞ্চে শুনানি হয় মামলার।

আগামী ২৪ জানুয়ারি মালদা শহরে মেগা ইভেন্টের ডাক দেওয়া হয়েছে সিপিএমের তরফে। প্রথমে কথা ছিল মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে সভা হবে। সেই সভায় উপস্থিত থাকার কথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষদের। শহরের বৃন্দাবনী মাঠে এই সভা করতে ২৯ ডিসেম্বর এসডিও'র কাছে লিখিত আবেদন করে অনুমতি চাওয়া হয়। অনুমতি মেলেনি। এব্যাপারে সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের অভিযোগ, 'এসডিও এই নিয়ে কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। বাধ্য হয়ে আমরা নিজেরাই যোগাযোগ করি। তখন জানানো হয়, ওই মাঠে সেদিন খেলা আছে। অনুমতি দেওয়া যাবে না।' এরপরেই সিপিএমের তরফে হাইকোর্টে মামলা করা হয়। বৃন্দাবনী ময়দানে সভা করার অনুমতি চাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার পরপর তিন দফা শুনানির পর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দেন বৃন্দাবনী ময়দানে নয়, মালদা কলেজ মাঠে সিপিএম সভা করতে পারবে ২৪ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। মালদার এসডিও এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে এই সভায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

**একসুর বিরোধীদের**

একইসঙ্গে বলা হয়, মালদা কলেজ মাঠ এসডিওর অধীনে নয়। তাই জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয় কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুমতি দিতে অনুরোধ করার জন্য।

আর এরপরেই বৃহস্পতিবার রাতে সিপিএমের তরফে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে শুক্রবার গভর্নিং বডির বৈঠক ডেকে সিপিএমের সেই আবেদন নাকচ করে দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। মালদা কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি তথা গভর্নিং বডি সদস্য পীযূষকান্তি সাহা বললেন, 'এই প্রথম মালদায় কেন্দ্রীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষা হচ্ছে মালদা কলেজে। ২১ তারিখে পরীক্ষা শুরু হয়েছে, চলবে ২৭ তারিখ পর্যন্ত। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পরীক্ষার যাতে কোনও অসুবিধা না হয়।' তাহলে মালদায় শনিবার মীনাক্ষীদের সভা কি হবে না? সিপিএমের তরফে জানানো হয়েছে, রথবাড়িতে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তারা সভা করবে।

# বিদ্যুতের আলো টিমটিমে

## ট্রান্সফর্মার না থাকায় সমস্যা খালপাড়া সিংতোরে

**অনির্বাণ চক্রবর্তী**

**কালিয়াগঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** দিনের আলোয় উজ্জ্বল '২৪-এর ভোটের দেওয়াল লিখন। সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে বিজেপি প্রার্থী কার্তিকচন্দ্র পালের নাম। তবে ওই ভোটে জয়ী হয়ে লোকসভায় প্রথমবার পা রাখা কার্তিকের নাম ঢাকা পড়ে যায় সন্ধ্যা-রাতের আঁধারে। তখন কালিয়াগঞ্জের বোচাডাঙ্গা অঞ্চলের খালপাড়া সিংতোর এলাকার ভরসা লণ্ঠন অথবা কুপি। অথচ বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ, সবই রয়েছে। আলোও জ্বলে। কিন্তু সেই আলো এতটাই কম যে, তাতে রাতের লেখাপড়া, রান্নাবাড়ি সহ অন্যান্য কাজ অসম্ভব। এমন পরিস্থিতির মূলেই এলাকায় শুধু একটি ট্রান্সফর্মার না থাকা।

ভোট এলে নেতাদের পা পড়ে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে আবার তাঁরা পা রাখবেন। মিলবে আশ্বাস। কিন্তু এলাকায় যে ট্রান্সফর্মার বসবে না, সে ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত খালপাড়া সিংতোরের ৭৫টি পরিবার। তাঁরা জানেন, পার্শ্ববর্তী বলরামপুর গ্রামের ট্রান্সফর্মার থেকেও আগামীদিনে বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় থাকবে এবং দিনের পর দিন তাঁদের রাত কাটবে টিমটিমে আলোয়। দেওয়ালে কার্তিকের নাম থাকলেও সাংসদের দেখা গত দুই বছরে পাননি এলাকার বাসিন্দারা। এই সংক্রান্ত প্রশ্নে পেশায় ব্যবসায়ী বরুণ প্রামাণিক বললেন, 'এক লাইনে দশজনের মাঝে সাংসদকে দাঁড় করিয়ে দিলে বলতে পারব না কে কালিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র কার্তিকচন্দ্র পাল।' এলাকায় কিছুদিনের মধ্যে যাবেন আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছেন কার্তিক। তিনি বলছেন, 'মাশুল বৃদ্ধি করা হলেও রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা বেহাল। কিছুদিনের মধ্যে পথে নামব।' স্থানীয় বিধায়ক বিজেপির সৌমেন রায়, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের নিতাই বৈশ্যের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য স্থানীয়দের। বরুণ বললেন, 'কিছুদিন আগে হঠাৎ রাস্তার উদ্বোধন করতে আসায় নিতাই বৈশ্যকে দেখেছি।'



*খালপাড়া সিংতোর এলাকায় ভোগান্তি বাসিন্দাদের।*

খালপাড়া সিংতোর যেন আজব গ্রাম। বাড়ি-দোকানে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় আলো নেই। বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকার পরেও লণ্ঠন অথবা কুপি জ্বালাতে হয়। গরমকালে সমস্যা চরমে পৌঁছায় বলে জানাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। প্রবীণ বাতনি প্রামাণিক বললেন, 'কিছুদিনের মধ্যে গরম শুরু হয়ে যাবে। সেসময় রাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকবে না তা এখনই বলতে পারি। বাচ্চাগুলি রাতে বালবের আলোয় পড়তে পারে না। দিনের আলোতে ওদের পড়াশোনা সীমাবদ্ধ।' এমন পরিস্থিতি নিয়ে বোচাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির মিনু সরকার বলছেন, 'ওই এলাকায় বিদ্যুৎ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। আমাকে অভিযোগ জানালে অবশ্যই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।' জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিতাই আবার বলছেন, 'ট্রান্সফর্মার বসানোর ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। খুব শীঘ্রই দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব।'

জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের কথা না রাখাটা এরাজ্যে দস্তুর। কিন্তু গ্রামবাসী বারবার দরবার করার পরেও বিদ্যুৎ দপ্তরের নীরবতা কেন? টেলিফোনে প্রসঙ্গটি তুলতেই জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক মানুচন্দ্র বর্মন খবরটি না করার জন্য অনুরোধ করলেন। বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'সাতদিনের মধ্যে আমি এই অসুবিধা থেকে এলাকার মানুষদের মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছি।'



- বাড়ি-দোকানে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও রাতে লণ্ঠন-কুপি জ্বলে গ্রামে
- গ্রামে ট্রান্সফর্মার না থাকাতেই এই সমস্যা, রাতে লাটে ওঠে শিশুদের পড়াশোনা
- জনপ্রতিনিধি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী, সাতদিন চাইছেন বিদ্যুৎকর্তা

## ভাড়াটিয়া ও মালিকের বিবাদে হুলুস্থুল

**রায়গঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** রায়গঞ্জ মেডিকেল রোড এলাকায় একটি ওষুধের দোকানের দখল নিয়ে ভাড়াটিয়া ও মালিকপক্ষের মধ্যে বিবাদ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শুক্রবার। ভাড়াটিয়ার অভিযোগ, তালা ভেঙে দোকান দখল করেছে ও জিনিসপত্র লোপাট করেছে মালিকপক্ষ। অন্যদিকে, মালিকপক্ষের দাবি, দীর্ঘদিন ভাড়া না দেওয়ায় তারা আইনের পথেই হেঁটেছে। দু'পক্ষের বাদানুবাদে শুক্রবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেল রোড এলাকায়। পুলিশ ও বণিকসভার সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দীর্ঘ ৩০ বছর আগে এই দোকানঘরটি ভাড়া নিয়ে ওষুধের ব্যবসা শুরু করেছিলেন অরূপ বিশ্বাস। মাঝে দীর্ঘদিন পারিবারিক সমস্যার কারণে দোকান খুলতে পারেননি তিনি। অভিযোগ, এরই মধ্যে সেই দোকানের তালা ভেঙে দোকানের দখল নেন মালিকপক্ষ রাজেন্দ্রনাথ অধিকারীর ছেলে রাজকুমার অধিকারী এবং শংকর অধিকারীরা। খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। পরে পুলিশ এসে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। ভাড়াটে অরূপ অভিযোগ করে বলেন, 'এর মধ্যে পরিবারের দুই সদস্য মারা যাওয়ায় দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে। আমি ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে সমস্ত জিনিসপত্র বের করে দিয়েছে।' তাঁর দাবি, দোকানঘর থেকে ভাড়া তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আইনের দ্বারস্থ হচ্ছেন তিনি। আর মালিকপক্ষের তরফে রাজেন্দ্রনাথ অধিকারীর দাবি, ওই দোকানঘর তাঁরা অরূপকে ভাড়া দিয়েছিলেন প্রায় বছর ৩০ আগে। কিছুদিন ব্যবসা করার পর ভাড়া সংক্রান্ত একটি জটিলতায় আইনের দ্বারস্থ হয় মালিকপক্ষ। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে দোকানঘরটি বন্ধ পড়ে রয়েছে। নিয়মিত ভাড়াও দিচ্ছেন না। সুবিচারের জন্য ইতিমধ্যেই আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরাও।

এদিকে, অরূপের পাশে দাঁড়িয়ে রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি দাবি করেন, ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সুজন বসুও একই দাবি জানিয়েছেন।



- ৩০ বছর আগে এই দোকানঘরটি ভাড়া নিয়ে ওষুধের ব্যবসা শুরু করেছিলেন অরূপ বিশ্বাস
- মাঝে দীর্ঘদিন পারিবারিক সমস্যার কারণে দোকান খুলতে পারেননি তিনি
- অভিযোগ, এরই মধ্যে সেই দোকানের তালা ভেঙে দোকানের দখল নেয় মালিকপক্ষ

## শুনানিতে ডাক বিএলও-কে

**বুনিয়াদপুর, ২৩ জানুয়ারি :** স্বল্প সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বংশীহারীতে নজির গড়েছিলেন এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। ২০৮ পার্টের শ্রীরামপুর বুথের সাজ্জাদ হোসেন নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই কাজ শেষ করায় তাঁর কাজের প্রশংসা করেন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার।

এবার এসআইআর-এর দ্বিতীয় ফেজে সেই একই বিএলও-কে এবার শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু অভিযোগ বা নথি যাচাইয়ের প্রয়োজনেই তাঁকে ডাকা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

যদিও এ ব্যাপারে বিএলও সাজ্জাদ হোসেন জানিয়েছেন, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি প্রক্রিয়াগত বিষয়। যেখানে তথ্য যাচাই ও স্বচ্ছতা বজায় রাখাই মূল উদ্দেশ্য। নির্বাচন কমিশন ধাপে ধাপে নির্দেশিকা জারি করায় সমস্যায় পড়েছেন বিএলও থেকে সাধারণ মানুষ।

## ডাম্পারের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ

**কুমারগঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** কুমারগঞ্জের উদইল এলাকায় শুক্রবার সকালে ডাম্পারের সঙ্গে একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন এক বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার জেরে রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠান। আহত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## মশাল নিয়ে রাস্তায়

# শিয়ালের ভয়ে ঘরবন্দি

**সৌরভকুমার মিশ্র**

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ জানুয়ারি :** সন্ধের পর আর কেউ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইছেন না। মেলা বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে লোকসমাগম কমে গিয়েছে। এর পেছনে রয়েছে শিয়ালের আতঙ্ক। ছবিটি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ব্লক এলাকার কুশিদা, ভিঙ্গল, দৌলতনগর, ইসলামপুর, সুলতাননগর, সাদলি চক, ভালুকা এমনকি হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার। এইসব এলাকায় শিয়ালের হানার ঘটনা ক্রমে বেড়েই চলেছে। অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে বিয়েবাড়ি বা কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় গ্রামবাসী দলবেঁধে হাতে মশাল নিয়ে যাচ্ছেন। গত বছর শিয়ালের আক্রমণে একজন মারা গিয়েছিলেন। আহতের তালিকায় শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউ বাদ নেই। শিয়ালের আতঙ্কে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বিয়ের আসরেও লোকজন যেতে চাইছেন না।

এই প্রসঙ্গে চাঁচলের রেঞ্জ অফিসার দুলাল সরকার বলেন, 'আমরা এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছি। শিয়ালের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঘনঘন আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। মূলত খাবারের খোঁজেই শিয়ালগুলি লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। আমরা গ্রামবাসীকে বিভিন্নভাবে সচেতন করছি।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শীতের মরশুমে জেলায় সোনালি শিয়ালের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছে।

হরদমনগরের বাসুদেব দাস জানান, শিয়ালের হানা বেড়ে যাওয়ায় কোনও গ্রামে যখন কারও বাড়িতে বিয়ের আয়োজন হয়, সেখানে সন্ধের পর বিশেষ কেউ যেতে চান না। কোথাও কোথাও নিমন্ত্রিতদের রক্ষা করতে বিয়েবাড়ির আয়োজকরা আলাদা করে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করছেন। বর্ণাহি গ্রামের বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম বলেন, 'শীতের শুরু থেকে মাঝেমধ্যে গ্রামে শিয়াল হানা দেয়। এলাকায় বনভূমি কমে আসছে, খাবারের খোঁজে শিয়াল গ্রামের দিকে চলে আসছে। শিয়ালের ভয়ে শুধু বিয়েবাড়ি নয়, যে কোনও মেলা বা অনুষ্ঠানেও লোকের উপস্থিতি কমে গিয়েছে। এছাড়াও এলাকায় কেউ শিয়ালের দ্বারা আক্রান্ত হলে চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া যায় না। আমার গ্রামের এক বৃদ্ধ

**হরিশ্চন্দ্রপুর**

গত বছর মারা গিয়েছেন। দুজন শিশু আহত হয়েছিল।' এলাকার বাসিন্দা আশরাফুল হকের অভিযোগ, 'এলাকায় শিয়াল চলে এলে সেগুলিকে তাড়ানোর মতো কোনও ব্যবস্থা নেই। বন দপ্তরের টহলদারির অভাব রয়েছে। তাই শীতের রাতে কেউ বিশেষ একটা বাড়ির বাইরে বেরোতে চান না।' ইতিমধ্যে বন দপ্তরের কাছে শিয়াল নিয়ন্ত্রণ এবং এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিয়ে দাবি রেখেছেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন। শিয়ালের আক্রমণে মৃত ব্যক্তির পরিবারের হাতে ইতিমধ্যে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

## স্ত্রীর ওপর অভিমানে 'বিষপান'

**রায়গঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** স্ত্রীর উপর অভিমান করে কীটনাশক খেয়ে 'আত্মঘাতী' স্বামী। শুক্রবার সকালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। এরপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ ওই পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুকসেদ আলি নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার মালগাঁও গ্রামে।

মৃত তরুণের পিসতুতো দাদা শফিকুল হক বলেন, এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপ করতে বলেছিলেন স্ত্রীকে। ঠিকঠাক ফর্ম ফিলআপ না হওয়ায় শুনানি পর্বে তাঁর ডাক আসে।

শনিবার বিডিও অফিসে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড হারিয়ে ফেলায় যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে জমিতে দেওয়া কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কুনোর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিন সকালে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই নির্মাণ শ্রমিকের।

# নানা কর্মসূচিতে নেতাজির জন্মজয়ন্তী

**গৌড়বঙ্গ ব্যুরো**

**২৩ জানুয়ারি :** মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় শুক্রবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এবছরও শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে দিনটি দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালন করা হয়। অন্যদিকে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা কার্যালয়ে দিনটি পালন করা হয়। জেলা তৃণমূল কার্যালয়েও দিনটি পালন করা হয়।

এছাড়া গাজোল নির্মল যোগ সংঘের উদ্যোগে গাজোলের শিক্ষকপল্লি সংলগ্ন এলাকার যোগ ময়দানে নেতাজির জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গাজোল থানা মোড়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। পরে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি বিতরণ করে তৃণমূল নেতৃত্ব।

বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সঙ্গে এদিন পরাক্রম দিবস পালিত হয়।

বুনিয়াদপুর পুরসভা ভবনের সামনে ও বুনিয়াদপুর ট্রাফিক মোড়ে পুরসভার তরফে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। সুভাষচন্দ্রের জীবন নিয়ে আলোচনা করেন পুর প্রশাসক সমীর সরকার। জোড়দিঘি, বদলপুর, পাথরঘাটা, দৌলতপুর সহ একাধিক জায়গায় দিনটি পালন করা হয়। পতিরাম চৌরঙ্গিতে নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বালুরঘাটে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে নেতাজির জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এদিন থেকে আজাদ হিন্দ সংঘের পরিচালনায় তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়েছে।

রায়গঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে



যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটি স্মরণ করা হয়। বাণিজ্য ভবনে দিনটি পালন করেন রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে শহরের আশা টকিজ মোড়ে দিনটি পালন করা হয়েছে। ডালখোলা পুরসভার পক্ষ থেকে পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করেন ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান তনয় দে, ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ। ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়।

# পিঁয়াজি মোড়ে তেলেভাজার দোকানই নেই

**পিঁয়াজি মোড়ের নাম শুনে প্রথমে লোকে হয়তো ভাববে, পিঁয়াজির দোকান বসা থেকেই এমন নামকরণ হয়েছে। কিন্তু না, এই জায়গায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অর্থাৎ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার বা পিএইচসি হওয়ার কারণে, কালক্রমে তা লোকমুখে অপভ্রংশ হয়ে পিঁয়াজি মোড় হয়েছে। পরে নাম বদলানোর চেষ্টা হলেও রয়ে গিয়েছে মানুষের পুরোনো অভ্যাস। খোঁজ নিলেন স্বপনকুমার চক্রবর্তী।**

কী নামে ডেকে

**স্বপনকুমার চক্রবর্তী**

**বামনগোলা, ২৩ জানুয়ারি :** 'পিঁয়াজি মোড়... পিঁয়াজি মোড়...'

মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের বুকে ছুটে চলা বাসটা হালকা ব্রেক কষল। কয়েকজন নামলেন, কয়েকজন উঠলেন। বাস চলে গেল, কিন্তু নামটা যেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল- পিঁয়াজি মোড়।

না, পিঁয়াজি থেকে অন্তত এই জায়গার নামকরণ হয়নি! বামনগোলা ব্লকের নালাগোলা সংলগ্ন আজকের এই ব্যস্ত মোড় একদিন এমন ছিল না। প্রবীণরা বলেন, কয়েক দশক আগে এই জায়গাটা প্রায় জনশূন্য ছিল। চারপাশে ছিল ফাঁকা মাঠ, কাঁচা রাস্তা, দূরে গ্রাম। সন্ধ্যা নামলেই লোকজনের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যেত। বাড়ত শিয়ালের আনাগোনা। তখন এখানে শুধু উত্তর নয়াপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটাই ছিল ভরসা। সন্ধের পর কেউ অসুস্থ হলে রোগীকে নিয়ে দলবেঁধে আসতেন সবাই। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের সংক্ষিপ্ত নামে তাই তখন এই জায়গার পরিচিতি ছিল 'পিএইচসি মোড়'। নালাগোলা উচ্চতর বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি ভূষণ মাহাতো বলেন, 'বাপঠাকুরদার কাছে শুনেছি, একসময় সন্ধ্যার পর এই পথে আসতে মানুষজন ভয় পেতেন। রাস্তা ভালো ছিল না, আলোও ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকায় মানুষজনকে আসতে হত। সেখান থেকেই মোড়টার পরিচয়।'

ধীরে ধীরে চিত্রটা বদলাতে শুরু করে। নতুন পাকা রাস্তা তৈরি হয়। মালদা জেলা সদর থেকে নালাগোলা হয়ে তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর, আজকের দক্ষিণ দিনাজপুরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়। বাস, ট্রাক, ছোট যান চলতে শুরু করে। যাত্রী বাড়ে। গড়ে ওঠে দোকানপাট। গজিয়ে ওঠে চায়ের দোকান, মুদির দোকান, ফার্মাসি। সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে জনবসতিও। কিন্তু 'পিএইচসি মোড়' নামটা মানুষের মুখে মুখে বদলে যেতে থাকে। উচ্চারণভেদে তা একসময় হয়ে ওঠে 'পিঁয়াজি মোড়'।



*যে মোড়ের নাম নিয়েই আক্ষেপ।*

বাসযাত্রী রতন মণ্ডল হেসে বলেন, 'দাদা, আমরা তো কনডাক্টরকে টিকিটের টাকা দিয়ে বলি, 'পিঁয়াজি মোড় নামিয়ে দেবেন। কনডাক্টরও বোঝেন।'

হকার সমরেশ রায় হেসে বললেন, 'আমরা যখন ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে আসতাম, লোকে বলত পিঁয়াজি মোড়ে দাঁড়াবি। তখন বুঝতাম, এখানেই বাজার।' চায়ের দোকানে বসে থাকা কৃষক মদন মণ্ডল যোগ করলেন, 'পিঁয়াজি মোড় নামটাই তো আমাদের কাছে ঠিকানা।' কুরিয়ার কর্মী অমিত দাস বলেন, 'ঠিকানায় লেখা থাকে পিঁয়াজি মোড়। কিন্তু কোথাও লেখা নেই। নামটাই যেন ব্র্যান্ড হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু এই পিঁয়াজি মোড় নামটা নিয়ে অনেক মানুষজনের আক্ষেপের সীমা ছিল না। পরবর্তীতে বেশ কয়েক বছর আগে এই মোড়ে বসানো হয় স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি। নামকরণ করা হয় হয় 'বিবেকানন্দ মোড়'। উদ্বোধনে ছিল ভিড়, ফুল, শঙ্খধ্বনি। কিন্তু দিনশেষে পিঁয়াজি মোড় নামের অস্তিত্ব বিলীন হয়নি।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বিবেকানন্দ মোড় বললে অনেকেই থমকে যায়। কলেজ পড়ুয়া অনন্যা রায় বলেন, 'নাম বদলানো সহজ, অভ্যাস বদলানো সত্যিই কঠিন।'

চিকিৎসক আশিস বিশ্বাস আশা করেন, 'নতুন প্রজন্ম যদি নতুন নামটা ব্যবহার করে, অভ্যাস বদলাতে পারে।' তবু টোটোচালক সনাতন সরকারের কথায় বাস্তবতা ধরা পড়ে, 'মূর্তিটা আমাদের গর্ব। কিন্তু যাত্রী তো পিঁয়াজি বললেই বোঝে।' সন্ধ্যা নামলে মোড়ে ভিড় বাড়ে। চা স্টলে চায়ের ধোঁয়ায় গল্প জমে, বাস থামে, আবার ছুটে যায়। নাম বদলের ঘোষণার ভেতর দিয়ে এই মোড় আজও নিজের ছন্দে হাঁটে। বাস কনডাক্টর হাওয়া কাঁপিয়ে ডেকে যান, 'পিঁয়াজি মোড়... পিঁয়াজি মোড়...'

গোলাপ কেনার ভিড়। বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

### দেদারে বালি পাচার, ক্ষতির মুখে কৃষকরা

# আত্রেয়ীতে মাফিয়াদের দাপট

**বিশ্বজিৎ প্রামাণিক**

**পতিরাম, ২৩ জানুয়ারি :** আত্রেয়ীর পাড়ে কার্যত একুশে আইন! রাজ্যের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অভিযানের পর ২৪ ঘণ্টাও পার হয়নি। তার মধ্যে আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আত্রেয়ীর চরে স্বমহিমায় ফিরল বালি মাফিয়ারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, পতিরাম থানার পারপতিরাম-হরিহরপুর এলাকায় আত্রেয়ী নদীর চর থেকে অবৈধভাবে দেদার চলছে বালি চুরি। সেই উদ্দেশ্যে বিশালাকার বালির সেতু তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ছেন এলাকার কৃষকরা।

সম্প্রতি ভূমি দপ্তরের তরফে অবৈধ বালির সেতু ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযানের পর আবার সেতু তৈরি করে ফেলেছে বালি কারবারিরা। ফলে শুরু হয়েছে ট্র্যাক্টর চলাচল। কৃষকদের অভিযোগ, বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলির যাতায়াতে তাঁদের চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফসল। এই নিয়ে মাফিয়াদের সঙ্গে কৃষকদের ঝামেলা বাধে।



ফসলের ক্ষতির অভিযোগে বাঁশ পুঁতে প্রতিবাদে কৃষকরা।

গত নভেম্বর মাসে তাঁরা মহকুমা ভূমি আধিকারিকের কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত চিঠি দিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সুরাহা হয়নি। এবার প্রায় পঞ্চাশজন কৃষক ফের গণস্বাক্ষর করে আবেদনপত্র পাঠাতে চলেছেন জেলা শাসক ও জেলা পুলিশের কাছে।

হরিহরপুর গ্রামবাসীর অভিযোগ, অবৈধ বালি উত্তোলন এবং খননের ফলে তাঁদের জমিতে বালির স্তূপ জমে যাচ্ছে। জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। নদীর গভীরতা বেড়ে যাওয়ায় বর্ষাকালে বন্যার আশঙ্কা বাড়ছে। পাশাপাশি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলির দাপটে যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁরা। এরমধ্যে বালি মাফিয়াদের সঙ্গে স্থানীয়দের বচসার পরে ক্ষুব্ধ কৃষকরা ট্র্যাক্টর যাওয়ার রাস্তায় বাঁশ পুঁতে দিয়েছেন।



- আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আত্রেয়ীর চরে স্বমহিমায় ফিরল বালি মাফিয়ারা
- কৃষকদের অভিযোগ, বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলির যাতায়াতে তাঁদের চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফসল
- ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পাশাপাশি এলাকার পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মানুষ

স্থানীয় অতুল টুডু বলেন, 'আগেও রিং দিয়ে সেতু বানানো হয়েছিল। ভেঙে দিলেও ফের বালির সেতু বানানো হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ করলেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সুরাহা না মিললে এরপর মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব।'

বালুরঘাট ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। আগেও রিংয়ের সেতু ভাঙা হয়েছে, সম্প্রতি বালির সেতুও ভেঙেছি। ফের অভিযান চালানো হবে।'

এলাকায় এমন ভয়ডরহীনভাবে মাফিয়াদের অবাধ বিচরণে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পাশাপাশি এলাকার পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকার ক্ষতিগ্রস্তরা। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের নাকের ডগায় এইসব দৌরাত্ম্য চলছে। বারবার সেতু ভেঙে দিলেও নতুন সেতু তৈরি করা হচ্ছে। তাও কারও কোনও হুঁশ নেই। এদিকে, এই প্রসঙ্গে পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো বলেন, 'বিষয়টি আমরা দেখছি।'

তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, আত্রেয়ীর বুকে বালি মাফিয়াদের এই প্রকাশ্য দাপট কতদিনে বন্ধ হবে?

### পতিরাম থানায় অভিযোগ তৃণমূলের

# মণ্ডপসজ্জায় 'ফাইল' বিতর্ক

**বিশ্বজিৎ প্রামাণিক**

**পতিরাম, ২৩ জানুয়ারি :** একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিবরণ। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে আঁকা কার্টুনে 'ফাইল চোর', 'কয়লা ৪২০', 'দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা', পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবীর আদলে কার্টুনে টাকা ছড়ানোর দৃশ্য, 'চোর কেষ্টকে বীরের সম্মান' লেখা ও কার্টুন, -সরস্বতীপুজোর এমন মণ্ডপকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বাঁধল দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরামে। পতিরাম চৌরঙ্গিতে এমন মণ্ডপের উদ্যোক্তা 'রাষ্ট্রবাদী ছাত্র যুব সমাজ' নামে একটি সংগঠন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সংগঠনের নেপথ্যে বিজেপি। যে কারণে শুক্রবার মণ্ডপে উপস্থিত ছিল বিজেপি নেতৃত্ব।

এমন মণ্ডপ দেখে নীরব থাকতে পারেনি রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল। পুলিশি পদক্ষেপের দাবিতে থানায় ছুটে যান দলের কর্মী-সমর্থকরা। তৃণমূলের অভিযোগ, সরস্বতীপুজোর মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সরাসরি রাজনৈতিক কটাক্ষ ও উসকানিমূলক ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। অন্যদিকে, হামলা হলে প্রত্যাঘাত করার জন্য মণ্ডপ চত্বরে ছিলেন বিজেপি সমর্থকরা। ছিলেন বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডুর পাশাপাশি বাপি সরকার, রজত ঘোষ, দেবশ্রী সরকার সহ জেলার তাবড় নেতারা। দুপুরে মণ্ডপে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি মণ্ডপ চত্বরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। পাশাপাশি মণ্ডপ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান। সুকান্তর অভিযোগ, 'পুজো বানচাল করার চেষ্টা করছিল তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী। পুলিশও পুজোমণ্ডপ খুলে ফেলার কথা বলেছিল। আমরা দেখতে চাই, কে পুজো বন্ধ করতে আসে। মণ্ডপে কারও নাম লেখা নেই, শুধুমাত্র কার্টুন রয়েছে এবং সেখানে লেখা বিষয়গুলি বাস্তব সত্য।' পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করলে দশ হাজার মানুষ নিয়ে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। পাশাপাশি মণ্ডপে হামলার আশঙ্কা প্রকাশ করে তার দায় পুলিশের ওপর চাপান।




পুজোমণ্ডপে এই কার্টুন ও তার মধ্যে লেখাই এখন চর্চার বিষয়।



- মণ্ডপে মোদির ছবি সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের খতিয়ান, দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি তুলে মমতাকে কাঠগড়ায়
- বিজেপি প্রভাবিত রাষ্ট্রবাদী ছাত্র যুব সমাজের এমন পুজোমণ্ডপকে কেন্দ্র করে বিতর্ক পতিরামে
- মণ্ডপ ভাঙলে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি সুকান্তের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাষা-শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন সুভাষের

এদিকে, তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বিজেপির এই কর্মকাণ্ডকে জঘন্য মানসিকতার পরিচয় বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'বাঙালির পুজোকে বিজেপি রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করেছে। অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে বিজেপি। ওরা চাইছিল আমরা প্ররোচনায় পা দিই, কিন্তু আমরা শান্তিপ্রিয় দল, আমরা তা হতে দিইনি।' পেশায় অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদারের ভাষা ও শিক্ষা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। একইসঙ্গে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানালেও, উপযুক্ত সময়ে এর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন সুভাষ। সরস্বতীপুজোর এমন মণ্ডপকে ঘিরে দুই পক্ষের মধ্যে কোনও গণ্ডগোল না হলেও, এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা।

## বন্ধ ঘরে মৃত বিচারক

**বালুরঘাট, ২৩ জানুয়ারি :** বালুরঘাট জেলা আদালতের এক বিচারকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বিচারকদের আবাসনে। মৃতের নাম অজয় রাজ স্যাংডেন (৫০)। তাঁর বাড়ি দার্জিলিংয়ে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি জানা গিয়েছে। তিনি বালুরঘাট জেলা আদালতের লিভ রিজার্ভ অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। তবে তাঁর পরিবার দার্জিলিংয়েই থাকে। কর্মসূত্রে বালুরঘাটে জেলা আদালতের রাস্তার উলটোদিকে বিচারক আবাসনের একতলার একটি ফ্ল্যাটে তিনি একাই থাকতেন। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

প্রতিদিনের মতো এদিনও সকালে বিচারককে ডাকতে তাঁর ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়েন তাঁর কেয়ারটেকার। তবে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরও ভেতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। এতে সন্দেহ হওয়ায় তিনি অন্যদের বিষয়টি জানান। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচারক আবাসনের দরজার সামনে ভিড় জমে যায় ও বালুরঘাট থানাতেও খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢোকে। সেখানে ঢুকে দেখা যায়, বিচারক অজয় রাজ স্যাংডেন বিছানার ওপর পড়ে রয়েছেন। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। বিচারকের পরিবারকে খবর পাঠানো হয়েছে। তাঁর ভাগ্নে সন্ধ্যায় বালুরঘাটে এসে পৌঁছেছেন।

# সরকারি সার্টিফিকেট পেতেও টাকা

### দুর্নীতির অভিযোগে কাঠগড়ায় প্রধান

**মণিশংকর ঠাকুর**

**তপন, ২৩ জানুয়ারি :** ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে সাধারণ মানুষ যখন দিশেহারা ও আতঙ্কিত, তখন ওয়ারিশ সার্টিফিকেটে সই করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান টাকা নিচ্ছেন। রামপাড়া চেঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের বাসন্তী রায়ের বিরুদ্ধে ওঠা এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। ঘটনায় অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

ওয়ারিশ সার্টিফিকেটে সই করার জন্য ৩০০ টাকা দাবি করছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাসন্তী, এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ছড়িয়েছে সমাজমাধ্যমে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তি ওয়ারিশ সার্টিফিকেটে সই করাতে গেলে প্রধান তাঁর কাছে ৩০০ টাকা দাবি করছেন। টাকা না দিলে সই করবেন না বলে জানিয়ে দেন। ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভ। টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করছেন প্রধান বাসন্তী। তবে তাঁর দাবি, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য মিলে রেজোলিউশন করে ওয়ারিশ সার্টিফিকেটের জন্য ৩০০ টাকা করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।'



- ওয়ারিশ সার্টিফিকেটে সই করার জন্য ৩০০ টাকা দাবি করছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান
- সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে সরগরম তপন, টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার প্রধানের
- দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদলের সমালোচনায় বিরোধীরা, দায় নিতে চাইছে না তৃণমূল

ঘটনায় আরএসপি'র তপন লোকাল কমিটির সম্পাদক মমিন মিয়াঁ বলেন, 'এসআইআর নিয়ে মানুষ এমনিতেই আতঙ্কে আছেন। তার মধ্যে সরকারি সার্টিফিকেট পেতেও যদি টাকা দিতে হয়, তাহলে তাঁদের অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে? তৃণমূল দুর্নীতির আঁতুড় হয়ে উঠেছে।' তৃণমূলকে আক্রমণ করে বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় বলেন, 'শুধু এই একটি গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, প্রায় সব গ্রাম পঞ্চায়েতেই এ ধরনের দুর্নীতি চলছে। তৃণমূলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গিয়েছে। কে কত বেশি দুর্নীতি করতে পারে, তার যেন প্রতিযোগিতা চলছে। জনপ্রতিনিধিরাই দুর্নীতিতে জড়িত। প্রশাসনিক তদন্ত প্রয়োজন।' বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়ে তৃণমূলের তপন ব্লক সভাপতি (গঙ্গারামপুর বিধানসভা) সমীর রাহার বক্তব্য, 'ভিডিওটা সত্য কি না তা যাচাই করা উচিত। তবে দল কখনও দুর্নীতিকে সমর্থন করে না। যদি কেউ চেয়ারে বসে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেন, দল তার দায় নেবে না।'

এ বিষয়ে তপন ব্লকের বিডিও রাজীব তরফদার বলছেন, লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

## নিগৃহীতার ভাইবোনদের পড়ার ব্যবস্থা

**মালদা, ২৩ জানুয়ারি :** উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় নাবালিকা নিগ্রহ কাণ্ডে শুক্রবার মথুরাপুরে তার বাড়িতে গেলেন জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট এবং ওয়ান স্টপের প্রতিনিধিরা। তাঁরা ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। তাঁদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ শুনে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়। এলাকার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে পরিবারটির কাছে সমস্তরকম সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের প্রতিনিধি বিকাশ রাম।

বর্তমানে ওই নাবালিকার পরিবারে রয়েছে তার মানসিক ভারসাম্যহীন মা এবং তার ছয় নাবালক ভাইবোন। বর্তমানে তাদের অবস্থা এতটাই সঙ্গিন যে ঠিকমতো তারা খেতেও পারছে না। তারা কেউ পড়াশোনা করে না। এই পরিস্থিতিতে ওই নাবালিকার ভাইবোনদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মালদা জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের আধিকারিক শিবেন্দু শেখর জানা বলেন, 'আমরা ওই মেয়েটিকে ফেরানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছি।'

## বিবাদে উত্তেজনা

**কুমারগঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** কুমারগঞ্জের দিওর পঞ্চায়েতের শ্যামনগর এলাকায় দুই প্রতিবেশীর দীর্ঘদিনের বিবাদ ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল। বৃহস্পতিবার এই বিবাদ মারপিটের আকার নেয়।

অভিযোগ, দুই প্রতিবেশী আরিফ সরকার ও মিজানুর রহমান মণ্ডলের মধ্যে পুরোনো গণ্ডগোল ছিল। ওইদিন রাস্তা বন্ধ করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলা তীব্র হয়। আরিফের অভিযোগ, মিজানুর সহ চারজন মিলে তাঁর স্ত্রী বাবলি খাতুনকে মারধর করেন। গুরুতর আহত বাবলিকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে মিজানুর প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মারধর ও যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর দু'পক্ষই শুক্রবার কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে।



## ফিন্যান্স অফিসার ধৃত

**রায়গঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে একটি মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির ফিন্যান্স অফিসারকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অভিজিৎ সিংহ রায় (২১)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার নারায়ণপুর গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শুক্রবার বিকেল চারটা নাগাদ ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, কালিয়াগঞ্জে অবস্থিত একটি মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির কালিয়াগঞ্জ ব্রাঞ্চের ফিন্যান্স অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন অভিজিৎ সিংহ রায়। চলতি মাসের ১৯ তারিখ ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৭০ টাকা ডিপোজিট না করে সেই টাকা নিয়ে বাড়িতে চলে যান তিনি। এরপর নিজের ফোন সুইচড অফ করে আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকেন।

এই ঘটনায় চলতি মাসের ২১ তারিখ সংশ্লিষ্ট মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির ম্যানেজার সঞ্জিত হালদার কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

# মেয়েকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার বাবা

**তপন, ২৩ জানুয়ারি :** নিজের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ খোদ বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় ক্ষোভ ও আতঙ্কের পরিবেশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি পানীয়ের সঙ্গে নেশাদ্রব্য মিশিয়ে খাইয়ে দেয় নির্যাতিতাকে। এরপর তার ওপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর ওই ব্যক্তি মেয়েকে কড়া হুমকি দেয়, 'কাউকে কিছু জানালে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।' দীর্ঘদিন ভয় ও মানসিক চাপে থাকায় নাবালিকা মুখ খুলতে পারেনি বলে দাবি।

অভিযুক্তের অতীত ভয়ংকর। পুলিশি নথি অনুযায়ী, ২০১২ সালে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছিল। সেই মামলায় আরেক অভিযুক্তের সঙ্গে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করে। তবে ২০১৬ সালে প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার পর জেলে না ফিরে ফেরার হয়ে যায়। সম্প্রতি এলাকায় ফিরে আসে এবং এই নৃশংস ঘটনার অভিযোগ সামনে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার ঘটনা সম্পর্কে ফোনে মাকে জানায় ওই নাবালিকা। এরপরই নির্যাতিতার বিবাহবিচ্ছিন্না মা আর দেরি না করে তড়িঘড়ি তপন থানায় অভিযোগ করেন। রাতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

# প্রাক্তন 'প্রেমিকা'কে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা



**রামপ্রসাদ মোদক**

**রাজগঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** গভীর রাতে বাড়ির সামনে এসে ডেকেছিলেন বিবাহিত প্রাক্তন প্রেমিক। বাইরে বেরিয়ে দেখা করলেও প্রাক্তন প্রেমিকের কথামতো তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি যেতে চাননি তরুণী। তাই মেয়েটিকে বাড়ির কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে গায়ে জ্বালানি তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন অভিযুক্ত প্রেমিক। ঘটনায় অভিযুক্ত সরিফুল আলমকে গ্রেপ্তার করেছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে এমন ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে রাজগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণীর মামা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর সঙ্গে স্থানীয় একটি কলোনির বাসিন্দা সরিফুলের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক অস্বীকার করে সরিফুল পরিবারের অন্যদের কথা শুনে অন্য জায়গায় বিয়ে করেন। অভিযোগ, বিয়ের পরেও সরিফুল তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেন। ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। মেয়েটির পরিবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের শরণাপন্ন হন। এই নিয়ে গ্রামে সালিশি সভাও বসে।

এতে অবশ্য সরিফুল শোধরাননি। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সরিফুল মেয়েটিকে ফুঁসলে একটি চা বাগানের নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তরুণীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করে। পুলিশ সরিফুলকে গ্রেপ্তারও করেছিল। ৫৬ দিন জেল হেপাজতে থাকার পর জামিন পান সরিফুল।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি ওই তরুণী বলেন, 'একসময় সম্পর্ক ছিল সরিফুলের সঙ্গে। সরিফুল অন্য মেয়েকে বিয়ে করার পর এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তারপর থেকে সরিফুল বারবার পুরোনো প্রেমের কথা বলে আমাকে ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করে।' বুধবারের ঘটনার প্রসঙ্গে নিগৃহীতা বলেন, 'রাতে সরিফুল ফোন করে আমাকে বলে আমি বাড়ির বাইরে না বেরোলে সে আমার বাড়ির সামনে গলায় ফাঁস দেবে। আমি বাড়ির বেরিয়ে এলে ও আমাকে কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে মারধর করে। আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে আমি রাজি হইনি। তারপরই আমার গায়ে তেল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি চিৎকার করি কিন্তু অনেক রাতে কেউ শুনতে পায়নি। আমি সরিফুলের শাস্তি চাই।'

রাজগঞ্জ থানার আইসি অমিতাভ দাস জানান, অভিযুক্তকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তুলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

# এনারুলের গ্রামে মিছিলে পুলিশ সুপার

**সেনাউল হক**

**কালিয়াচক, ২৩ জানুয়ারি :** মোজমপুর গ্রামেই মাদক মাফিয়া এনারুল হকের বাড়ি। এবার সেই গ্রাম থেকেই মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার ডাক দিলেন জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার সকালে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে কালিয়াচক থানার মোজমপুর এলাকায় সচেতনতামূলক এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে জেলা পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মকসুদ হাসান, কালিয়াচক এসডিপিও ফয়সাল রাজা প্রমুখ। এদিনের এই র‍্যালিটি মোজমপুর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। মোজমপুরের হারুচক, বালুগ্রাম, ইমামজায়গির প্রভৃতি এলাকা ঘুরে অবশেষে মোজমপুরের মাঠে শেষ হয়। সেইসঙ্গে মোজমপুর গ্রামের মণ্ডল ও সর্দারদের নিয়ে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এক প্রাথমিক আলোচনায় বসেন জেলা পুলিশ সুপার।

পুলিশের তরফে বলা হয়, মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্তদের চিহ্নিত করতে হবে এবং কিউআর কোড ব্যবহার করে গোপনে জেলা পুলিশ সুপারকে জানাতে হবে। জেলা পুলিশ সুপার একটি কিউআর কোড গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরেন। কিউআর কোড দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি পুলিশ সুপারের কাছে সহজেই অভিযোগ জানাতে পারবেন। বিষয়টি গোপন থাকবে।

র‍্যালি শেষে মোজমপুর ফুটবল মাঠে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়। যে সমস্ত এলাকায় মাদকাসক্তির প্রবণতা এবং ব্যবসা রয়েছে, সেই সমস্ত গ্রাম থেকে খেলোয়াড় নির্বাচিত করে ফুটবল দল তৈরি করা হয়। এদিনের টুর্নামেন্টে ১০টি দল অংশগ্রহণ করে। শনিবার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।




সচেতনতামূলক র‍্যালি। শুক্রবার মোজমপুরে। -সংবাদচিত্র

> আমাদের এলাকা শিক্ষায় অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তারপরও অল্পকিছু মাদক সংক্রান্ত কেস ঘটেছে। ফলে পরিবেশ নষ্ট করছে।
>
> অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
> *পুলিশ সুপার*

পুলিশ সুপার বলেন, 'আমাদের এলাকা শিক্ষায় অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তারপরও অল্পকিছু মাদক সংক্রান্ত কেস ঘটেছে। ফলে পরিবেশ নষ্ট করছে।' তাঁর সংযোজন, 'এলাকায় প্রচুর স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই এলাকা থেকে প্রচুর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছে। তা এলাকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে।' এদিন জনসংযোগ ও ছোটদের চকোলেট বিতরণ করেন পুলিশ সুপার।

**পূর্ব রেলওয়ে**

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ১৭৭, ১৮০-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ২২.০১.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং : ১৭৭-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বিআরএল/মালদার অধিক্ষেত্রাধীনে শিথিল এইচএসএফজি বোল্ট পরিবর্তন কাজ এবং নিউ ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ শাখায় সুজনীপাড়া-আহিরন হল্টের মধ্যে কিমি ২২০.৯১ (ব্যান্ডেল জংশন থেকে)-তে ব্রিজ নং ৩৪০এ ডাউন (স্প্যান ২ x ১২৫ মি + ১ x ১৪৫ মি)-এর ইনস্পেকশন ল্যাডারের ব্যবস্থার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৩,২১,৯২,০৪৩ টাকা। ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং : ১৮০-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম : সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধিক্ষেত্রে গুমটি নং-১-এ অনধিকার প্রবেশের অবস্থানে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থা এবং গুমটি নং-২-এ ডাইভারসন রোডের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ১১,৫৫,০২,৪৩৮.১১ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৩.০২.২০২৬, দুপুর ৩.৩০ মিনিট (উভয় টেন্ডারের জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/মালদা টাউন।

(MLD-300/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : X @EasternRailway f @easternrailwayheadquarter

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৬ সংখ্যা, শনিবার, ১০ মাঘ ১৪৩২

# তৃতীয় শক্তির ভবিষ্যৎ

আসন্ন বিধানসভা ভোটে সিপিএম এবং কংগ্রেস শেষপর্যন্ত জোটের রাস্তায় হাঁটবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। দুই দল এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে আলোচনার পথ খোলা রেখেছে। এর মধ্যে গত বিধানসভা ভোটে বাম-কংগ্রেসের আরেক জোট শরিক আইএসএফের একমাত্র বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী তৃণমূল ও বিজেপিকে রুখতে এক মাসের মধ্যে জোটের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

রাজ্যের ভোটযুদ্ধে প্রধান দুই পক্ষ তৃণমূল এবং বিজেপি। এই প্রধান শাসক ও প্রধান বিরোধীর মাঝে কার্যত 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' দাঁড়িয়ে থাকা বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটবদ্ধ থাকবে না একক ক্ষমতায় লড়াই করবে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা আছে। এর সবথেকে বড় কারণ, এই তিন দলের কোনওটি এখনও বন্ধু ও প্রতিপক্ষ নির্বাচন করে উঠতে পারেনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছিল বলে তৃণমূল ও বামের হাত মেলানো কঠিন। আবার মতাদর্শগত কারণে বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বামেদের মজ্জাগত। বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে বিচারধারার লড়াইয়ে আছে কংগ্রেসও। তাই এই দুই পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ থাকা স্বাভাবিক।

তবে তৃণমূলকে নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান অদ্ভুত। কংগ্রেস হাইকমান্ড এখনও পর্যন্ত এমন কিছু বলেনি, যা তৃণমূলকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। দুই দলই 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক। আবার প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করে। কিন্তু তার ঝাঁঝ কম। বরং প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী আগের মতোই তীব্র ভাষায় তৃণমূলের সমালোচনা করেন।

একসময় তাঁর গড় বলে পরিচিত বহরমপুরে গিয়ে তাই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দ্বিধায় তাঁর সমালোচনা করে এসেছেন। এমতাবস্থায় কংগ্রেস শেষমেশ বামেদের সঙ্গে জোট করবে না তৃণমূলের হাত ধরবে নাকি এককভাবে লড়বে, সেটা স্পষ্ট নয়। গত বিধানসভা ভোটে জোট করলেও বাম ও কংগ্রেস, কোনও দলের ফলই ভালো হয়নি। রাজ্যের দুই প্রাক্তন শাসকদল বিধানসভায় শূন্য হয়ে গিয়েছে।

ফলে বাম, কংগ্রেসের মুখে যতই তৃণমূলের মোকাবিলা, বিজেপিকে রুখে দেওয়ার তত্ত্ব থাকুক, তার থেকে বেশি আছে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদ। নৌশাদের সেই দায় নেই। গত ভোটে সিপিএমের সমর্থনে তিনি ভাঙড় থেকে জয়ী হন। ধর্মতলার শহিদ মিনার ময়দানে সম্প্রতি তাঁর জনসভাটি ভিড়ের নিরিখে নজর কেড়েছে। জোট হোক, না হোক, তিনি গতবারের সমর্থন ধরে রাখতে পারলে সেটাই আইএসএফের সাফল্য।

পশ্চিমবঙ্গে অন্তত প্রকাশ্যে ঘোষিত মূল বিজেপি বিরোধী নিঃসন্দেহে তৃণমূল। রাজ্যের অন্য মমতা বিরোধীরা মানতে না চাইলেও, দেশের তাবড় বিজেপি বিরোধী দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব বিশ্বাস করে, বাংলায় বিজেপিকে রুখে দিতে পারলে তৃণমূল নেত্রীই পারবেন। উলটোদিকে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস বা আইএসএফ মুখে যতই মোদি-দিদি সেটিং প্রচার করুক, বিজেপি ছাড়া অন্য কারও যে তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করার সামর্থ্য নেই, সেটা স্পষ্ট।

অন্যদিকে, জোট তৈরিতে কালক্ষেপ ও দীর্ঘ আলোচনায় সিপিএম এবং কংগ্রেস ক্রমশ অপাংক্তেয় শক্তিতে পরিণত করছে নিজেদের। অথচ ভোট চুরি, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশনের চলার অভিযোগে রাহুল গান্ধি সবথেকে বেশি সরব। তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের রোষানলে পড়েছিলেন তিনি।

কিন্তু রাহুলের দেখানো পথে এসআইআর-এ সাধারণ ভোটারদের হয়রানির অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। উগ্র মমতা বিরোধিতার রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে একই অবস্থা হয়েছে লালঝান্ডাধারীদের। তৃণমূল কিন্তু এসআইআর নিয়ে লাগাতার কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করে চলেছে। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গে এবারও হ্যাঁ মমতা-না মমতা বা হ্যাঁ বিজেপি-না বিজেপির বাইনারিতে ভোট হবে।

কাজেই জোট হোক বা না হোক বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ-এর প্রাসঙ্গিকতা খুব বেশি থাকছে না।

## অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে।
যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

# দেশের নাকি জাতীয় সম্পদ, কিন্তু কেন

উত্তরবঙ্গের অখ্যাত গ্রাম ওয়াড়িতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একটি বোর্ড নানা বিতর্কের জন্ম দেয়।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

গ্রামে ঢোকার রাস্তাটি অত্যন্ত রোমান্টিক। প্রধান সড়কের দু'দিকেই ফুটে রয়েছে সর্ষে ফুল। তার মাঝখান দিয়ে সমকোণে একটি মাটির রাস্তা চলে গিয়েছে গ্রামের ভেতরে। সেই রাস্তার দু'দিকে আবার এক ডজন তালগাছ। বেশ বড় বড় তালগাছ। তরুণ মজুমদারদের মতো কেউ গ্রামীণ পটভূমিতে সিনেমা বানালে এই জায়গাটার নাম সুপারিশ করা যেত।

রাস্তার ডানদিকে হিন্দুদের গ্রাম, আদিবাসীরাই থাকেন মূলত। নাম ওয়াড়ি। বাঁদিকের গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত, নাম হোসেনপুর।

দুই মিলে নাম ওয়াড়ি-হোসেনপুর। বাংলা-বিহার সীমানার এই গ্রাম থেকে বারসইয়ের কাছের আজমনগর রোড স্টেশন আর হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন দুটি প্রায় কাছাকাছি। আজমনগরই কাছে। তবে রাস্তা ভালো এবং বেশি ট্রেন মেলে বলে এখানকার লোকেরা অধিকাংশ হরিশ্চন্দ্রপুরে গিয়ে ট্রেনে ওঠেন। কাছের বড় গ্রাম তুলসীহাটা, কুশিদা।

ওয়াড়ি গ্রামে ঢোকার মুখে ডানদিকে দশ-বারো ফুট এগোলেই একটি বহু পুরোনো নীল বোর্ড দেখা গেল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী নীল রঙের বোর্ডে লেখা রয়েছে, 'এই পুরাকীর্তি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জাতীয় সম্পদ। অনুগ্রহপূর্বক ইহাকে বিকৃত করিবেন না।'

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নীল বোর্ডের ওপর এটা বড় অক্ষরে লেখার আগে বলেছেন, এই পুরা কীর্তি ১৯৫৭ সালের আইন অনুসারে পুরাকীর্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এটা ধ্বংস করা হলে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

প্রশ্ন হল, যারা এই বোর্ড লাগিয়ে দিয়ে চলে গেছে, তারপর আর সেভাবে খোঁজ দেয়নি। ফলে এই বোর্ডটি অপরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অর্ধেক শব্দ আর পড়া যায় না। খড় এবং গোবরের আড়ালে চলে গিয়েছে ওই বোর্ড। কোনওদিন কেউ তুলে নিয়ে ফেলে দেবে।

সরকারই যদি পুরাকীর্তি বাঁচানোর ব্যাপারে উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে, তাহলে সাধারণ মানুষ কী করবে? ওয়াড়ির গ্রামে বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে থেকে হইচই শুরু হয়েছিল ওই এলাকায়। সেখানকার নিয়মিত খবর বের হত তখন! তারপর সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু মাস অন্তর অন্তর সরকারি অফিসাররা ওখানে ঘুরে আসেন। আবার পরিস্থিতি যে কার সেই।

এরই মধ্যে গ্রামবাসীরা সেখানে একটি শিব মন্দির তৈরি করে ফেলেছে। কাঁচা মন্দির। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। দুর্জনেরা বলে থাকেন, ওখানে বৌদ্ধ পীঠ ছিল এই ব্যাপারটা মানতে গ্রামের লোকেরা নারাজ। তাদেরও কোনও আগ্রহ নেই গ্রামটাকে আরও আলোয় আনার জন্য। বরং ওয়াড়ি হোসেনপুর অনেক আগে বেশি চর্চিত ছিল এই বৌদ্ধ পীঠের জন্য। এখন সব থেমে গেছে।

এই পরিস্থিতি যে শুধু ওয়াড়ি হোসেনপুরের শূন্য প্রান্তরে দেখতে পাব তাই নয়। মালদার বহুচর্চিত জগজ্জীবনপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড় এলাকায় একই পরিস্থিতি। খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছিল। কিছু মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। মালদার মিউজিয়ামে রাখা হয় সেগুলো। তারপর সেই কাহিনী শেষ।

এগুলো যে ইতিহাস, এমন ইতিহাস দেখার জন্য প্রচুর লোক এখনও ছুটে আসেন, এই ধারণাই রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী বা অফিসারদের নেই। তাই বাড়তি উদ্যোগ নেয়নি। পর্যটনমন্ত্রী শেষ কবে উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন কেউ জানেন না। মালদার সেরা বিজ্ঞাপন গৌড় বা আদিনায় পর্যন্ত লোক টানার কোথাও কেউ ভাবে না। পাহাড় বা ডুয়ার্সে যেভাবে হাজার হাজার পর্যটক যান, তার ৫ শতাংশ পর্যটকও গৌড় টানতে পারে না। ফলে আপনি ওয়াড়ি-হোসেনপুর, বাণগড়ে পর্যটকদের আসার কথা বলবেন সেটা কী করে হয়? এ তো সত্যিই ধন্য আশা কুহকিনী!

বাংলা-বিহার লাগোয়া এই ওয়াড়ি অঞ্চলই ক'দিন আগে আলোচনায় উঠে এসেছিল সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। সেখানে এসআইআর-এর শুনানিতে দাদুর কবরের মাটি নিয়ে চলে গিয়েছিল পাশের গ্রাম ওয়াড়ি-দৌলতপুর এক তরুণ। বছর তিরিশের সালেক গিয়ে বলেছিলেন, এই মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হোক, আমরা তাঁর বংশধর কি না।

নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই মাটি। ওই মাটিতেই গুপ্তযুগের সুলুক সন্ধান ছিল বলে ধারণা করেছিলেন গবেষকরা। তাই গ্রামের ঢোকার মুখেই খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছিল বহু বছর আগে। এখন যা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে প্রায়। ম্যাজিস্ট্রেটের সেই বোর্ডটি অবশ্য রয়ে গিয়েছে। রয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হতে পারে, সরকার এখনও এই জায়গাটিকেই সম্পদ মনে করে। হাল ছাড়েনি। এখানেই প্রশ্ন। সম্পদ যদি মনে করে, তাহলে কেন সেখানে বাড়তি নজর দেওয়া হয়নি? তা হলে কেন ওই বিস্তীর্ণ জায়গা পড়ে রয়েছে চূড়ান্ত অনাদরে?

জগজ্জীবনপুরে তাও কিছু দেখার জিনিস রয়েছে। ওয়াড়িতে তেমন কিছুই নেই। বাঁশঝাড়ের ধারে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি। সেখানে গোরু চরে বেড়াচ্ছে। সরকার বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফে স্পষ্ট করে কি বলা উচিত ছিল না যে এখানে কিছু নেই। হয়তো আগে ছিল। এখন নেই। তারপরও সেই মোক্ষম প্রশ্ন আসছে। যদি কিছু নাই থেকে থাকে, তাহলে কেন এখনও সরকারি প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে? ফালতু অর্থহীন টাকা নষ্টের কি প্রয়োজন রয়েছে? ম্যাজিস্ট্রেটের সেই বোর্ডের কি কোনও মানে রয়েছে আর?

গঙ্গারামপুরের কাছে বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে মাঝে মাঝে জেলার স্কুল শিক্ষকরা পড়ুয়াদের নিয়ে যান। অন্য জেলা থেকে পর্যটক বেশি দেখা যায় বোল্লাকালীর পুজোর সময়। এক গুলিতে দুটো পাখি মারা হয়ে যায় বলে তখন বাইরের কিছু ভক্ত ঘুরে যান ওখানে।

উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তিগুলো এভাবেই অনাদরে পড়ে। মালদা, দিনাজপুরের দু'তিনটি পুরাকীর্তি বাদে আর বলা যায় গোসানিমারির রাজপাট, গরুবাথানের ডালিম ফোর্ট, চিলাপাতার নলরাজার গড়ের কথা। বাংলা-অসম সীমানায় একটা সময় হিমুরাজার গড় ছিল, তা আজ ধ্বংসস্তূপ। এসবও সেভাবে প্রচুর লোক টানতে পারে না।

এরই মধ্যে মাস কয়েক আগে নলরাজার বহুখ্যাত গড় নিয়ে নেতারা যা নাটক করলেন, তা অভাবনীয়। রাজ্য সরকার অনুগামী, পদপ্রার্থী, পুরস্কারপ্রাপক কিছু নেতাকে সঙ্গে নিয়ে, স্থানীয় রাজনীতিকদের তুষ্ট করতে নলরাজার গড়ের নাম পালটে ফেলেছে। সেটা হল নরনারায়ণগড়। বংশীবদন বর্মন, সুমন কাঞ্জিলাল, সৌরভ চক্রবর্তীদের এই অঙ্কে শামিল হয়ে গেলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বা আনন্দগোপাল ঘোষরা। দুর্গের নাম বদলের পিছনে এটাই সবচেয়ে খারাপ দিক। নাম বদলের দৌলতে দুর্গের বয়স হাজার বছর কমিয়ে দেওয়া হল। উত্তরবঙ্গ থেকে মুছে গেল গুপ্তযুগ এবং নল-দময়ন্তীর ছোঁয়া। ওই ঘটনা ঘটার সময়ই মনে হয়েছিল, অনেক পুরোনো ছাত্র তাঁদের পুরোনো ছাত্রদের তাড়া করতে পারেন। কেন এতদিন ধরে ভুল শেখালেন আমাদের?

ওয়াড়ি-হোসেনপুরের সেই গ্রামের ছাত্রছাত্রীরাও নিশ্চিতভাবে আতান্তরে পড়বে। কেউ বলতে পারে না, তাদের গ্রামে ঠিক কী ছিল হাজার বছর আগে। কেনই বা সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বোর্ডটিতে লেখা, এই পুরাকীর্তি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জাতীয় সম্পদ! গোরু, গোবর, খড়ের মধ্যে ওই বোর্ডটি দাঁড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তির অসহায়ত্বের প্রতীক হয়ে। কোনও পর্যটক তা দেখতে আসে না যে!

তবুও বলা যায় না, কোনওদিন হয়তো শুনব, নলরাজার গড়ের মতো রাতারাতি এই জাতীয় সম্পদের নাম পালটে গিয়েছে!

## আজ

**১৮৭৭**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস।

**১৯৬৫**

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের মৃত্যু আজকের দিনে।

## আলোচিত

দীর্ঘদিন নেতাজির পরিবারের অনেকেরও বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু নিয়ে ধন্দ ছিল। কিন্তু এখন ওই দুর্ঘটনার বেশির ভাগ নথি ও ১১টি তদন্ত রিপোর্ট হাতে এসেছে। তাই দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু মেনে নেওয়াই উচিত। তাঁর চিতাভস্ম নিবাসিত অবস্থায় আছে। আর নির্বাসনে রাখবেন না। চিতাভস্ম দেশে ফিরতে দিন।

- অনীতা বসু পাফ

## ভাইরাল/১

৬৮ বছর বয়স। আরথ্রাইটিসের সমস্যা। তা সত্ত্বেও জিমে ১০৩ কেজি ওজন তুলছেন বৃদ্ধা। রোশনি দেবী সঙ্গয়ান নামে ওই বৃদ্ধা আসলে একজন পেশাদার ভারোত্তোলক। ভিডিও দেখে বৃদ্ধাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অভিনেতা সুনীল শেট্টি।

## ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে বহুতলের খোলা বারান্দায় আপনমনে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে এক খুদে। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে গেলেই বিপত্তি। যদিও শিশুটির বাড়ির লোক তাকে সরিয়ে নিয়ে যান। শিউরে ওঠার মতো ওই ভিডিও দেখে নেটিজেনদের বক্তব্য, বাচ্চাদের সবসময় চোখে চোখে রাখা উচিত।

জনমন জনমত

# প্রায় আঁধারে জলপাইগুড়ি

পাহাড়পুর মোড়ে সার্কিট বেঞ্চ চালু হয়ে গেল। অথচ পাহাড়পুর মোড় থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত পথবাতি নেই। ত্রিফলা বাতি লাগানো হয়েছিল, সেগুলোও খারাপ। গোশালা মোড় থেকে রোড স্টেশন পর্যন্ত পথবাতি লাগিয়েছিল পূর্ত দপ্তর, কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগই এখন খারাপ। আসাম মোড়-শিরীষতলা এলাকা চির অবহেলিত, পথবাতি নেই। ৭৩ মোড় থেকে মসজিদ পর্যন্ত ত্রিফলা ছিল বটে, কিন্তু একটিও জ্বলে না। শুধু টাকার অপচয় হয়েছে। বাঁধের ওপর উন্নতমানের পথবাতি লাগানো হয়েছিল, সেগুলোও জ্বলে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**উত্তম সাহা, নয়াবস্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি।**

## রেলস্টেশনে ভোগান্তি

দীর্ঘদিন থেকে ভোটপট্টি রেলস্টেশন অনুন্নত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারই মধ্যে দিনে ও রাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর দুটি যাত্রীবাহী ট্রেন ভোটপট্টি স্টেশনে দাঁড়ায়। অথচ ভোটপট্টি স্টেশনের অগাছাপূর্ণ শৌচালয়, পানীয় জলের চরম অব্যবস্থা, বসার জন্য কোনও বেঞ্চ বা যাত্রীশেড না থাকায় যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ছে। তাছাড়া এই স্টেশনের সবক'টি লাইট ভেঙে গিয়েছে। তাই সন্ধ্যার পর স্টেশন চত্বর অন্ধকারে ঢেকে থাকে।

পাশাপাশি এই স্টেশনের ভগ্ন টিকিট কাউন্টারে নেই কোনও স্টেশনমাস্টার। তাই এখান থেকে টিকিটও কাটতে পারেন না যাত্রীরা। নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা ভোগেন।

এই পরিস্থিতিতে স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানাই।

**দেবাশিস পাল**
**ভোটপট্টি বাসস্ট্যান্ড, জলপাইগুড়ি।**

### পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি—৭৩৪০০১

ই—মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি, তবু দুর্বল ক্রয়ক্ষমতা

বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের উত্থান সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও বাজার বাস্তবতার গভীর বৈপরীত্য আজ স্পষ্ট।

নীলাচল রায়

বর্তমান বিশ্বপরিসরে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং সেই পরিবর্তন আন্তর্জাতিক স্তরেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রাককলন ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় উঠে এসেছে। অনুমান করা হচ্ছে, ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই জাপানকে পিছনে ফেলে প্রায় ৪.১৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশাল জিডিপি নিয়ে ভারত এই অবস্থান সুদৃঢ় করবে। এই সাফল্য নিঃসন্দেহে দেশের জন্য গর্বের বিষয় এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধির একটি স্পষ্ট প্রমাণ। তবে এই উজ্জ্বল পরিসংখ্যানের পাশাপাশি এমন কিছু বাস্তব প্রশ্নও উঠে আসছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত চরিত্র নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।

### স্পষ্ট বৈপরীত্য

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হওয়া মানেই যে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রার মান সমানভাবে উন্নত হবে, বাস্তবে তা নয়। ভারতের ক্ষেত্রেও এই বৈপরীত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট। নমিনাল জিডিপির বিচারে দেশ যতই শক্তিশালী হোক, সাধারণ মানুষের মাথাপিছু আয় সেই অনুপাতে বাড়েনি। দেশের মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেই সম্পদ সমাজের সব স্তরে সমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকার ফলে জাতীয় আয়ের এই বড় সংখ্যাগুলি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আর্থিক চাপ, অনটন ও অনিশ্চয়তাকে আড়াল করে দিচ্ছে।

### বাজারের বাস্তবতা

ভারতের ১৪৬ কোটি জনসংখ্যাকে অনেক সময় বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তা বাজার হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এই ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের নতুন বা অ-নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। চাল, ডাল, নুন ও তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতেই তাঁদের আয়ের সিংহভাগ ব্যয় হয়ে যায়। ফলে আধুনিক ভোগ্যপণ্য বা উন্নত পরিষেবা গ্রহণ করার মতো অতিরিক্ত অর্থ তাঁদের হাতে থাকে না। প্রকৃত অর্থে বাজার তখনই শক্তিশালী হয়, যখন মানুষের হাতে প্রয়োজনের বাইরে খরচ করার মতো টাকা থাকে।

### উন্নয়নের শর্ত

এই বাস্তবতার কারণেই বহু বিদেশি সংস্থা ভারতে এলেও বড় মাত্রার লগ্নির বিষয়ে সতর্ক থাকে। টেসলার মতো বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলি ভারতে কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে কেন বারবার দ্বিধায় পড়ছে, তার মূল কারণ প্রকৃত ক্রেতার অভাব। তারা জানে, জনসংখ্যা বেশি হলেই বাজার লাভজনক হয়ে ওঠে না। উচ্চমূল্যের পণ্যের জন্য পর্যাপ্ত খরিদ্দার না থাকলে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির তকমা তখনই প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে, যখন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। উন্নয়ন কেবল পরিসংখ্যানের সাফল্য নয়, সাধারণ মানুষের হাতে খরচ করার মতো বাড়তি টাকা পৌঁছানোর মধ্যেই তার প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

*(লেখক শিক্ষক। মাটিগাড়ার বাসিন্দা।)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫৩

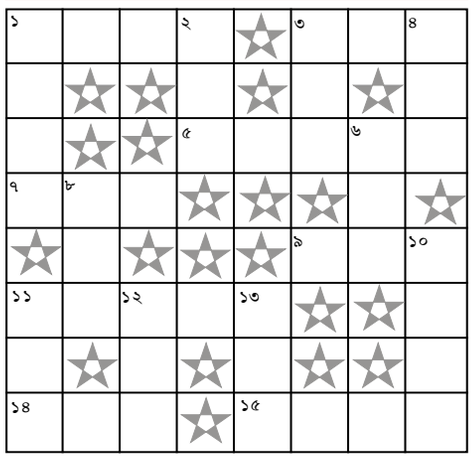

**পাশাপাশি :** ১। সদ্ভাব, বনিবনা ৩। বৈশাখ মাস, বসন্তকাল ৫। বৈষ্ণবদের বিবাহ প্রথা ৭। তৈলবীজ, তিসি ৯। পাইকারি কেনাবেচার কেন্দ্র ১১। সাধারণ মানুষ ১৪। বজ্র-এর আঞ্চলিক রূপ ১৫। শুভ ও অশুভ সময়।

**উপর-নীচ :** ১। উত্তর- পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। একশত, বহু, অসংখ্য ৩। মধ্য ভারতের প্রাচীন দেশবিশেষ, সংগীতের রাগবিশেষ ৪। পরিবর্তন, বিনিময় ৬। আনদ্ধ রণবাদ্য, দামামা ৮। পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজ্য ১০। সপ্তপাতালের অন্যতম ১১। শিষ্টাচার, ভদ্রতা ২২। জামির, গোঁড়ালেবু ১৩। নির্ঘণ্ট, ফর্দ।

**সমাধান ■ ৪৩৫২**

**পাশাপাশি :** ১। থমক ৩। চখা ৫। লাই ৬। কবরী ৮। ইয়ার ১০। মহিমা ১২। মহান ১৪। তাজ ১৫। শচি ১৬। নফর।

**উপর-নীচ :** ১। থইথই ২। কলাধর ৪। খাশুব ৭। রীতি ৯। ভৌম ১০। মহাজন ১১। মার্গশির ১৩। হাপিশ।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

## গতির বলি

শুক্রবার সকালে কলকাতার উলটোডাঙ্গার হাডকো মোড়ের কাছে একটি গাড়ির ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে ও পাঁচজন জখম হয়েছেন। গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ।

## মামলায় হিরণ

বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করল আনন্দপুর থানার পুলিশ।

## ধৃত অভিযুক্ত

কলকাতার চিৎপুর থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে মূল অভিযুক্তকে শুক্রবার হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কয়েক মাস আগে ওই নাবালিকা নিখোঁজ হয়।

## কাটছে জট

নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা কাটতে চলেছে। নিম্ন আদালতের ২৯টি শূন্যপদের সিভিল জজ নিয়োগকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

বাগদেবীর আরাধনা... শুক্রবার কলকাতার এক মণ্ডপে।

# আজ কমিশনের তালিকায় নজর

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি :** লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আওতায় থাকা প্রায় ১ কোটির তালিকা শনিবার প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন। একই সঙ্গে শুনানি শেষ হওয়া আনম্যাপড ৩২ লক্ষের তালিকাও প্রকাশ করার কথা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যে শুনানির সময়সীমা বাড়বে বলে ইঙ্গিত দিলেও এখনও সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারল না কমিশন। তারই মধ্যে আনম্যাপড প্রায় ৩২ লক্ষের শুনানিতে প্রায় ৩ লক্ষের কিছু বেশি ভোটার গরহাজির হওয়ায়, ভোটার তালিকায় এদের নাম থাকবে কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

এরা যদি কমিশনের কাছে শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য আবেদন না করেন, তাহলে ভোটার তালিকা থেকে এদের নাম বাদ দিয়ে দেবে কমিশন। রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্তর মতে, কমিশন দিনক্ষণ জানিয়ে শুনানিতে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু এই তিন লক্ষের বেশি ভোটার শুনানিতেই আসেননি। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুনানি কতদিন চলবে, তার ওপর নির্ভর করছে এই আবেদন জানানের সময়। এখনও পর্যন্ত ৭ ফেব্রুয়ারিই শুনানির শেষ দিন। ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা।

**আরও ৩ লক্ষ বাদ পড়ার আশঙ্কা**

খসড়া তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও নিখোঁজ ৫৮ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার পর, প্রথম দফায় ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪২৬ জনকে ধাপে ধাপে শুনানিতে ডেকেছিল কমিশন। এঁরা ২০০২-এর এসআইআর-এর তালিকার সঙ্গে কমিশন নির্ধারিত পারিবারিক সম্পর্কের যোগ দেখাতে পারেননি। বুধবার এই আনম্যাপড প্রায় ৩২ লক্ষের শুনানির শেষে দেখা গিয়েছে ৩ লক্ষের কিছু বেশি গরহাজির। শনিবার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে আরও ৯৪ লক্ষের নামের তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। শনিবার ওই ৯৪ লক্ষের তালিকা প্রকাশের পর যাঁরা আবেদন বা অভিযোগ জানাবেন, পরবর্তী সাতদিনে তা নিষ্পত্তি করতে হবে। কিন্তু আধিকারিকদের মতে প্রায় ১ কোটির নামের শুনানি করে ৭ দিনে তা চূড়ান্ত করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, এসআইআর মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন হওয়ায় সতর্ক হয়ে শুনানির ফল চূড়ান্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। যাচাইয়ে কোনও ফাঁক না রাখতে মোট ৩৩ জন পর্যবেক্ষক ও মাইক্রো অবজার্ভারদের ক্রস চেকিং করে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী, শুনানিতে এইআরও এবং ইআরওরাই নথি জমা নিয়ে তা সিস্টেমে আপলোড করে ডিইও বা জেলা শাসককে পাঠাতেন। এখন ইআরওদের নথি আপলোড করার আগে মাইক্রো অবজার্ভারদের সম্মতি নিতে হচ্ছে। আবার জেলা শাসকের কাছে পাঠানো নথি সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে 'ভেরিফায়েড এন্ড ট্রু' রিপোর্ট সহ এলে তা সিস্টেমের মাধ্যমেই আপলোড করছিলেন ডিএম। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা ইআরও ডেস্কে পৌঁছে যেত। কিন্তু পরিবর্তিত নির্দেশে ডিএম বা জেলা শাসকের পাঠানো রিপোর্টও খতিয়ে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। এমনিতেই শুনানি থেকে কত নথি যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে আর কত নথি যাচাই হয়ে ফিরছে, তার কোনও হদিস দিতে পারছেন না কমিশনের কর্তারা। এই পরিস্থিতিতে শনিবার প্রায় ১ কোটির তালিকা প্রকাশের পর পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে তা নিয়ে শঙ্কিত আধিকারিকরা।

- প্রায় ৩২ লক্ষের শুনানির শেষে দেখা গিয়েছে ৩ লক্ষের কিছু বেশি গরহাজির
- তালিকা প্রকাশের পর যাঁরা আবেদন বা অভিযোগ জানাবেন, পরবর্তী সাতদিনে তা নিষ্পত্তি করতে হবে
- প্রায় ১ কোটির নামের শুনানি ৭ দিনে চূড়ান্ত করতে হবে

## নিজেই সওয়াল করবেন অর্ণব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৩ জানুয়ারি :** এক সময় খড়্গপুর আইআইটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উজ্জ্বল ছাত্র তুলে নিয়েছিলেন বন্দুক। দীর্ঘ সময় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার থাকার পর এখন তিনি জেলবন্দি। শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন প্রাক্তন মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম ওরফে বিক্রম। আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য নেই, তাই নিজের জামিনের পক্ষে নিজেই সওয়াল করার সিদ্ধান্ত নিলেন অর্ণব।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-তে ভর্তি হয়ে নজির গড়েছেন। কিন্তু আইনি লড়াই লড়তে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তার নেই। তাই কলকাতা হাইকোর্টে নিজের জামিনের সওয়াল নিজেই করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টে তাঁর এই জামিন মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

# নেতাজি মঞ্চে দিল্লি চলো ডাক মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি :** রেড রোডের মঞ্চ থেকে রণহুঙ্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৯ তম জন্মজয়ন্তীতে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি 'এসআইআর' নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হলেন তিনি। তাঁর আক্রমণে স্পষ্ট ২০২৬-এর লড়াই স্রেফ রাজনৈতিক নয়, বরং এক চরম 'মানবিকতা বনাম দানবিকতার' সংঘাত।

নেতাজির 'দিল্লি চলো' স্লোগানকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রীর বিস্ফোরক মন্তব্য, 'আজ নেতাজি বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁকেও শুনানিতে ডাকা হত, জানতে চাওয়া হত তিনি এ দেশের নাগরিক কি না!' কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাঙালি অস্মিতা ও গণতন্ত্র হরণের অভিযোগ তুলে তিনি এই প্রক্রিয়াকে 'মানবিকতা বনাম দানবিকতার' লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় এ পর্যন্ত ১১০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মমতা বলেন, 'রোজ আতঙ্কে তিন-চারজন করে মানুষ আত্মঘাতী হচ্ছেন। আরও ৪০-৪৫ জন হাসপাতালে জীবনের সঙ্গে লড়ছেন। এই দায় কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে।' প্রকাশিত খসড়া তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রশ্ন, 'এত বছর পর আমরা কি এই দেশের নাগরিক নই, তার প্রমাণ দিতে হবে?' বিজেপির নাম না করে মমতা এদিন গেরুয়া শিবিরকে 'কৌরব পক্ষ' হিসেবে দেগে দেন। তাঁর কথায়, 'লড়াইটা এখন মানবিকতা বনাম দানবিকতার। ওরা মনীষীদের ইতিহাস বিকৃত করছে। নেতাজির প্ল্যানিং কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ করেছে, যা কেউ বোঝে না।' অমর্ত্য সেনের মতো নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে নোটিশ পাঠানোর প্রসঙ্গ টেনে তিনি কটাক্ষ করেন, 'কে কার সঙ্গে প্রেম করবে, কার বাবা-মায়ের বয়সের ফারাক কত— সব কি এখন দিল্লি ঠিক করে দেবে? নেতাজির নাতি চন্দ্র বসুকেও নোটিস পাঠানো হয়েছে।'

২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে মমতার এই আক্রমণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চন্দ্র বসুর মতো নেতাজির পরিবারের সদস্যকে তলব করার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি সরাসরি বাঙালি অস্মিতায় শান দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাঙালিদের পদবী (যেমন বন্দ্যোপাধ্যায়-ব্যানার্জি) লেখার পদ্ধতি নিয়েও কমিশন বিভ্রান্ত। বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানকে অবমাননা করার অভিযোগ তুলে তিনি দিল্লির আসল রূপটি তুলে ধরেছেন। এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে তিনি পরোক্ষভাবে নাগরিকপঞ্জি তৈরির প্রথম ধাপ হিসেবেও বারবার বর্ণনা করেছেন, যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও নেতাজির জন্মদিনে জাতীয় ছুটি ঘোষণা না হওয়াকে তিনি কেন্দ্রের 'অকৃতজ্ঞতা' হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। এদিন শঙ্খধ্বনি ও সাইরেন বাজিয়ে দেশনায়ককে শ্রদ্ধা জানানোর

> আজ নেতাজি বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁকেও শুনানিতে ডাকা হত, জানতে চাওয়া হত তিনি এ দেশের নাগরিক কি না!
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

# দেবী আছে, বিদ্যা কই

## প্রশ্ন চাকরিহারাদের

নয়নিকা নিয়োগী

**কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি:** দেবী আছে, কিন্তু বিদ্যা কই?

বিদ্যার দেবীর আরাধনার দিন এই প্রশ্নই তুলছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। স্কুলে স্কুলে সাজানো বইখাতা, ফুল আর আলোর রোশনাই। এই উৎসবের পুরো দায়িত্ব যাঁদের ঘাড়ে থাকে, তাঁদের কণ্ঠেই আজ ভারী দীর্ঘশ্বাস। কারোর মনে চাকরি হারানোর ভয়। কারোর আবার সম্প্রতি প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়ার পরও ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা। স্কুলের সাজসজ্জা থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের প্রস্তুতি, বাগদেবীর প্রতিমা আনা ও ভোগের বন্দোবস্ত, আতঙ্ক সঙ্গী হলেও এতগুলো দায়িত্বের পাহাড় এবারেও পিছু ছাড়েনি তাঁদের। মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁদের চাকরির মেয়াদ। সরস্বতী পুজোর দিনটা ঘিরে যে উত্তেজনা এতগুলো বছর ধরে তাঁদের মধ্যে কাজ করে, সেই উত্তেজনার রেশ এবার অবশ্য অনেকটাই কমেছে। তবে কর্তব্য যে বড় বালাই!

পশ্চিম মেদিনীপুরের দেউলী কলসবাড় রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের রসায়নের চাকরিহারা শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী প্রতি বছরের মত এবছরও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুলে পুজোর প্রস্তুতি সেরেছেন। পড়ুয়াদের সঙ্গে আলপনায় হাত লাগিয়েছেন। খিচুড়ি ভোগের জন্য বাজার সেরেছেন। তাঁর স্কুলের আরও দুই চাকরিহারা শিক্ষিকাও একইভাবে নিজেদের কর্তব্য সেরেছেন। কৃষ্ণগোপাল বলেন, 'যোগ্য চাকরিহারারা এখন আমাদের পরিবার। ওঁদের সবাই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাবেন না। ওঁদের ছেড়ে কীভাবেই বা আনন্দ করব?' 'যোগ্য'দের আদালতের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিন স্কুলে যেতে পারেননি চাকরিহারাদের আন্দোলনের মুখ মেহবুব মন্ডল। বলেন, 'ছুটির দিনেও তথ্যসংক্রান্ত কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম। শিক্ষক হিসেবে সরস্বতী পুজোয় এরকম দিন কাটবে, তা ভাবাই যায় না!' কৃষ্ণগোপালের আরও প্রশ্ন, 'শুধু বিদ্যার দেবীর পুজো নয়, এদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিবস সারা দেশে পালিত হয়েছে। যে দুর্নীতির কারণে শিক্ষার এই পরিণতি, সেই দুর্নীতির দেশ কি নেতাজি চেয়েছিলেন?' চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, 'ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্কুলে গেছি এবারেও। দেবীর কাছে একটাই প্রার্থনা, রাজ্যে বিদ্যা দিক। যোগ্যরা যোগ্যদের মর্যাদা পাক।' চাকরি হারানোর অনিশ্চয়তা বুকে চেপে রেখেই এভাবে চাকরিহারাদের একাংশ দিন কাটালেন নিজেদের স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে। আবার কেউ কেউ ব্রাত্য থেকে গেলেন স্কুলের আঙিনায়।

সংস্কৃতি

## সাহিত্য সম্মান

রেড্ডি স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি হিমাচল কলোনির শ্রমিক ভবনে নির্মলেন্দু দাসকে 'শিবশংকর দে স্মৃতি সাহিত্য সম্মাননা' এবং গাজোলের কবি ও গীতিকার সুবোধ দাসকে 'মহামায়া মিত্র স্মৃতি সাহিত্য সম্মাননা' প্রদান করা হয়। সাহিত্য সম্মান অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় পর্বে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ৩৪ জন কবি। ছিল নাচ গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠানও। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথি অলোক চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান সাধক নির্মলেন্দু দাস, গীতিকার ও সুরকার নীলরতন কাঞ্জিলাল, সজলকুমার গুহ, নেপালি কবি কৃষ্ণ প্রধান, রেড্ডি স্মৃতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার অর্চনা মিত্র এবং উপদেষ্টা শুভেন্দুকুমার মিত্র। সংস্থার সভাপতি কণিকা দাস অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন পরাগ মিত্র। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

## প্রচ্ছদ প্রকাশ

সম্প্রতি ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানে 'শিমুল' পত্রিকার প্রচ্ছদ প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পত্রিকার সম্পাদক নিতাই দাস জানান, প্রচ্ছদ করেছেন রাকেশ রায় এবং অলংকরণ করেছেন রাকেশ বর্মন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন লেখক জগদীশ আসোয়ার ও শিক্ষাবিদ ড: সুভাষ সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক রামসেবক গুপ্তা, কবি শান্তনু দেবনাথ এবং শিক্ষিকা সান্ত্বনা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে শ্বেতপত্র পাঠ করেন শবনম সরকার এবং কবিতা পাঠ করেন কবি সুমন স্বপ্ন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিমুল পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফণীভূষণ সাহা। ডঃ কপিল দাসের গান এবং কথা এই অনুষ্ঠানে এক আলাদা মাত্রা যোগ করে। *-সুভাষ বর্মন*

## আলোচনা

কালিয়াগঞ্জ মঞ্চ একুশের ২৭৬তম অধিবেশন সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ভারতে ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা জমে উঠল। আলোচক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক পবিত্রকুমার বর্মন। তিনি তাঁর আলোচনায় তুলে আনলেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলায় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে কৃষক, শ্রমিকেদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কীভাবে দেশ স্বাধীনের পথ প্রস্তুত করে। উপস্থিত শ্রোতাদের থেকে অখিল ভৌমিক, শান্তনু চক্রবর্তী, পুষ্পিতা মোদক, সুব্রতকুমার পাল, প্রদীপকুমার পাল, সোমা দে ও রোজা রায়ও আলোচনায় অংশ নেন। সঞ্চিতা সিংহ রায়ের ব্যবস্থাপনায় রাহী মোদকের গান দিয়ে শুরু হয় আসর। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভূতিভূষণ মণ্ডল। আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রত্যুষ মোদক, আদৃতা সরকার ও সংগীত পরিবেশন করেন দিশিতা প্রামাণিক ও সঞ্চিতা সিংহ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

# আলোর পথে আট শিল্পী

তমসো মা জ্যোতির্গময়। মূল্যবোধের অবক্ষয়, একাকীত্বের অবসাদে আবিল এই সময়। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার আর গণতন্ত্রের বিপন্নতায় দীর্ণ-বিপন্ন এই সময়। এর থেকে বেরোনোর জন্য আলোকবর্তিকা হাতে পথ দেখাচ্ছেন আটজন শিল্পী। তাঁরা ছবি আঁকেন। ভাস্কর্য গড়েন। নিরাকারকে আকার দেন। আকারকে ভেঙে নিরাকার করেন।

এঁরা হলেন অনুজ সরকার, অর্পিতা দাস রায়, বিপুল রায়, লিটন সাহা, মাম্পি সাহা, শুভেন্দু চক্রবর্তী, তাপস পাল ও তরুণ মল্লিক। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে এই শিল্পীদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। ওঁরা এই প্রদর্শনীর নাম দিয়েছেন 'রিভারবারেশন'। যার বাংলা করলে দাঁড়ায় প্রতিধ্বনি। অনুরণনও বলা যায়। উদ্বোধনীর দিনে উপস্থিত ছিলেন ইন্টিরিয়র ডিজাইনার মনোজ বনসল, শিল্পী সুদীপ্ত রায় ও ডাঃ পার্থ সাধু।

কীসের প্রতিধ্বনি, কীসের অনুরণন? রং, রেখা ও আকারের বোধ নিয়ে ২১ বছর আগে এই শিল্পীরা শিলিগুড়িতে একসঙ্গে জোট বেঁধে প্রদর্শনী করেছিলেন। পরবর্তী দু'দশকে শিল্পের হাত ধরে উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন প্রান্তে। শিল্পের চড়াই উতরাই ভাঙতে ভাঙতে তাঁদের এমন মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় যা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তখন ক্যানভাসে রং ও তুলি খুঁজে নেয় আবেগ মুক্তির পথ। সে এক আশ্চর্য ক্যাথারসিস। কঠিন সময়ে মানুষ মনে করে জীবনের উপর তার আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু এই শিল্পীদের হাতের তুলি ও ক্যানভাস তাঁদের সেন্স অফ কন্ট্রোল আর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। আর সেটাই তাঁদের নিজের ভেতরের সত্তাকে নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করেছে। এই ৮ জন শিল্পীর নতুন আমি পড়তে পড়তে ধরা পড়েছে প্রদর্শনীতে। ওঁদের ভাষায় 'এটি আমরা যেমন ছিলাম আর আজ যেমন হয়েছি তার উদযাপন। এখানে আবার মিলেছে আমাদের পথ। এখানে রং ও রূপে ফুটে উঠেছে আমাদের অভিজ্ঞতা। এটাই একুশ বছর পর শোনা সেই পরিচিত প্রতিধ্বনি। এটাই রিভারবারেশন।'

প্রদর্শনীতে নজর কেড়েছে অনুজের কাগজে জলরঙের 'নতুন ভোরের প্রতীক্ষা', বিপুলের শান্তিনিকেতন সিরিজ আর মেরো দার্জিলিং, তাপসের ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিকের কাজ 'পরিবর্তন', মাম্পির 'করোনাকাল', অর্পিতার ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিকের শিরোনামহীন কাজ, লিটনের চাইনিজ ইঙ্ক-এ ছাপাই মাধ্যমের কাজ। তরুণ ও শুভেন্দুর কাজেও স্বকীয়তা ছিল। এই প্রদর্শনীতে তরুণই ছিল একমাত্র ভাস্কর। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি শহরে এই আট শিল্পীর প্রদর্শনী চিত্রকলায় নতুন অনুরণন তুলতে পেরেছে।

*-ছন্দা দে মাহাতো*

# নান্দনিক সন্ধ্যা

নান্দনিক নাট্য সংস্থা শিলিগুড়ির প্রযোজনায় স্থানীয় দীনবন্ধু মঞ্চে সম্প্রতি তিনটি ভিন্ন স্বাদের নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম নাটকটি ছিল চন্দনা ঘোষের রচনা ও সাত্যকি চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'হৃদিকথা', যা মূলত তিনটি পৌরাণিক নারী চরিত্রের আত্মকথন। এই নাটকে মন্দোদরী, সতী অহল্যা ও কুন্তী চরিত্রে যথাক্রমে সবিতা ভুজেল, বণালি বিশ্বাস ও স্বস্তিকা দাস অভিনয় করেছেন। মঞ্চ, আলো, আবহ ও রূপসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে রমেন রায়, শংকর চক্রবর্তী, স্বপ্না সরকার ও শক্তিপ্রসাদ আইচ। প্রত্যেকটি চরিত্রের যথাযথ অভিনয় উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

পরবর্তী উপস্থাপনাটি ছিল অমল রায়ের রচনা ও শ্যামাপ্রসাদ মজুমদারের নির্দেশনায় শিশুশ্রমবিরোধী নাটক 'Vampire'। এই নাটকের মঞ্চসজ্জায় শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার, আলোয় শংকর চক্রবর্তী, আবহ সংগীতে প্রদীপ্ত ভাস্কর চক্রবর্তী ও শৈলেন্দ্রনাথ পাল এবং রূপসজ্জায় ছিলেন শক্তিপ্রসাদ আইচ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবাদৃতা উপাধ্যায়, তনুশ্রী উপাধ্যায়, নন্দিতা দত্ত ও সাগ্নিক ভট্টাচার্য। প্রত্যেকের বলিষ্ঠ অভিনয় বর্তমান সময়ে এই নাটকের প্রাসঙ্গিকতাকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

ওই দিনের সর্বশেষ পরিবেশনা ছিল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী নাটক 'নানা রঙের দিন', নির্দেশনায় ছিলেন সাত্যকি চক্রবর্তী। রজনী চাটুজ্জে ও কালীনাথ চরিত্রে যথাক্রমে শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার ও রাহুল দেওয়ানজি অনবদ্য অভিনয় করেছেন। এই নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহ ও রূপসজ্জার নেপথ্যে ছিলেন যথাক্রমে রমেন রায়, শংকর চক্রবর্তী, অভিজিৎ রায় গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ পাল ও শক্তিপ্রসাদ আইচ। দুই প্রধান চরিত্রের মনোমুগ্ধকর অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। প্রায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মুহুর্মুহু হাততালি এক চমৎকার নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করে। এই সম্পূর্ণ নাট্যসন্ধ্যার সামগ্রিক পরিকল্পনায় ছিলেন মহুয়া চক্রবর্তী ও প্রদীপ্তভাস্কর চক্রবর্তী।

*-নিজস্ব প্রতিবেদন*

আবেগঘন।। *'নানা রঙের দিন' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

## অন্য পার্বণ

কিছুদিন আগে ভেটাগুড়ি লালবাহাদুর শাস্ত্রী বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে হয়ে গেল 'কালকূট নাট্যপার্বণ-২০২৫'। নাট্যপার্বণের উদ্বোধন করেন নাট্যজন স্নেহাশিস চৌধুরী। নাট্যজন দেবব্রত আচার্যের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'কালকূট সম্মাননা ২০২৫'। আমন্ত্রিত নাট্যদল আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ প্রযোজনা 'কাঁথা' ছিল উদ্বোধনী মঞ্চায়ন। এরপর বারবিশা অন্তরীক্ষ নাট্য অ্যাকাডেমি পরিবেশন করে 'জিন তেরে বিন', কোচবিহার স্বপ্ন উড়ান উপহার দেয় 'চন্দ্রাবতীর পালা'। আয়োজক সংস্থা প্রযোজিত, মিলন শীল নির্দেশিত 'আবার অমল' ভালো প্রচেষ্টা। হলদিবাড়ি কোলাজ পরিবেশন করে নাটক 'জীবজন্তু'। দমদম স্বপ্নিল প্রযোজনা 'আমি জবা' মঞ্চায়নের মাধ্যমে কোচবিহারের প্রান্তিক ভেটাগুড়ির এই নাট্য উৎসবের যবনিকা এবারের মতো নেমে আসে। *-নীলাদ্রি বিশ্বাস*

## অধিবেশন

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় জেলা গ্রন্থাগারে আলোর দিশার ২৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। দিশিতা প্রামাণিকের গান দিয়ে শুরু হয়। সংগীত পরিবেশন করেন দিঠিপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও আমরা' উপস্থাপন করেন সব্যসাচী মজুমদার। পঠিত প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে ডঃ সুস্মিতা সোম, অধীর সরকার, হরিমোহন মণ্ডল, সমিত সাহা, রূপক দেবশর্মা, মৌ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ পোদ্দার, তুষার চৌধুরী ও ডঃ ক্ষিতীশ মাহাতো আলোচনা করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র।

ছন্দোবদ্ধ।। *ইসলামপুরে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছবি : সুরমা রানি*

## নাটকের টানে

জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে কিছুদিন আগে রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল দু'দিনব্যাপী মুক্তাঙ্গন নাট্য উৎসব ২০২৬। দর্শকাসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রথম দিন মঞ্চস্থ হয় মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর শিশু-কিশোর বিভাগ প্রযোজিত নাটক 'উকিলের বুদ্ধি'। সুকুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন দেবব্রত আচার্য, কার্যকরী নির্দেশনায় রীনা ভারতী। দ্বিতীয় প্রদর্শন হিসেবে বালুরঘাট নাট্যতীর্থের নাটক শুভাশিস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'সাত আড়ি জিন' মঞ্চস্থ হয়। পাশাপাশি এদিন ঋত চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি মুক্তাঙ্গন নাট্যকর্মী সম্মান ২০২৬ দেওয়া হয় নাট্যকর্মী সংগঠক রায়গঞ্জের বাসিন্দা সমরেশ ঘোষকে। কালিয়াগঞ্জ বিচিত্রা নাট্য সংস্থা প্রযোজিত অণুনাটক গিরগিটি ও তুরুপের তাস ও মালদা জেলার গাজোলের 'বিষান একটি নাট্য সংস্থা' মঞ্চস্থ করে নাটক 'রাজরক্ত'। উৎসব প্রাঙ্গণে ছিল উইংস আর্টিস্ট গ্রুপ-এর চিত্র প্রদর্শনী সহ অনুভব হোমের আবাসিকদের হস্তশিল্প ও রকমারি খাবারের স্টল। *-অনসূয়া চৌধুরী*

## প্রথম প্রচেষ্টা

সম্প্রতি বালুরঘাটে উত্তরের রোববার আয়োজিত বর্ণালী মঞ্চে লেখক সুধাংশু লাহার প্রথম উপন্যাস 'আত্রেয়ীপাড়ের উপকথা'র মোড়ক উন্মোচন হল। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন সম্মানিত বিশ্বনাথ লাহা, সমাজসেবী ও কবি স্বপনকুমার বিশ্বাস এবং সুরজ দাশ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মলকুমার রায়। অনুষ্ঠানে ধর্মতত্ত্ব, গীতার অনুশীলন তত্ত্ব, আরাবল্লি পর্বত সংকট, নদীর অবক্ষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যচেতনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দীপকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুমন চক্রবর্তী, পীযূষকান্তি বর্মন, ধীমান দাস, প্রবীরচন্দ্র দাস, জ্যোতিব্রত চক্রবর্তী, স্বরূপ সান্যাল, দিলীপকুমার মজুমদার, গগন ঘোষ প্রমুখ। *-অসীম বর্মন*

# জাগরী'র জয়

গোটা বাংলার নানা প্রান্তের নাট্যসাধকদের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক চারদিনব্যাপী রাজ্যস্তরীয় নাট্য প্রতিযোগিতা। মালদা, কলকাতা, শিলিগুড়ি, কোচবিহার সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বহু প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যদলের অংশগ্রহণে এই আসর পরিণত হয় এক অনন্য নাট্যোৎসবে। ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী নাট্য সংস্থা রানারের আয়োজনে ফালাকাটা কমিউনিটি হলে চারদিন ধরে নাট্যপ্রেমী দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়ে সংযম, ভাবনাশক্তি ও মঞ্চনৈপুণ্যের অপূর্ব সমন্বয়ে সকলকে ছাপিয়ে যায় দেবীনগর জাগরী নাট্য সংস্থা। 'চিটিংবাজ' নাটকের শক্তিশালী ও চিন্তনসমৃদ্ধ মঞ্চায়নের মাধ্যমে বিচারকমণ্ডলীর রায়ে এই নাট্যদল অধিকার করে প্রথম স্থান। রাজ্যের নাট্যমঞ্চে জাগরীর সৃজনশীল উৎকর্ষ আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হয়। সামগ্রিক সাফল্যেই পাশাপাশি, পৃথক বিভাগেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে এই সংস্থা। দ্বিতীয় সেরা নির্দেশক ও সেরা পাণ্ডুলিপি- এই দুই গুরুত্বপূর্ণ সম্মানে ভূষিত হন নাট্যকার ও নির্দেশক শান্তনু মজুমদার। অপরদিকে, এই নাটকে 'দীপ্তশেখর' চরিত্রে মঞ্চে নেগেটিভ চরিত্রের গভীর, সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল রূপায়ণের জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে সম্মানিত হন শুভঙ্কর দাস। অভিনেতা শান্ত রাহার কথায়, 'এই সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে প্রচুর আবেগ।' সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ গোপ বললেন, 'রাজ্যের সমকালীন নাট্যচর্চায় আমাদের সুদৃঢ় অবস্থান, শিল্পনিষ্ঠা ও নিরন্তর সৃজনশীল প্রয়াসকে আরও একবার উজ্জ্বল করল।'

*-নিজস্ব প্রতিবেদন*

সেরা।। *পুরস্কার জেতার পর দেবীনগর জাগরী নাট্য সংস্থার সদস্যরা।*

## বর্ণিল উৎসব

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সূচনা, গুণীজনদের সংবর্ধনা এবং হেরিটেজ ন্যাশনাল স্কুলের এক ছাত্রীর বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ছিল বিশেষ আকর্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম' রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নিবেদিত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দর্শকদের আবেগে ছুঁয়ে যায়।

পরবর্তী পর্বে নাচ, গান ও আবৃত্তিতে একের পর এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়। প্রায় ২০০ জন দর্শকের উপস্থিতিতে পুরো সন্ধ্যাই পরিণত হয় এক জমজমাট সাংস্কৃতিক উৎসবে। সবশেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং গানে গানে প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

*-সৌকর্য সোম*

# সারস্বত সম্মান

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করবার জন্য প্রতি বছর উত্তরবঙ্গ সারস্বত সম্মান অর্পণ সমিতির আয়োজনে 'উত্তরবঙ্গ সারস্বত সম্মান' দেওয়া হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে ষষ্ঠ বর্ষের উত্তরবঙ্গ সারস্বত সম্মান অর্পণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী হলঘরে এক সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই সম্মান প্রদান করা হয়। এবছর উত্তরবঙ্গ সারস্বত সম্মান অর্পণ সমিতি উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদ্বয়কে এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাদের একজন দার্জিলিং জেলার ডঃ অমলকান্তি রায় এবং অপরজন মালদা জেলার ভূমিপুত্র ডঃ সমরকুমার মিশ্র। ডঃ অমলকান্তি রায় একাধারে দক্ষ প্রশাসক এবং লোকসংস্কৃতির গবেষক। চিন, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের মতো বহির্বিশ্বে তিনি উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির আলো পৌঁছে দিয়েছেন। অন্যদিকে, ডঃ সমরকুমার মিশ্র মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। তেমনি মালদা জেলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে গৌরবময় ভূমিকা রেখেছেন। অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি।

ডঃ মিশ্র শারীরিক কারণে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন বঙ্গরত্ন মিনতি দত্ত মিশ্র। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস, ডঃ নীলাংশুশেখর দাস, অপূর্বকুমার দত্ত, রমেন দে, মিনতি দত্ত মিশ্র, কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ দত্ত, অনীতা দত্ত, বিকাশ নাথদের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক সপ্তর্ষি নাগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কথা সমন্বয়ে অম্বরীশ ঘোষ ও সহেলি ঘোষ অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রা দেন।

*-রাজু সাহা*

শীতের মনোরম পরিবেশে শিল্প-সংস্কৃতির এক অনন্য মিলনমেলায় পরিণত হল কালিয়াচক। মালদা সাংস্কৃতিক সংস্থার পরিচালনায় গত দু'বছর ধরে একাধিক সফল সাংস্কৃতিক আয়োজনের ধারাবাহিকতায়, এ বছর স্থানীয় প্রতিভাদের তুলে ধরার লক্ষ্যে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল 'কালিয়াচক সাংস্কৃতিক উৎসব'। ঐতিহ্যবাহী কালিয়াচক নজরুল ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় এক মেগা আর্ট প্রতিযোগিতা, যেখানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা রং ও কল্পনায় ফুটিয়ে তোলে নিজেদের ভাবনা।

## বইটই

### জীবনের স্পর্শ

'একটি দূরগামী আকাঙ্ক্ষা/ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দৃষ্টি বিনিময় করে গেল/স্পর্শহীন তীব্রতার অনুভূতি গভীর আবেগে/ডুকরে ডুকরে কাঁদল।' নিশিকান্ত সিনহার লেখা 'ঘুম চোখে মেঘ খুঁজি' কবিতাটি এভাবেই শুরু হয়ে পাঠকদের কল্পনার জগতে নিয়ে চলে। আরও ৭১টি এমনই মননশীল কবিতাকে সঙ্গী করে তাঁর কবিতা সংকলন ব্যথাহীন জোছনায় খুনসুটি। নিশিকান্ত উত্তরবঙ্গের অন্যতম পরিচিত কবি ও লেখক। নিয়মিত লেখালেখি করেন। অজস্র পুরস্কারে সম্মানিত। ৪৩ বছর ধরে কালিনী সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। এতদিনের কলমপ্রীতির সুবাদে জীবনের নানা ওঠাপড়াকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন। এই সংকলনের প্রতিটি কবিতাই তার সাক্ষী।

### পুজো-পার্বণ

করম পরব, রোহিণ পরব, রাবণকাটা উৎসব সহ অসংখ্য। বছরের পর বছর ধরে বাংলার নানা প্রান্তে নানা উৎসব ও মেলা আয়োজিত হয়ে আসছে। সেসবের খোঁজ আমরা কতটুকুই বা রাখি! এই সমস্তকিছুকেই দুই মলাটে বন্দি করে পাঠক দরবারে হাজির হয়েছে বাংলার পুজোপার্বণ ও মেলা (প্রথম খণ্ড)। লেখক শীর্ষেন্দু গায়েন। বইটিতে সব মিলিয়ে ২৭টি পুজোপার্বণ ও মেলার বিশদ বিবরণ রয়েছে। শীর্ষেন্দু পেশায় রসায়নের অধ্যাপক। লেখালেখির পাশাপাশি নেশায় ক্ষেত্র সমীক্ষক। ফোটোগ্রাফির হাতটি অসাধারণ। এই বইটির বিভিন্ন পাতা তারই সাক্ষী। প্রকাশক বিচিত্রপত্র গ্রন্থন বিভাগ।

### সাফল্যের পথ

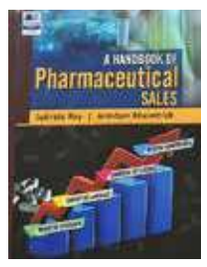

ওষুধপত্রের দুনিয়াটা রোজকে রোজ বদলে যাচ্ছে। নিত্যনতুন আবিষ্কার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি। তাই এই দুনিয়ায় আজ যা নতুন, কাল তা পুরোনো। আর এই সুবাদে যাঁরা এই দুনিয়ায় বিপণনের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কাজটাও রোজই বেশ কঠিন। সেই সমস্যা মেটাতে ডঃ সুব্রত রায় ও অরিন্দম ভৌমিক মিলে লিখেছেন এ হ্যান্ডবুক অফ ফার্মাসিউটিক্যালস সেলস। কীভাবে এই দুনিয়ায় নিজের সেরাটা দিয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব, এই জগতের নানা অজানা তথ্য, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের ভূমিকা, নেটওয়ার্ক, ডেটা অ্যানালিসিস... ১৩টি অধ্যায়ে সবই জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। রয়েছে একগুচ্ছ কেস স্টাডি ও প্রশ্নোত্তর পর্বও।

### উৎসবের রেশ

গৌরাঙ্গের সান্ধ্যকালীন ঠেকের রঙ্গলীলা কেমন? জানতে হলে পবিত্রভূষণ সরকারের এই শীর্ষকে লেখাটি পড়তে হবে। একগুচ্ছ কবিতা, গল্পকে সঙ্গী করে যা মাটির ছোঁয়া পত্রিকার উৎসব সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পবিত্রবাবুর সম্পাদনায় এই পত্রিকা ৫০ বছর পেরিয়ে ৫১ বছরে পা রেখেছে। লেখালেখির প্রচণ্ড চাপ, শরীর অসুস্থ। তাই ঘটা করে পত্রিকার বিভিন্ন মাইলস্টোন উদযাপন করা হয়নি। তাই বলে কিন্তু পত্রিকার পথ চলা থেমে থাকেনি। নামীদের পাশাপাশি অনামী লেখকদেরও নানা লেখায় এই পত্রিকা বরাবরই সমৃদ্ধ। এই সংখ্যাও তারই সাক্ষী। নারায়ণ পণ্ডিত, উত্তম চৌধুরী, কিশোর পাইনদের লেখা কবিতাগুলি পড়তে বেশ ভালো লাগে।

### বইমেলা বিশেষ

একগুচ্ছ কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, নিবন্ধ, প্রবন্ধ নিয়ে পাঠক দরবারে হাজির নেটফড়িং পত্রিকার বইমেলা সংখ্যা। বেশ ভালো লাগে সঞ্জয় সোম, সুবীর সরকার, চয়ন দত্তদের লেখা কবিতাগুলি। ডুয়ার্সকে কেন্দ্র করে প্রিয়া রায়ের লেখা ভ্রমণকাহিনীটি পাঠককে খুব সহজেই কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। মহম্মদ উলামিন মোদক, সুমিতা চৌধুরীদের লেখা গল্পগুলি বেশ। কবি শম্ভু রক্ষিতের কবিতা নিয়ে বটু কৃষ্ণ হালদারের লেখা প্রবন্ধটি এই সংখ্যার আলাদা আকর্ষণ। প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা অয়ন্তিকা আচার্যের লেখা ক্ষুদ্র নিবন্ধটিও বেশ। পাঠকস্বার্থে নেটফড়িং বহুদিন ধরেই সদা সচেষ্ট। তাদের এই সংখ্যাও সেই চেষ্টারই সাক্ষী। প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে চোখ টানে।

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

## জি রাম জি বিরোধী প্রস্তাব

**চেন্নাই, ২৩ জানুয়ারি :** মনরেগার বদলে ভিবি জি রাম জি আইনে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সাফল্য নিয়ে মোদি সরকার প্রচারের ঢাক পেটালেও তার বিরোধিতা থেকে সরতে নারাজ কংগ্রেস ও তার শরিক দলগুলি। শুক্রবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় জি রাম জি আইনের বিরোধিতা করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সরকার সাফ জানিয়েছে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে মহাত্মা গান্ধির নাম রাখতেই হবে। প্রকৃত কাজের চাহিদা ও রাজ্যভিত্তিক কর্মক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দের দাবিও তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্রামের মানুষের কাজের অধিকার সুরক্ষিত রাখা জরুরি বলেও জানানো হয়েছে ওই বিলে। বৃহস্পতিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছিলেন, বিতর্কিত কৃষি আইন এনে কৃষকদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছিল জি রাম জি আইনের মাধ্যমে সেই একই অন্যায় করা হচ্ছে শ্রমিকদের সঙ্গে। রাম জি আইন নিয়ে তামিলনাড়ু সরকার প্রস্তাব পাশ করালেও তাতে আপত্তি তুলেছেন বিজেপি নেতা আন্নামালাই। তিনি বলেন, 'ডিএমকে সরকার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির ১০ শতাংশও পূরণ করতে পারেনি। এখন তাই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে রাজনৈতিক রং দিচ্ছে।'

## খপ্পরে প্রবীণরা, সুপ্রিম উদ্বেগ

**নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি :** দেশজুড়ে বাড়তে থাকা 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' জালিয়াতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ প্রবীণ নাগরিকরা যেভাবে এই প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছেন, তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। ২৩ কোটি টাকা খোয়ানো এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে শুক্রবার এই পর্যবেক্ষণ জানায় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

ঘটনার সূত্রপাত ৭৮ বছর বয়সি নরেশ মালহোত্রাকে প্রায় এক মাস

### ডিজিটাল জালিয়াতি

ধরে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' করে রেখে তাঁর থেকে ২৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। আদালত এদিন মন্তব্য করে, 'মানুষের আচরণ দেখে আমরা হতবাক। এই ধরনের ফোন কল এলে আপনারা কেন তাঁদের কথা মেনে নিচ্ছেন? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো অভিজ্ঞতাও বাড়ে। কেন নিজেদের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার করছেন না?'

ব্যাংকগুলির গাফিলতির দিকে আঙুল তুলে বড় অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আবেদনকারী। শীর্ষ আদালত মালহোত্রার আবেদনটিকে বর্তমানে চলমান একটি 'স্বতঃস্ফূর্ত' মামলার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

## ৯ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

**রায়পুর, ২৩ জানুয়ারি :** বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার জঙ্গলে কোবরা বাহিনীর অভিযানে ১৮ জন মাওবাদী নিহত হন। প্রকাশিত তালিকার ছ'নম্বরে থাকা সমীর সোরেনের নাম ও ছবি দৃষ্টি কেড়েছে বিভিন্ন মহলের। প্রশ্ন উঠেছে, বাঁকুড়ার বারিকুল থানার ইঁদকুড়ি গ্রামের নিখোঁজ সুরেন্দ্রনাথ কি নিহত মাওবাদী সমীর সোরেন? গতকালের পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে ছত্তিশগড়ে অস্ত্র সহ ধরা দিলেন ন'জন মাওবাদী। তাঁদের মধ্যে সাতজন মহিলা। পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার আত্মসমর্পণের ঘটনাটি ঘটেছে রায়পুর রেঞ্জের ধামতারি জেলায়। আইজি অমরেশ মিশ্র জানিয়েছেন, রায়পুর পুলিশ রেঞ্জ এখন পুরোপুরি মাওবাদী মুক্ত।

*বরফের দেশ... হিমাচলপ্রদেশের মানালি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায়। শুক্রবার।*

## ট্রাম্পের মর্জি, পিস বোর্ডে নেই কানাডা

**ওয়াশিংটন, ২৩ জানুয়ারি :** শান্তির সংকল্প নিয়ে যে পর্ষদের জন্ম, তার শুরুই হল সংঘাত দিয়ে! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির মধ্যে বাগযুদ্ধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ট্রাম্প তাঁর প্রস্তাবিত 'বোর্ড অফ পিস' বা শান্তি পরিষদ থেকে কানাডার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সম্প্রতি পড়শি কানাডাকে 'বোর্ড অফ পিস'-এর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমেরিকা। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে (স্থানীয় সময়) সেই আমন্ত্রণ আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করেন,

> চাইলেও কানাডা আর ওই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারবে না।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

> আমেরিকার দয়ায় নয়, কানাডা স্বমহিমায় টিকে আছে, উন্নতি করছে।
>
> মার্ক কার্নি

'চাইলেও কানাডা আর ওই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারবে না।' সম্প্রতি দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে ট্রাম্প দাবি করেন, 'আমেরিকার জন্যই কানাডা টিকে আছে।' কড়া জবাব দিয়ে কিউবেক সিটি থেকে মার্ক কার্নি পালটা বলেন, 'আমেরিকার দয়ায় নয়, কানাডা স্বমহিমায় টিকে আছে, উন্নতি করছে এবং ভবিষ্যতেও উত্থান অব্যাহত থাকবে।' এরপরেই ট্রাম্প ঘোষণা করেন, বিশ্বজুড়ে সংঘাত মেটানোর জন্য তৈরি তাঁর কয়েকশো কোটি ডলারের বিশেষ পর্ষদে কানাডাকে আর রাখা হবে না।

তবে, কার্নি মনে করেন, আমেরিকার একক আধিপত্যের দিন শেষ। কানাডাকে এখন নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আরও বেশি করে প্রতিরক্ষা খাতে নজর দিতে হবে। ট্রাম্পের কানাডাকে মার্কিন মানচিত্রে জুড়ে দেওয়ার হুমকির পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। বাণিজ্য ও শুল্ক নীতি নিয়ে সংঘাত চললেও কার্নি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমেরিকা, বিশেষ করে ট্রাম্পের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের সামনে কানাডা নতিস্বীকার করবে না।

## 'হু' থেকে পিঠটান ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ২৩ জানুয়ারি :** যা ইঙ্গিত ছিল, সেটাই সত্যি হল বৃহস্পতিবার।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর বৃহস্পতিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের সরিয়ে নিল আমেরিকা। দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে এসেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া এক নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে। তবে যাওয়ার আগে সংস্থার বৃহত্তম দাতা দেশ হিসাবে প্রায় ২৬ কোটি ডলারের বকেয়া পাওনা মেটাতে অস্বীকার করেছে ওয়াশিংটন।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, কোভিড মহামারি মোকাবিলায় 'হু' চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে এবং সংস্থাটি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে সংস্কারের কাজ চালিয়ে

নিয়ে যেতে পারেনি। আমেরিকার স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, সদর দপ্তর সহ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সংস্থার সমস্ত শাখা থেকে তাদের কর্মীদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বার্ষিক অনুদানও। যদিও ১৯৪৮ সালের এক নিয়ম অনুযায়ী, বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, কিন্তু মার্কিন কর্তাদের দাবি, এমন কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা তাঁরা মানছেন না।

ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে 'বৈজ্ঞানিক হঠকারিতা' এবং 'ধ্বংসাত্মক' বলে অভিহিত করেছেন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা। জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক লরেন্স গোস্টিন সতর্ক করে বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে আমেরিকার এই আচমকা সরে যাওয়া এবং সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া বিশ্বজুড়ে পোলিও নির্মূলকরণ অভিযান থেকে শুরু করে শিশু স্বাস্থ্য ও টিকা গবেষণার মতো জনহিতকর কাজগুলিকে পঙ্গু করে দেবে। পাশাপাশি আমেরিকা নিজেও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ফ্লু বা ভাইরাসের জরুরি তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। বিশ্বের বৃহত্তম দাতা সদস্যকে হারিয়ে রাষ্ট্রসংঘের অধীন স্বাস্থ্য সংস্থাটি যে এখন এক চরম সংকটের মুখে পড়ল, তা বলাই যায়।

### ভোট জয়ে মোদির অস্ত্র দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা

# দক্ষিণে পরিবর্তনের বার্তা

**তিরুবনন্তপুরম ও চেন্নাই, ২৩ জানুয়ারি :** পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু। আপাতদৃষ্টিতে তিনটি রাজ্যের মধ্যে যতই অমিল থাকুক, একটি ক্ষেত্রে প্রচুর মিল রয়েছে। সেটি হল, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের এই তিনটি রাজ্যের ক্ষমতা দখল করাই এখন বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাখির চোখ। আর সেই লক্ষ্যপূরণে তিন রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধেই দুর্নীতি, অপরাধ, সাম্প্রদায়িকতা, তোষণ, আইনশৃঙ্খলার অভাবের মতো চেনা অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে আক্রমণ শানালেন নমো। আর মাসখানেক পরই বাংলার পাশাপাশি কেরল ও তামিলনাড়ুতে বিধানসভা ভোট।

শুক্রবার বামশাসিত কেরলের তিরুবনন্তপুরমে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি একটি জনসভা করেন তিনি। মেগা রোড শো-ও করেন প্রধানমন্ত্রী। কেরলের কর্মসূচি সেরে ডিএমকে-র শাসনাধীন তামিলনাড়ুতে পৃথক একটি জনসভা করেন তিনি। দুই রাজ্যের জনসভা থেকেই বাম, কংগ্রেস, ডিএমকে-কে নিশানা করার পাশাপাশি ক্ষমতা দখলের ডাক দেন মোদি। তিরুবনন্তপুরমের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আসন্ন বিধানসভা ভোট কেরলের অবস্থা এবং দিশা পরিবর্তন করবে। কেরলের ভবিষ্যতের কথা যখন ওঠে তখন আপনারা মুদ্রার শুধুমাত্র দুটি দিক দেখতে পান। একদিকে এলডিএফ অন্যদিকে ইউডিএফ। উভয়েই কেরলকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু তৃতীয় দিকটিও রয়েছে। সেটি হল উন্নয়নের, সুশাসনের, বিজেপি-এনডিএ-র। এলডিএফ ও ইউডিএফের লোকজন কেরলকে দুর্নীতি, অপশাসন এবং তোষণের বিপজ্জনক রাজনীতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

শবরীমালা মন্দিরে চুরির প্রসঙ্গে মোদি বলেন, 'ভগবান আয়াপ্পার ওপর আমাদের সবার অগাধ আস্থা, ভক্তি রয়েছে। কিন্তু শবরীমালার মন্দিরের পরম্পরাকে ধূলিসাৎ করতে এলডিএফ সরকার চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি। এখন সেখান থেকে সোনা চুরির খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, যে মুহূর্তে এখানে বিজেপির সরকার তৈরি হবে, এই সমস্ত অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে এবং দোষীদের ঠাঁই হবে গারদের ভিতর।' কংগ্রেসকে মুসলিম লিগ মাওবাদী কংগ্রেস বলেও কটাক্ষ করেছেন মোদি। সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ কেরলের প্রগতির পথে সবথেকে বড় বাধা বলে তোপ দাগেন তিনি।

> কেরলের ভবিষ্যতের কথা উঠলে আপনারা মুদ্রার শুধুমাত্র দুটি দিক দেখতে পান। একদিকে এলডিএফ, অন্যদিকে ইউডিএফ। উভয়েই কেরলকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু তৃতীয় দিকটিও রয়েছে। সেটি হল উন্নয়নের, বিজেপি-এনডিএ'র।
>
> নরেন্দ্র মোদি

সম্প্রতি কেরলের পুরভোটে বিপুল জয় পেয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ। অপরদিকে তিরুবনন্তপুরম পুরসভায় বামেদের ক্ষমতাচ্যুত করে বোর্ড গঠন করেছে বিজেপি। বিকশিত কেরল গঠনের ডাক দিয়ে তিনি বলেন, '১৯৮৭ সালের আগে গুজরাটেও বিজেপি ছোট দল ছিল। সংবাদপত্রে আমাদের খবরও সেভাবে বেরোত না। ১৯৮৭ সালে আমরা আহমেদাবাদ পুরসভায় প্রথমবার জয়ী হই। সেই শহর থেকেই আমাদের যাত্রারম্ভ হয়। কেরলের ক্ষেত্রেও তিরুবনন্তপুরম থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই কারণে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কেরল এখন বিজেপির ওপর আস্থা রাখছে।'

তামিলনাড়ুর চেঙ্গালাপাত্তুতে গিয়ে নমো বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল দুর্নীতি, মাফিয়া ও অপরাধের (সিএমসি) দলে পরিণত হয়েছে। আপনারা ডিএমকে-র পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছেন দু-বার। কিন্তু তারা তামিলনাড়ুর মানুষের ভরসা রাখতে পারেনি। তারা প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ করেনি। রাজ্যের মানুষ ডিএমকের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে সংকল্প নিয়ে ফেলেছে।' মোদির এই আক্রমণের জবাবে তাঁর চা-ওয়ালা পরিচয়কে খোঁচা দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, 'উনি এইসব কথা ভোটের জন্য বলেন। মোদি আদৌ কোনওদিন চা বানিয়েছেন?'

*খেলা হবে... তিরুবনন্তপুরমে নরেন্দ্র মোদি ও পিনারাই বিজয়ন। শুক্রবার।*

## রাহুলকে এড়ালেন 'বিক্ষুব্ধ' থারুর

**নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ২৩ জানুয়ারি :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সম্পর্ক যত গাঢ় হচ্ছে, কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে তিরুবনন্তপুরমের দলীয় সাংসদ শশী থারুরের দূরত্ব ততই বাড়ছে। ফলে ভোটের মুখে কেরলে কংগ্রেসের গৃহযুদ্ধ চরম রূপ নিচ্ছে। শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে একটি মেগা রোড শো-ও করেন তিনি। পরে একটি জনসভা থেকে কেরলে এনডিএ সরকার গড়ার ডাকও দেন নমো। মোদির এই ঝটিতি কেরল সফরের মধ্যেই এদিন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নয়াদিল্লিতে হাইকমান্ডের

বৈঠক বসেছিল। সেখানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধির পাশাপাশি কেরলের প্রদেশ নেতৃত্ব হাজির ছিলেন। ছিলেন কেরলের দায়িত্বপ্রাপ্ত দীপা দাশমুন্সিও। কিন্তু অনুপস্থিত থাকেন থারুর।

সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধির কাজে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থারুর। ওয়েনাডের প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে সেই কারণে তাঁর দূরত্বও ক্রমশ বাড়ছে। যদিও কংগ্রেসের একটি সূত্র দাবি করেছে, প্রধানমন্ত্রীর সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাঁর পক্ষে যে হাইকমান্ডের বৈঠকে থাকা সম্ভব নয়, সেই ব্যাপারে দলের কাছ থেকে আগাম অনুমতিও নিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তবে রাজনৈতিক মহলের দাবি, দলের শীর্ষ ও প্রদেশ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ হাইকমান্ডের ডাকা ওই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছেন থারুর। দীপা দাশমুন্সি সহ একাধিক নেতা থারুরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কোচিতে গিয়ে রাহুল গান্ধি যে মহাপঞ্চায়েতি করেছিলেন, তাতে অপমানিত বোধ করেছিলেন থারুর। রাহুল গান্ধি সভাস্থলে ঢোকা মাত্র বক্তব্য কাটছাঁট করে মঞ্চ থেকে নেমে পড়েছিলেন। তারপর রাহুলের সঙ্গে কথা না বলেই সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এদিনের বৈঠকে কেরলে বামেদের সরিয়ে কীভাবে ইউডিএফের সরকার গড়া সম্ভব তা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি জোট শরিকদের সঙ্গে আসনবণ্টনের ব্যাপারেও কথা হয়। কেরলে এবার সরকার গড়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস।

## ইউনূস হত্যাকারী, অডিও বার্তায় হাসিনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি :** ভারতের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে 'হত্যাকারী' ও 'ফ্যাসিস্ট' বলে নিশানা করলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার ফরেন জার্নালিস্টস সাউথ এশিয়া প্রেস ক্লাবে 'সেভ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত প্রাক্তন মন্ত্রী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও থিয়েটার শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই প্রথমবারের মতো ভারতের কোনও সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনার অডিও বার্তা প্রকাশ্যে শোনানো হয়। তাতে শেখ হাসিনা বলেন, 'এক সময় যে স্বাধীনতার মন্ত্র আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই চেতনাতেই আবার গোটা দেশকে উঠে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি। আজ বাংলাদেশ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং গণতন্ত্র কার্যত নির্বাসনে। দেশে ভিন্নমত দমন, সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ ও বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন বেড়ে চলেছে।'

ইউনূসের দিকে আঙুল তুলে বঙ্গবন্ধু-কন্যা বলেন, 'অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করেছেন উনি। কোন অধিকারে তিনি এটা করেছেন? তিনি তো জনতার ভোটে জিতে আসেননি, আওয়ামী লিগকে কেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না জনগণ সিদ্ধান্ত নিক।' হাসিনার কথায়, 'ইউনূসের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন হিংসা, ভয় ও দমননীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র চালাচ্ছে এবং এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইউনূস সরকারকে সরিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা জরুরি।'

অডিও বার্তায় রাষ্ট্রসংঘের প্রতিও আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। তাঁর মতে, সাম্প্রতিক হিংসা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তদন্ত হলে সত্য উদ্ঘাটন হবে এবং জাতীয় ঐক্যের পথ খুলবে। উল্লেখ্য, তিনি অনলাইনে উপস্থিত থাকলেও সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবেন না বলে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় ওই বৈঠকে। এদিনের অডিও বার্তায় শেখ হাসিনা মোট পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন। ইউনূস সরকারকে সরিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানান তিনি। একই সঙ্গে হিংসা বন্ধ করার আর্জি জানান। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার বার্তাও দেন তিনি।

## জেলে প্রেম থেকে বিয়ের পিঁড়িতে খুনি যুগল

**আলওয়ার, ২৩ জানুয়ারি :** কারাবাসের দিনগুলিতে প্রেম! যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি প্রিয়া আর হনুমানের রোমাঞ্চকর প্রেমকাহিনীর কথা জানা থাকলে এমন একটি নাম দিয়ে আরও একটি উপন্যাস হয়তো লিখে ফেলতেন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ।

তবে শুক্রবার রাজস্থানের আলওয়ারে যা ঘটল, তা যে কোনও জাদুকরি বাস্তববাদকে হার মানায়। কারাগারের চার দেওয়ালের আড়ালে শুরু হওয়া এক খলনায়ক ও খলনায়িকার প্রেম পৌঁছে গেল ছাঁদনাতলায়। বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য রাজস্থান হাইকোর্ট থেকে ১৫ দিনের জরুরি প্যারোল বাগিয়ে নিয়েছেন ওই 'খুনে' যুগল।

বছর ৩১-এর পাত্রী প্রিয়া শেঠ ওরফে নেহা শেঠের অতীত জীবন বলে বলে দশ গোল দেবে যে-কোনও বলিউডি থ্রিলারকে। ২০১৮ সালে 'টিন্ডার' অ্যাপে প্রেম বিলিয়ে দুষ্মন্ত শর্মা নামের এক তরুণকে ফাঁদে ফেলেছিলেন এই মডেল। লক্ষ্য ছিল

মুক্তিপণ আদায়। কিন্তু শেষে ধরা পড়ার ভয়ে প্রেমিককে নিয়ে দুষ্মন্তকে খুন করে টুকরো টুকরো করে কেটে সুটকেসে ভরে পাহাড় থেকে ফেলে দেন তিনি। বর্তমানে সাঙ্গানের খোলা কারাগারে সাজা খাটছেন প্রিয়া। সেখানেই মাস ছয়েক আগে তাঁর আলাপ হয় বয়সে বছর দুয়েকের ছোট আর এক খুনের আসামি হনুমান প্রসাদের সঙ্গে।

হনুমানের কুকীর্তির খতিয়ান আরও দীর্ঘ, রোমহর্ষক। নিজের প্রেমিকার নির্দেশমতো তাঁর স্বামী ও চার সন্তানকে—অর্থাৎ মোট পাঁচজনকে নৃশংসভাবে খুনের দায়ে শ্রীঘরে ঠাঁই হয়েছে তার।

আশ্চর্যের বিষয় হল, কারান্তরালেও ডানা মেলেছে প্রেম। হয়তো 'ওপেন জেল'-এর খোলামেলা পরিসর পেয়ে। জেলের নিভৃতবাসে থাকাকালীন একে অপরের প্রেমে পড়ে যায় তারা।

শুক্রবার আলওয়ারের বারোদামেভে বসেছিল বিয়ের আসর। যে হাতে একসময় রক্ত লেগেছিল, সেখানেই উঠেছে মেহেন্দির রং। আদালতের 'মানবিক' সিদ্ধান্তে ১৫ দিনের জন্য গরাদের বাইরে সংসার করার সুযোগ পাচ্ছেন হনুমান-প্রিয়া। তবে মধুচন্দ্রিমা শেষ হলেই যুগলকে ফিরতে হবে চেনা জেল-কুঠুরিতে। মার্কেজ থাকলে হয়তো লিখতেন, প্রেম নশ্বর হলেও তার নাটকীয়তা প্রায়ই অদ্ভুত, অবিনশ্বর!

## ৫ বছরের শিশু আটক অনুপ্রবেশের অভিযোগে

**ওয়াশিংটন, ২৩ জানুয়ারি :** মাত্র পাঁচ বছরের শিশুকে অপরাধীর মতো পাকড়াও করল ট্রাম্প সরকারের অভিবাসন আধিকারিকরা। মিনেসোটার মিনিয়াপোলিসের প্রি-স্কুল থেকে ফিরতেই তাকে আটক করা হয়। মঙ্গলবারের ঘটনা। শিশুটিকে তার বাবার সঙ্গে টেক্সাসের ডিটেনশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রুদ্ধ মার্কিন নাগরিকদের একাংশ। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উষ্মায় ফুঁসছেন প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

স্কুলের কর্মকর্তারা ও পারিবারিক আইনজীবী জানিয়েছেন, এই শিশুটিকে ধরে মিনিয়াপোলিস থেকে চারজন পড়ুয়াকে আটক করেছেন মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযোগ, শিশুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার পরিবারের সঙ্গে অবৈধভাবে বসবাস করছিল। প্রি-স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেই অভিবাসন দপ্তরের কর্তারা তার বাড়ির দরজায় টোকা মারেন। দরজা খুলতে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তাকে আটক করা হয়। পরিবারের আটক হওয়ার মুহূর্তের ছবি নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। শিশুটির নাম লিয়াম কোনেজো রামোস। তার পরিবার ২০২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন।

স্কুলের সুপারিন্টেনডেন্ট জেনা স্টেনভিক জানিয়েছেন, অভিবাসন কর্তারা শিশুটিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে গোটা পরিবারকে আটক করেছেন। স্টেনভিকের প্রশ্ন, কেন পাঁচ বছরের একটি বাচ্চাকে আটক করা হবে? এই বাচ্চাটিকে কি হিংস্র অপরাধীর তালিকায় ফেলা যায়?

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন, 'ও তো একটা নিষ্পাপ শিশু। ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না।' কিন্তু মিনেসোটার স্থানীয় প্রশাসন বলছে, অভিবাসব দপ্তর কখনই কোনও শিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে না। তারা বাচ্চাটির মঙ্গল চায়।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### মৃত জকির বাজিমাত



ঘোড়দৌড়ের ইতিহাসে ফ্রাঙ্ক হেয়েস (Frank Hayes) এক অবিশ্বাস্য নাম। ১৯২৩ সালে নিউ ইয়র্কে তিনি ‘সুইট কিস’ নামের একটি ঘোড়ায় চড়ে রেস শুরু করেন। কিন্তু মাঝপথে হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়নি। ঘোড়াটি ফিনিশিং লাইন পার করে প্রথম হয়! ফ্রাঙ্ক হেয়েস হলেন বিশ্বের একমাত্র জকি যিনি মৃত্যুর পর রেস জিতেছিলেন।



### প্লেনখেকো মানুষ

মানুষ সবকিছুই খায়, তাই বলে আস্ত বিমান? মিশেল লটিটো (Michel Lotito) নামের এক ফরাসি ব্যক্তি ছিলেন, যিনি লোহা, কাচ ও রাবার হজম করতে পারতেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে তিনি একটি আস্ত ‘সেনা ১৫০’ বিমান টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলেছিলেন! তাঁর পাকস্থলীর দেওয়াল ছিল সাধারণ মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ মোটা। তিনি জীবনে ১৮টি সাইকেল, ১৫টি ট্রলি এবং একটি বিমান খেয়ে গিনেস বুকে নাম তুলেছেন।



### আইফোন ও পিরামিডের দূরত্ব

সময়ের অঙ্ক বড় অদ্ভুত। আমরা ভাবি মিশরের পিরামিড আর ক্লিওপেট্রা একই সময়ের। কিন্তু জানলে অবাক হবেন, রানি ক্লিওপেট্রা গিজার পিরামিড তৈরির সময়ের চেয়ে আইফোন আবিষ্কারের সময়ের বেশি কাছাকাছি ছিলেন! পিরামিড তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে, আর ক্লিওপেট্রার জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৬৯ অব্দে। অর্থাৎ পিরামিড তৈরির প্রায় ২৫০০ বছর পর তিনি জন্মেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর মাত্র ২০০০ বছর পর আইফোন এসেছে।

### নাচতে নাচতে মৃত্যু

১৫১৮ সালে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে এক অদ্ভুত মহামারি দেখা দেয়- ‘ডান্সিং প্লেগ’। ফ্রাউ ট্রফিয়া নামের এক নারী রাস্তায় হঠাৎ নাচতে শুরু করেন। তাঁকে দেখে আরও ৪০০ জন মানুষ নাচে যোগ দেয়। আনন্দের নাচ নয়, তারা থামতেই পারছিল না! টানা এক মাস ধরে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে নাচতে নাচতে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হয়ে প্রায় ১০০ জন মারা যান। এর সঠিক কারণ আজও অজানা।



মোটরবাইকে চেয়ারম্যান সুরজিৎ

# অশোক জমানার গাড়ি উধাও

সুবীর মহন্ত

**বালুরঘাট, ২৩ জানুয়ারি :** চেয়ারম্যানের গাড়ি কোথায়, এই প্রশ্নই এখন বালুরঘাট পুরসভায়। অশোক মিত্র ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে চেয়ারম্যানের জন্য বরাদ্দ গাড়ির দেখা না মেলায় রহস্যও দানা বেঁধেছে। শনিবার চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুরজিৎ সাহা। কিন্তু গাড়ি না থাকায় নতুন চেয়ারম্যান সুরজিৎকে চলাচল করতে হচ্ছে নিজের মোটরবাইকে। গাড়ির প্রয়োজন রয়েছে এমন কাজে যেতে হলে পুরসভার কর্মী, আধিকারিকদের জন্য বরাদ্দ গাড়ি চেয়ে নিচ্ছেন তিনি। সুরজিৎ বলছেন, ‘পুরসভার খরচ বাঁচাতে চেয়ারম্যানের জন্য আর কোনও গাড়ি পুরসভাকে বরাদ্দ করতে হবে না। আমি নিজে আর গাড়ি নিতে চাইনি।’ তাঁর এমন বক্তব্যে অনেকেই অভিমান দেখতে পাচ্ছেন। যদিও ভাড়া করা গাড়িটির মালিক শুভেন্দু সমাজদারের দাবি, ‘গাড়িতে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় সার্ভিসিংয়ে দেওয়া হয়েছে। মেরামতে একটু সময় লাগছে। আমি চিঠি দিয়ে বিষয়টি পুরসভাকে জানিয়েছি।’

অশোক মিত্র চেয়ারম্যান থাকাকালীন তাঁর জন্য একটি গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল পুরসভার তরফে। গাড়িটি শুধুমাত্র চেয়ারম্যানই ব্যবহার করতেন। পুরসভার কাজ হোক বা দলের কাজ, সর্বত্র ওই গাড়িতে চেপেই অশোককে ঘুরতে দেখা যেত। কিন্তু কাউন্সিলারদের অনাস্থার জেরে গত ৩১ ডিসেম্বর মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা জানান অশোক। ওইদিনই তিনি সংবাদমাধ্যমকে পুরসভার গাড়ি আর ব্যবহার না করার কথা জানিয়েছিলেন। তারপরেও কয়েকদিন পুরসভার সামনে ওই গাড়িটি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ১০ জানুয়ারি অশোকের অপসারণ ও ইস্তফা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর থেকেই আর গাড়িটি পুরসভায় দেখা যাচ্ছে না। এমনকি নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে সুরজিৎ শপথ নেওয়ার দিন শনিবারও ওই গাড়িটি আর দেখা যায়নি। পূর্বতন চেয়ারম্যান গাড়ি ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার পর পুরসভার কাজেও লাগেনি আর ওই গাড়িটি। তাই নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেবার পর থেকেই গাড়ি ব্যবহারে আগ্রহী নন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন নতুন চেয়ারম্যান সুরজিৎ।

বালুরঘাট পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার অজয়কুমার প্রসাদ বলেন, ‘নতুন চেয়ারম্যান তাঁর জন্য আলাদা গাড়ি নেবেন না বলে জানিয়েছেন। গাড়ির মালিকও আর গাড়ি ভাড়া দেবেন না বলে একটি চিঠি দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।’ কতদিন নতুন চেয়ারম্যান মোটরবাইকে চলাচল করেন, দেখতে চাইছেন শহরবাসীও।



- অশোক মিত্র চেয়ারম্যান থাকাকালীন তাঁর জন্য একটি গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল
- গাড়িটি শুধুমাত্র চেয়ারম্যানই ব্যবহার করতেন
- সর্বত্র ওই গাড়িতে চেপেই অশোককে ঘুরতে দেখা যেত

> পুরসভার খরচ বাঁচাতে চেয়ারম্যানের জন্য আর কোনও গাড়ি পুরসভাকে বরাদ্দ করতে হবে না। আমি নিজে আর গাড়ি নিতে চাইনি।
>
> -সুরজিৎ সাহা

# আপন-পর ভেদ ভুলিয়ে ছারখার

*প্রথম পাতার পর*

বাদ যাচ্ছে না দেশের অন্য প্রান্তও। বুলডোজাররাজের উত্তরপ্রদেশ ব্যতিক্রম নয়। ভালোবেসেছিলেন বলে এক মুসলিম তরুণকে সঙ্গে ঘরের মেয়েকেও খুন করে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে মোরাদাবাদের হিন্দু পরিবার।

‘অনার কিলিং’ বলে এধরনের কীর্তিকে মহান করার চেষ্টা হয়। কিন্তু কার ‘অনার’, কীসের ‘অনার!’ পরিবারের অনার-এর কথা ভাবা হল। প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ যুগল, যাঁদের একমাত্র অপরাধ পরস্পরকে ভালোবাসা, তাঁদের কি সম্মান নেই! তাঁদের সেই সম্মানকেও খুন করা হল। কী দুঃসহ ঘৃণা বলুন তো! এই ঘৃণার চাষে ‘লাভ জেহাদে’র তত্ত্ব হাতিয়ার হবে। কিন্তু প্রকৃত ‘লাভ’-কে মর্যাদা দিতে শেখায় না ঘৃণা।

হরিশ্চন্দ্রপুরে যেমন কোনও ইমাম বা মোয়াজ্জিন দুই মুসলিমের লড়াই বন্ধ করতে পরামর্শ দেন না। ঘৃণার আগুন উসকে দেওয়া যে ক্ষমতার কারবারিদের আরেক কৌশল। যেখানে যেমন ছক কাজে লাগে, তার ব্যবহার করে। কোথাও জাতপাত, কোথাও ধর্ম, কোথাও পারিবারিক সম্মান, কোথাও গোষ্ঠীবাজি। ওড়িশার ঢেঙ্কানলে খ্রিস্টান ধর্মযাজক বলে যাঁকে বেধড়ক মারধর করা হল, তিনি ওড়িয়া। বজরং দলের নাম নিয়ে যাঁরা হামলা করলেন, তাঁরাও ওড়িয়া।

মণিপুরের কুকি তরুণী যেমন নিজের জনগোষ্ঠীর ঘৃণার আগুনে সর্বস্ব খুইয়েছেন, ঢেঙ্কানলের ওড়িয়া ধর্মযাজকও নিজের সম্প্রদায়ের বিদ্বেষে আক্রান্ত হয়েছেন। একইভাবে ঘৃণায় রোজ পুড়ে মরছে বাঙালি। বাংলা ভাষা বলার জন্য ভিনরাজ্যে বাঙালি নিগ্রহ আজকাল জলভাত। অথচ বাংলায় সব রাজনৈতিক দলের অন্যতম অস্ত্র এখন বাঙালি আবেগ উসকে দেওয়া। কিন্তু ভিনরাজ্যে খুন হলে বিজেপি প্রচার করে, বাঙালি বলে নয়, অপরাধ করেছেন বলে খুন হয়েছেন।

বাঙালির পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে যে ঘৃণার আগুন জ্বালানো যায় না! ধর্মীয় বিভেদে ঘৃণার বলি হয়েছে নদিয়ার কালীগঞ্জে ১১ বছরের যে তামান্না খাতুন, সে বাংলাভাষী। তাকে খুনে অভিযুক্তরাও তাই। তাহলে কীসের তথাকথিত বাঙালি অস্মিতা! কী করে আর মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় উচ্চারণ করি, ‘হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।’ ঘৃণার পিছনে আসলে ব্যক্তি, দল, ক্ষমতা, বাণিজ্যিক, ধর্মীয়, জাতপাতের স্বার্থ! যে আগুন নিত্য জ্বালাচ্ছেন নেতারা।

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের দুই নেতা নগেন রায় ও বংশীবদন বর্মনের রাজবংশী স্বার্থ নিয়ে কতই না মাথাব্যথা। প্রথম জন বিজেপির সুবিধাভোগী, দ্বিতীয় জন তৃণমূলের। প্রথম জন আবার দুই নৌকায় ভেসে থাকার কৌশল নিয়ে চলতে সিদ্ধহস্ত। দুজনই আবার যে দলের আশ্রয়ে আছেন, তাদের মাঝে মাঝে হুমকি দেন। প্রশ্ন করা কি অন্যায় যে, দলগুলিকে রাজবংশী স্বার্থবিরোধী মনে হলে তাদের লেজ ধরে আছেন কেন আপনারা?

মাঝখান থেকে এসব মন্তব্যে সমাজে একধরনের বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া চলে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এতে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয় যাতে সামাজিক অস্থিরতা বাসা বাঁধে চারপাশে। ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল এতটাই প্রভাব ফেলে যে, তার সামনে দল, জাত, ধর্ম ইত্যাদির বাঁধন আলগা হয়ে যায়। মতুয়াদের নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে টেনে আনা হয়েছিল। সেই টোপের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় তৈরি হতে মতুয়াদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেল।

মুখে বদলা নয়, বদল চাই স্লোগান দিলেও বিরোধীশূন্য বাংলা গড়ার নামে সার্বিক হিংসা, ঘৃণার পরিবেশ রাজ্যজুড়ে তৈরি করে রেখেছে তৃণমূল। শুধু অন্য দলের ওপর আক্রমণ নয়, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সম্প্রতি কোচবিহার, বালুরঘাট, পুরাতন মালদা, ডালখোলায় পুরপ্রধান অপসারণ নিয়ে বিদ্বেষের ছবি বেআব্রু হল। সুকান্ত মজুমদারের মতো নেতারা আবার বিজেপি জিতলে থানায় থানায় বুলডোজার মোতায়েন থাকবে হুমকি দিয়ে আরেক ত্রাসের ভাষ্য তৈরি করে রাখছেন আগাম।

মগজে ঘৃণা, হিংসা আর ত্রাসের চাষ করার ব্যস্ততা চারদিকে। ক্ষমতার কারবারিদের এই তৎপরতায় ঘৃণার বিষে নীল হয়ে যাচ্ছে সমাজ।

# শুনতে চায় না রবিরা

*প্রথম পাতার পর*

না দিলে সওয়ারিদের পিছন পিছন ছুটে যাচ্ছে কিছুটা। কখনো-কখনো আবার দিদিকে ইশারায় জানিয়ে দিচ্ছে, কার কাছে টাকা চাইতে যেতে হবে। স্কুলের কথা জানতে চাইলে কাল্লু ভাঙা ভাঙা হিন্দি আর বাংলা মিশিয়ে বলতে থাকল, ‘স্কুলে পড়াশোনা করি। দিদির স্কুল দূরে। তাই গাড়িতে যায়। আর আমার স্কুল বাড়ির কাছেই।’ কথাগুলো বলতে গিয়ে বারবার আটকে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ ভাবতে হচ্ছিল। শুনে মনে হল, সঠিক কথা বলছে না। সত্যি হোক বা মিথ্যে, কাল্লুর কথায় কিন্তু স্কুল যাওয়ার বাসনা লুকিয়ে রয়েছে। হয়তো দেখেছে গাড়িতে চেপে তার বয়সি অন্য খুদেদের স্কুলের পথে যাতায়াত করতে। তাই নিজের স্বপ্নকে হয়তো এমন করে বাস্তব করতে চাইছে।

স্টেশনের বাইরে কিছুক্ষণ ছিল। তারপরই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল কাল্লুকে। সেখানে কয়েকজন যাত্রীর মাঝে বসে আপন খেয়ালে মুখে পয়সা চিবানোর ভঙ্গিতে খেলতে ব্যস্ত। খেলার ছলেই পাশের ট্রেনের জন্য অপেক্ষায় থাকা যাত্রীদের কাছে পয়সা চাইছে।

মালদা টাউন স্টেশন চত্বরে এটাই নিত্যদিনের ছবি। সেখানেই এক কিশোরীকে দেখা গেল, কোলে একটি শিশুকে নিয়ে ঘুরছে স্টেশনে। মুখে কোনও কথা নয়, যাত্রীদের সামনে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে পড়ছে। কেউ দিচ্ছেন, আবার কেউ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। শুক্রবার বেলা গড়াতেই মালদার রাস্তায় ঢল নামে হলুদ পোশাক পরা খুদে থেকে শুরু করে কিশোর-কিশোরীদের। সরস্বতীপুজো বলে কথা। তবে স্টেশন চত্বরের খুদেরা সেসব থেকে বহুদূরে, যেন অন্য গ্রহের বাসিন্দা।

# নির্দেশ এড়িয়ে

*প্রথম পাতার পর*

পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি। ওই মামলায় অন্যরা গ্রেপ্তার হলেও পুলিশ ছোঁয়নি প্রশান্তকে।

যদিও বিধাননগর পুলিশ সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে প্রশান্ত ভিনরাজ্যে রয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বিধাননগর পুলিশের একটি দল সেখানে পৌঁছেও গিয়েছে। তাঁর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন দেখে পুলিশ নিশ্চিত যে, কয়েকদিন ধরে তিনি সেখানেই রয়েছেন। যদিও এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশকর্তারা।



সরস্বতী পুজোর বিকেলে পার্কে ভিড়। শুক্রবার বালুরঘাটে। ছবি ঃ মাজিদুর সরদার

# চাঁচলে আক্রান্ত বিএলও

মুরতুজ আলম

**সামসী, ২৩ জানুয়ারি :** এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন আবার আক্রান্ত বিএলও। বাঁচাতে গিয়ে মাথা ফাটল তাঁর ভাগ্নেরও। ঘটনা মালদার চাঁচল-১ খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচলামারি ১৯৩ নম্বর বুথের। অভিযোগের তির কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য এবং তাঁর পরিবারের দিকে। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে দলীয় স্তরে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস। ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

শুক্রবার আক্রমণের শিকার হন ওই বুথের বিএলও আনিসুর রহমান। অভিযোগ, একটি পরিবার এলাকায় না থাকায় শুনানির নোটিশ দিতে পারেননি তিনি। এদিকে, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সাজেদা বেওয়া ও তাঁর পরিবার আনিসুরের কাছে সেই নোটিশ চান। তবে যাঁর নোটিশ, তাঁর হাতেই দেবেন বলে জানিয়ে দেন আনিসুর। এরপর সাজেদা এবং তাঁর আত্মীয় রবিউল ইসলাম, হাসেন আলি ও মেহেদি হোসেন সহ পরিবারের লোকে বিএলও-কে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। বাঁচাতে এলে ইট দিয়ে বিএলও’র ভাগ্নে নুরুল ইসলামের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই মুহূর্তে আহত তরুণ চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ব্লকের কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কাজি আতাউর রহমান দলের নেত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘এই ঘটনার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই। এই ঘটনা পুরোপুরি গ্রাম্য বিবাদের ফল।’

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আফসার আলি ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘বিএলও-কে সকলের সহযোগিতা করা উচিত। কংগ্রেস এটা ঠিক করেনি। আইন মোতাবেক দোষীদের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ করুক।’

> বিএলও-কে সকলের সহযোগিতা করা উচিত। কংগ্রেস এটা ঠিক করেনি। আইন মোতাবেক দোষীদের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ করুক।
>
> -শেখ আফসার আলি

# বেলডাঙ্গা কাণ্ডের পান্ডা শওকত গ্রেপ্তার

পরাগ মজুমদার

**বহরমপুর, ২৩ জানুয়ারি :** বেলডাঙ্গা কাণ্ডে মূল চক্রীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। একটি গোপন ডেরা থেকে পুলিশের বিশেষ দল গ্রেপ্তার করে বেলডাঙ্গার জালালপুরের বাসিন্দা শওকত আলি আলবেনিকে। এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র গত সপ্তাহে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল বেলডাঙ্গা। টানা দু’দিন ধরে শহরের বুকে মৃত্যুর প্রতিবাদের নামে দফায় দফায় চলে ভাঙচুর, জাতীয় সড়ক ও রেললাইন অবরোধ। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়েন। সমালোচনার মুখে পড়তে হয় প্রশাসনকে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বুঝতে পারে, এমন ঘটনার পিছনে রয়েছে সমাজমাধ্যমে করা কিছু উসকানিমূলক পোস্ট। তার সূত্র ধরেই পুলিশ ঘটনার মূল মাথা হিসেবে চিহ্নিত করে শওকতকে। পুলিশ সূত্রে খবর, শওকতের কাছ থেকে ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। যা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার ধৃতকে বহরমপুর আদালতে তুলে আটদিনের জন্য হেপাজতে পেতে আবেদন করে পুলিশ। বিচারক ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, ‘ধৃত তার দোষ স্বীকার করেছে। পুলিশ সবদিক খতিয়ে দেখে পুরো ঘটনার তদন্ত করছে।’

ঝাড়খণ্ড-যোগের গল্প ফেঁদেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না শওকত। বেলডাঙ্গা শহরকে অশান্ত করে তোলার ক্ষেত্রে যে তিনি মূল মাথা, তা নিশ্চিত হয়ে পুলিশের একটি বিশেষ দল শওকতকে গ্রেপ্তার করল তাঁর গোপন ডেরা থেকে। শওকতের গ্রেপ্তারির খবর চাউর হতেই শুক্রবার তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায় মুর্শিদাবাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে। পুলিশ সূত্রে খবর, সাইবার ক্রাইম ছাড়াও, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা তৈরি করা, গুজব ছড়ানো, উসকানি দেওয়া, কোনও ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করার জন্য প্ররোচনা দেওয়া সহ একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অধিকাংশ ধারাই জামিন অযোগ্য। জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরে সাইবার স্পেসে আপত্তিকর বা উসকানিমূলক কার্যকলাপের জন্য পুলিশের নজরদারিতে ছিলেন শওকত।



- গোপন ডেরায় পুলিশের অভিযান, গ্রেপ্তার বেলডাঙ্গা কাণ্ডে মূল চক্রী শওকত আলি আলবেনি
- সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় ও উসকানিমূলক পোস্ট করে বেলডাঙ্গাকে অশান্ত করেছিলেন শওকত
- ধৃতের কাছ থেকে ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন উদ্ধার, পরীক্ষা করছে পুলিশ

একটি সূত্রে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, শওকত একটি গোপন জায়গায় আত্মগোপন করে আছেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে অতর্কিতে হানা দিয়ে পুলিশ শওকতকে ধরে। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ তাঁর অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে। নিজে না থেকে বেলডাঙ্গাকে কীভাবে তিনি অশান্ত করে তুলেছিলেন, সেই সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণও পেয়েছে পুলিশ।

# সেলিমের ডাক

**বহরমপুর, ২৩ জানুয়ারি :** আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কি ফের একবার হাতে হাত ধরে লড়াইয়ের ময়দানে নামবে সিপিএম-কংগ্রেস? শুক্রবার বহরমপুরের সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যে দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরোধিতা করবে, সেই দলের পাশে থাকতে তাঁদের অসুবিধা নেই। এমনকি মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকেও পাশে পাওয়ায় ইচ্ছেপ্রকাশ করলেন তিনি।

সেলিম বলেন, ‘বিজেপি আর তৃণমূলকে শুধু হারানো নয়, উৎখাত করতে হলে বিরোধী সমস্ত শক্তিকে এককাট্টা হতে হবে। আমরা বামফ্রন্টের দলগুলো আলোচনা করেছি আমরা একসঙ্গে লড়ব। কিন্তু আমরা একা না, আমরা অধীরবাবুকেও পাশে পাব বলে আশা করছি। তাই কংগ্রেসকেও বলেছি আপনারা আসুন আমাদের সঙ্গে। আবার আইএসএফ-কে বলেছি। যারা বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি আছে তাদের সবাইকে এককাট্টা হতে বলেছি।’ এখানেই থেমে না থেকে সেলিম আরও বলেন, ‘বাংলার ভবিষ্যৎ দিল্লি ঠিক করবে না। বাংলার মানুষকেই ঠিক করতে হবে।’

# কালজানির দুই পারে নিভৃতে পদ্ম চাষ সংঘের

*প্রথম পাতার পর*

কালজানির শীতল হাওয়াতেও চড়তে থাকে রাজনীতির পারদ।

২০২৬-এর নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্র এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র তপ্ত রাজনৈতিক ফল্গুধারা বইছে। সাধারণ মানুষ এখন শুধুই হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারের ভোটাররা বেছে নিয়েছিলেন পদ্মফুলকে। কিন্তু রাজনীতির অদ্ভুত খেলায় জনতার রায়কে অপবিত্র করেছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর দলবদল কেবল একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে হয়ে থাকেনি, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কেন্দ্রের প্রতিটি ভোটারের কাছে এক নৈতিক প্রশ্নের খতিয়ান। বিশ্বাসঘাতকতার যে কাঁটা সাধারণ মানুষের মনে বিঁধে আছে, তা ঘাসফুল শিবিরের জন্য সুখকর হবে, নাকি পদ্ম শিবিরের সহমর্মিতার পালে হাওয়া দেবে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই কেন্দ্রে গেরুয়া শিবিরের রণকৌশল অনেকটা নিভৃতচারিণীর মতো। গোটা বিধানসভা এলাকায় সংঘের কর্মীরা গেরুয়া শিকড় ছড়িয়েছেন। লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে আরএসএস নেতৃত্ব যেভাবে মাটির তলায় পদ্ম চাষের জমি প্রস্তুত করেছে, তা তৃণমূলের চিন্তা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং বিশেষ কিছু এনজিও’র মাধ্যমে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর যে নিরন্তর প্রয়াস বিজেপি চালাচ্ছে, তা ভোটের ময়দানে নিশ্চিতভাবেই অদৃশ্য শক্তি হিসেবে গেরুয়া রং ছড়াবে। প্রকাশ্যে না এলেও বিজেপির শক্তিশালী যুব সংগঠন এই মুহূর্তে তাদের অন্যতম তুরুপের তাস। শাসকদলের হুমকি উপেক্ষা করে গত এক বছরে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে যেভাবে যুব মোর্চা সংগঠিত হয়েছে তা এই কেন্দ্রে পদ্ম শিবিরের বাড়তি পাওনা।

অত্যাধুনিক হাসপাতাল সহ নানা কারণে রেলশহর আলিপুরদুয়ারের মানুষের মনে দীর্ঘদিনের যে বঞ্চনার ক্ষোভ ছিল, বন্দে ভারতের স্টপ বা অমৃত ভারত প্রকল্পের ছোঁয়ায় তা অনেকটাই প্রশমিত। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের আধুনিকীকরণ সাধারণ মানুষের মনে এক নতুন স্বপ্ন তৈরি করেছে, যা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যের খাতায় জমা হচ্ছে। তবে জয়ী প্রার্থীকে ধরে রাখতে না পারার গ্লানি বিজেপিকে এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে, শাসক শিবিরের অন্দরমহল এখন এক ভাঙা আয়নার মতো, সেখানে প্রতিবিম্বও বারবার খণ্ডিত হচ্ছে। গোষ্ঠীকোন্দলের যে বিষবৃক্ষ এখানে ডালপালা মেলেছে, তা তৃণমূলের জয়ের পথে সবথেকে বড় অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক এবং চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার এক মেরু, আর প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর অন্য মেরু- এই দুই মেরুর ঠান্ডা যুদ্ধ এখন প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। জেলা পার্টি অফিসের দখল নিয়ে যে অলিখিত লড়াই চলছে, তা নীচুতলার কর্মীদের বিভ্রান্ত করছে। আপাতত সৌরভের ঘনিষ্ঠ বৃত্তেই রয়েছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের নেতা মনোরঞ্জন দে, শহরের নেতা দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতন অনেকেই। মৃদুল গোস্বামীদের মতো অভিজ্ঞ মুখেরা এখন দলের মূল স্রোত থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন। তিনি সেই অর্থে কোনও শিবিরে নাম না লেখালেও জেলার অফিশিয়াল লবির পছন্দের তালিকাতেও নেই।

এর মাঝে সুমন কাঞ্জিলাল এক নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো নিজের আলাদা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে তিনি আজও একজন ‘দলবদলু’। মানুষের এই ক্ষোভকে প্রশমিত করার মতো রসদ বর্তমানে তাঁর ভাঁড়ারে নেই বললেই চলে। ব্যবহার ভালো, মিশুকে, দম্ভ নেই- মানুষজন সুমনের এইসব গুণের কদর করলেও তাঁকে চটজলদি বিশ্বাস করতে চাইছেন না। সুমনের সঙ্গে গঙ্গার খানিকটা বোঝাপড়া থাকলেও প্রকাশের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব আছে। এই ত্রিমুখী বা চতুর্মুখী লড়াইয়ের আবহে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের অবস্থান বেশ কৌতূহলী। তিনি প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতো নিজেকে সব গোষ্ঠী থেকে সরিয়ে রেখে এক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছেন। এই গোষ্ঠীকোন্দলের টানাটানিতে, তৃণমূল ভবন থেকে বন্ধ খামে প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম চলে আসাটাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু সমস্যাটা হল আবেগ আর অঙ্কের। আলিপুরদুয়ারের রাজনীতি সবসময়ই একটু বেশি সংবেদনশীল। চটজলদি উন্নয়নের চেয়েও এখানকার মানুষ রাজনৈতিক আনুগত্যকে বেশি গুরুত্ব দেন। সেখানে দাঁড়িয়ে সুমনের দলবদল তৃণমূলের জন্য ‘প্রাপ্তি’ নাকি ‘বোঝা’, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়।

এই কেন্দ্রে সাধারণ তৃণমূল সমর্থকদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন সুবিধাভোগী কয়েকজন শিক্ষক ও ঠিকাদার নেতা। ওই নেতারা যখন যে গোষ্ঠী বা ব্যক্তি পদে থাকেন তাঁর অনুগামী হয়ে ছড়ি ঘোরান এবং নিজেদের স্বার্থ বুঝে নেন। জনসমর্থন বলতে তাঁদের কিছুই নেই। ওই সুবিধাভোগীরাই নানাভাবে গোষ্ঠীকোন্দল জিইয়ে রেখে দলের সর্বনাশ করছেন বলেই মত গ্রাম, শহরের বহু সাধারণ তৃণমূল সমর্থকের। এই ক্ষোভ ভোটবাক্সে কমবেশি প্রভাব ফেলবে।

একদিকে সংঘের নিভৃত কর্মযজ্ঞ আর রেলের প্রাপ্তি-যোগ, অন্যদিকে তৃণমূলের অন্দরের লড়াই আর দলবদলের তিক্ততা- এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আলিপুরদুয়ার বিধানসভায় সুবিধাজনক জায়গায় নেই শাসকদল। অন্য কেন্দ্রের তুলনায় এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোট অনেকটা কম হওয়ায় ভোট অঙ্কের জটিলতাও কম। বাম, কংগ্রেস অস্তিত্বহীন না হলেও হিসেব ওলটপালট করে দেবার মতো ভোট আপাতত তাদের কাছে নেই। তবে এটুকুই বলা যায়, আসন্ন নির্বাচনে লড়াইটা কেবল প্রতীকের হবে না।

ভোটারদের নীরবতা অনেক সময় বড় ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়, আলিপুরদুয়ারে ভোটের বাতাস কিন্তু তেমন থমথমে নয়। অন্য কেন্দ্রের তুলনায় এই কেন্দ্রে রাজনীতি নিয়ে সাধারণ মানুষজন অনেক বেশি খোলামেলা আলোচনা করেন। দুপুরে কলেজপাড়ার ক্যারমের আড্ডা সেকথাই জানান দিল। ভোটের আলোচনার মাঝেই প্রতিপক্ষের দিকে স্ট্রাইক ঠেলে দিয়ে বছর পঁচিশের তরুণ বলে উঠলেন, ‘নেতার খাই না পরি? যা ঠিক তাই বলব। যে ঠিক বলবে তাকেই ভোট দেব।’ ইদানীং সময়ে এই ছবি অন্য জেলায় দেখা মুশকিল।

# জঞ্জালের গাড়ি

*প্রথম পাতার পর*

কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেখা বর্মনের দাবি, ‘আমরা জায়গা নির্দিষ্ট করেছি এই প্রকল্পের জন্য। একটি বিশেষ সমস্যা থাকায় চালু করা যায়নি।’ কিন্তু কেবল একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই অতগুলি গাড়ি বরাদ্দ হয়েছিল কি না, এই ধন্দ কিন্তু রয়েই গিয়েছে।

এবার প্রশ্ন হল, এতগুলি গাড়ি যদি বিডিও অফিস চত্বরেই পড়ে থাকে, তাহলে এই ব্লকে এসডব্লিউএম প্রকল্প ঠিকঠাক কাজ করছে কি না। রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয় সরকারের কথায়, ‘এটি তো অব্যবস্থাপনার একটি সাধারণ চিত্র। এই গাড়িগুলো বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রকল্পের ধীরগতি, নজরদারির অভাব এবং দুর্নীতির অভিযোগ বারবার ওঠে। তাই এগুলি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে অনেক জায়গায় প্রকল্প অধরা রয়ে যাচ্ছে।’

এদিকে প্রশাসনিক স্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রায়গঞ্জ ব্লকের মধ্যে কেবল ১৩ নম্বর কমলাবাড়ি অঞ্চলেই সুষ্ঠুভাবে এসডব্লিউএম চালু আছে। বাকি ১২টি অঞ্চলে নামমাত্র কাজ চলছে। মাড়াইকুড়া, বিরঘই, গৌরী, বাহিন সহ একাধিক অঞ্চলে এই প্রকল্প ধুঁকে ধুঁকে চলছে। মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃষা প্রামাণিকের আশ্বাস, ‘আমরা শীঘ্রই চালু করব।’ বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা কাজ শুরু করেছি।’ আর বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনামণি রায় বর্মন জানান, তাঁদের এলাকায় প্রকল্প চালু রয়েছে।

এব্যাপারে রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী ব্যাপারী বর্মন বলেন, ‘ইতিমধ্যে বেশ কিছু অঞ্চলে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে গ্রামাঞ্চলে সেভাবে পচনশীল বর্জ্য মিলছে না। এতেই সমস্যায় পড়েছেন গোষ্ঠীর মহিলারা।’

## ছোট্ট তারা

বালুরঘাট শহরের ব্রিজকালী এলাকার নীলশংকর মজুমদার তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। নাচের প্রতি আগ্রহ তাকে জেলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের মুখ দেখিয়েছে।

# একসঙ্গে অঞ্জলি অনীক-শাহিদের

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ২৩ জানুয়ারি :** ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। এমনই বার্তা ছড়িয়ে দিতে কাঁধে কাঁধে রেখে সরস্বতীপুজোয় মাতলেন নবকুমার দাস, জার্মান শেখরা। আর সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি দিল এলাকার খুদে পড়ুয়া দীপ রায়, অনীক দাস, রোহন শেখ, শাহিদ শেখরা। ফুল হাতে মন্ত্রোচ্চারণ করল ওরা, 'জয় জয় দেবী চরাচর সারে ...।' ওরা সবাই পড়ুয়া। তাই দেবীর কাছে প্রার্থনা করল, 'মা বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও ...।' সরস্বতীপুজো ঘিরে এমনই সম্প্রীতির ছবি উঠে এল মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লি এলাকার সুভাষ সংঘে। শুধু ছোটরাই নয় বড়রাও ধর্মে ধর্মে এই হানাহানি বন্ধ করতে শান্তির প্রতীক হিসেবে ওড়ালেন শ্বেতশুভ্র পায়রা।

মালদা শহরের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের এক প্রান্তে রয়েছে কৃষ্ণপল্লি। সেখানে আড়াইশোর বেশি মুসলিম পরিবার রয়েছে। রয়েছে বহু হিন্দু পরিবারও। কিন্তু ওদের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন প্রতিদিন সকালে হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে স্কুলে যায়, তেমনই বড়রাও চায়ের দোকানে বসে একসঙ্গে আড্ডা দেন। ২০০১ সালে এমনই এক ঠেকে আলোচনায় আলোচনায় গড়ে ওঠে সুভাষ সংঘ। শুরু হয় সরস্বতীপুজো। দেখতে দেখতে সেই পুজো এবার ২৫ বছরে পা দিয়েছে।

এবারে ক্লাব সম্পাদক নবকুমার দাস বললেন, 'এখানে কোনও ধর্মের ভেদাভেদ নেই। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চাঁদা তুলে পুজো করি। সরস্বতীপুজোর ক'দিন সবাই মিলে আনন্দ করি, এটাই আমাদের বড় প্রাপ্তি।' আর কোষাধ্যক্ষ জার্মান শেখের মন্তব্য, 'বসন্তপঞ্চমী একটা উৎসব। তাই আমরা সব ভুলে এই ক'দিন একসঙ্গে আনন্দ করি। সরস্বতী তো বিদ্যার দেবী, তাঁর কাছে সবাই সমান।'

একসঙ্গে অঞ্জলি দিয়েছে দীপ ও শাহিদ। শহিদের কথায়, 'এদিন আমরা খুব আনন্দ করলাম। পাড়ার পুজোয় একসঙ্গে বসে খিচুড়ি খেলাম।'

এবার আবার নেতাজির জন্মদিনেই সরস্বতীপুজো। তাই পুজোর আয়োজন করার পাশাপাশি নেতাজিকেও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সকলে মিলে।

*পুজোর মধ্যে হুল্লোড়। বালুরঘাট হাইস্কুলে। ছবি : মাজিদুর সরদার*

# পুজোয় খুঁজে পাওয়া স্কুলবেলা

**হরষিত সিংহ**

**মালদা, ২৩ জানুয়ারি :** একদিন যেখানে নিত্য যাতায়াত ছিল, সেখানে এখন আর সময় করে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। কলেজ বা স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এক ঝলক দেখেই স্বস্তি। তবে ব্যতিক্রম সরস্বতীপুজো। বছরের এই একটা দিন ঘটা করে প্রিয় স্কুলটার চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে ঘুরে দেখার সুযোগ মেলে। পুজোর দিন আচমকা পুরোনো বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে দেখাও হয়ে যায়।

'এইটা একটা সত্যি অন্যরকম অনুভূতি। সারাবছর অপেক্ষা করি এই দিনটার জন্য।' বার্লো গালস স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন তোর্ষা সাহা। তাঁর পড়াশোনা এই স্কুল থেকেই। এখন প্রতিবছর সরস্বতীপুজোতেই খালি আসেন স্কুলে। শুধু স্কুল নয়, সরস্বতীপুজোয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একবারের জন্য হলেও ঘুরে আসেন। সেইসঙ্গে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আড্ডা আর দিনভর ঘোরাঘুরি। এই করেই সরস্বতীপুজোর দিনটা কখন যেন কেটে যায়। তোর্ষার কথায়, 'দুপুর থেকে বেরিয়ে পড়ি। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে সন্ধ্যায় কোনও একটা রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি ফিরি। দিনটা বেশ ভালোই কাটে।'

এদিন দুপুরবেলা মালদা শহরের জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে দেখা গেল দেবস্মিতা সিংহ ও তার ছোট ভাই শিবম সিংহকে। পঞ্চম শ্রেণির দেবস্মিতা হলুদ রঙের শাড়ি পরে ঘুরতে বেরিয়েছে, সঙ্গে ভাই। হাতে অ্যানড্রয়েড মোবাইল। পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সেলফি তুলছে ছোট্ট দেবস্মিতা। সারাদিন ঘুরে বিকেলে বাড়ি ফিরবে, জানাল সে। একদিনের জন্য বড় হওয়ার 'পাস' মিলেছে। বাবা মাকে বলে এসেছে, ফিরতে বিকেল হবে।

সরস্বতীপুজোর দিন সকাল থেকে মালদা শহর ছিল প্রায় শুনসান। মণ্ডপে মণ্ডপে পুজোর ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে। তবে রাস্তাঘাটে তেমন জনসাধারণের দেখা মেলেনি। তবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই ধীরে ধীরে জমতে থাকে ভিড়। মালদা শহরের বাঁধ রোড বিকেল থেকে যেন হলুদ শাড়ি আর হলুদ পাঞ্জাবিতে ভরে যায়। দলবেঁধে তরুণ-তরুণীরা ভিড় করতে থাকে মহানন্দা নদীর তীরে বাঁধে। আড্ডা, গল্প চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আবার বিভিন্ন স্কুলের সামনেও দেখা যায় ভিড়। মালদা উইমেন্স কলেজের গেটেও ভিড় ছিল লক্ষ করার মতো।

- বছরের অন্যান্য দিন না হলেও এই একটা দিন ছেড়ে আসা স্কুল-কলেজে ঢোকার সময় ও সুযোগ মেলে
- পুরোনো বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গেও আচমকা দেখা হয়ে যায়
- এছাড়া দিনভর আড্ডা, ঘোরাঘুরি, বাইরে খাওয়াদাওয়া তো রয়েছেই

বিকেল থেকেই শুভঙ্কর শিশু উদ্যানে কিশোর-কিশোরী থেকে তরুণ-তরুণীদের ভিড় লক্ষ করা যায়। কেউ দলবেঁধে আবার কেউ একাকী সময় কাটাতে পার্কে ভিড় করে। সকলে নিজের মতো আনন্দে মেতে উঠেছিল সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে। এবছর ঠান্ডা অনেকটাই কম, তাই মানুষের ভিড় অনেকটা রাত পর্যন্তই লক্ষ করা গিয়েছে রাস্তায়। সন্ধ্যা নামতে রেস্টুরেন্টে ভিড় ছিল নজরে পড়ার মতো। কলেজ পড়ুয়া রুদ্রনারায়ণ কর্মকার বলেন, 'বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছি। কলেজে গিয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছি। তারপর এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে রাতে বাইরে খাওয়াদাওয়া সেরেই বাড়ি ফিরব।'

*কোথাও বন্ধুদের সঙ্গে সেলফি, কোথাও আবার একক ছবি। কোথাও স্কুলে পাত পেড়ে খাওয়া, আবার কোথাও হাতেখড়ি। সরস্বতীপুজোর বিভিন্ন মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছেন অরিন্দম বাগ, মাজিদুর সরদার, দিবাকর সাহা ও চয়ন হোড়।*

# ছাড় পেল না বাইক রোমিওরা

**পঙ্কজ মহন্ত**

**বালুরঘাট, ২৩ জানুয়ারি :** সকাল সকাল ফুরফুরে চুল উড়িয়ে, মনে পুজোর আনন্দ আর চোখে প্রেমের রোদ্দুর মেখে বাইক নিয়ে বেরোতেই পুলিশের খপ্পরে পড়তে হল অনেককেই। শুক্রবার বালুরঘাটে সরস্বতীপুজোর সকাল থেকে দুপুর এমনই ছবি চোখে পড়ল বারবার।

ব্যাপারটা কী? বালুরঘাটের থানা মোড় এলাকায় এদিন সকাল থেকেই তৎপর ছিল ট্রাফিক পুলিশ। হেলমেট ছাড়া বাইক চালালেই পাকড়াও। এক বাইকে তিনজন বন্ধু, কোথাও আবার প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পুজো দেখার তাড়া, সবই থামল পুলিশের হাতে। মাথায় হেলমেট নেই, এই এক 'অপরাধে' জরিমানার মেসেজে মন ভার হল বহু তরুণের। আগে দুর্গাপুজোর অষ্টমী বা সরস্বতীপুজোর দিনে বাইক রোমিওদের খানিকটা ছাড় দেওয়া হত। তাই নিয়মভাঙার অভ্যাসেই অভ্যস্ত ছিল শহর। কিন্তু এবার আর রেয়াত নেই। 'কেস দেবেন না স্যর' আবেদনেও কান দিল না পুলিশ। পুজোর দিনে বাইক নিয়ে ভালো মেজাজে বেরিয়েও বাড়ি ফিরতে হল মন খারাপ করে।

নিয়ম ভেঙে বাইক চালিয়ে জরিমানা হয়েছে সুনীল বাস্কের। কথায় কথায় বলেই ফেললেন, 'ভেবেছিলাম পুজোর দিন বলে হয়তো পুলিশ ছাড় দেবে। হেলমেটটা তাড়াহুড়োয় নেওয়া হয়নি। এখন কেস খেতে হল। পুজো দেখতে বেরিয়ে এমন অভিজ্ঞতা হবে ভাবিনি। মেজাজটাই পুরো খারাপ হয়ে গেল।'

তবে পুলিশের কড়াকড়ির মাঝেও প্রেমের রং ম্লান হয়নি শহরে। বালুরঘাট হাইস্কুল, বালুরঘাট কলেজ, মহিলা মহাবিদ্যালয়, ল' কলেজ সবখানেই সরস্বতীপুজো যেন বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে। কপোতকপোতীর ভিড়ে মশগুল স্কুল-কলেজ চত্বর। অঞ্জলির ফাঁকে আড়চোখে প্রিয় মানুষের দিকে তাকানো, হলুদ-বাসন্তী রঙের শাড়ি আর পাঞ্জাবিতে সেজে ওঠা তরুণ-তরুণীরা শহরজুড়ে তৈরি করল অন্য আবহ। দুপুর গড়াতেই সুরেশরঞ্জন পার্ক, ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে শিশু উদ্যান ও বনলতা পার্কে জমল জোড়ায় জোড়ায় ভিড়। বিশেষ করে শিশু উদ্যানে বড় জায়গাজুড়ে প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এক সময় জাতীয় সড়কে ভিড় উপচে পড়ে। সুরেশরঞ্জন পার্কে তিলধারণের জায়গা ছিল না।

> **ভেবেছিলাম পুজোর দিন বলে হয়তো পুলিশ ছাড় দেবে। হেলমেটটা তাড়াহুড়োয় নেওয়া হয়নি। এখন কেস খেতে হল। পুজো দেখতে বেরিয়ে এমন অভিজ্ঞতা হবে ভাবিনি।**
>
> সুনীল বাস্কে

বালুরঘাট কলেজের ছাত্র সঞ্জয় মালাকারের কথায়, 'সরস্বতীপুজোর দিনটা আমাদের কাছে একটু আলাদা। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে, আড্ডা দিয়ে দিনটা উপভোগ করতেই এসেছি। পার্কে এত মানুষ, এত রং ভালোই লাগছে। একটু ভিড় অবশ্য আছে, তবু পুজোর আনন্দটা আজ অন্যরকম।' সরস্বতীপুজোর দিনে বালুরঘাট দেখল দুটি ছবি। একদিকে পুলিশের কড়া নজরদারি, অন্যদিকে প্রেমে রঙিন এক শহর।

## রায়গঞ্জে সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে মেলা

**রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদ, ২৩ জানুয়ারি :** সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের মিলনপাড়ায় পড়ুয়াদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি হস্তশিল্পমেলার আয়োজন করা হয়েছে। তিনদিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী ও হস্তশিল্পমেলায় প্রায় দেড় হাজার পড়ুয়া অংশ নিয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও রয়েছে। আয়োজকদের পক্ষে উৎপল কর্মকার বলেন, 'এ ধরনের হস্তশিল্পমেলা ও চিত্র প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া।' প্লাস্টিকের চামচ, প্লাস্টিকের বোতল, ব্রাশ সহ বিভিন্ন অব্যবহৃত সামগ্রীর পাশাফাশি আরশোলার পাখনা দিয়েও ঘর সাজানোর জিনিস তৈরি করেছে দীপান্বিতা রায় চৌধুরী, স্নিগ্ধা স্বর্ণকার, দুর্জয় দাসদের মতো পড়ুয়ারা। পাশাপাশি, সায়ন্তন কর্মকার, সঞ্চিতা রায়, বৈশালী পোদ্দার ও আরাত্রিকা সাহার আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। অন্যদিকে, সুভাষগঞ্জে শিল্পমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শিবশংকর উপাধ্যায়, বরুণ চক্রবর্তীদের মতো বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি এখানে স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে, শুক্রবার হেমতাবাদের সারদা বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসে। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিমল দাস সহ অন্যরা।

## আদালতে প্রদর্শনী

**রায়গঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** বাগদেবীর আরাধনায় মাতলেন রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিচারক থেকে আইনজীবীরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিচারক আতাউর রহমান সহ অন্য আইনজীবীরা। এদিন আদালতে জেলার অতীত-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, মন্দির, মসজিদ, নদনদী, তুলাইপাঞ্জি চাল চাষ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। হিস্টরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুরের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সম্পাদক সোমনাথ সিং।

জেলা বিচারক আতাউর রহমান বলেন, 'সরস্বতীপুজোর পাশাপাশি এখানে জেলা ইতিহাসের ওপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা এবং বর্তমান উত্তর দিনাজপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিকে তুলে ধরা হয়েছে।'

## নতুন প্রেক্ষাগৃহ

**মালদা, ২৩ জানুয়ারি :** নতুন প্রেক্ষাগৃহ পেলেন মালদাবাসী। প্রেক্ষাগৃহটি শহরের বৃন্দাবন ময়দানের মুক্তমঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে। নাম দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতি সদন। শুক্রবার সরস্বতীপুজোর মাধ্যমে এই প্রেক্ষাগৃহটির উদ্বোধন করা হয়। এই মঞ্চে দেড়শোটি দর্শক আসন রয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির উদ্যোগে প্রেক্ষাগৃহটি গড়ে উঠেছে।

জেলার শিল্পীদের মতে, মালদা শহরে দুটি মঞ্চ রয়েছে। একটি মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম অন্যটি টাউন হল। কিন্তু খরচ অত্যন্ত বেশি। ছোট ছোট সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির পক্ষে এই খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস জানান, বহুদিন থেকে একটি প্রেক্ষাগৃহের দাবি জানিয়েছিলেন অনেকে। প্রেক্ষাগৃহ তৈরির জন্য ইংরেজবাজার পুরসভার কাছে আবেদন করার পর তাঁরা এই জায়গাটি পেয়েছেন। এরপর তাঁরা নিজেরা অর্থসংগ্রহ করে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই নতুন প্রেক্ষাগৃহটি গড়ে তুলেছেন।

## গ্রেপ্তার ২

**মালদা, ২৩ জানুয়ারি :** প্রায় তিনশো গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে মালদা শহরের রথবাড়ি চাটাইপট্টি থেকে ওই দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম গোপালকুমার শা ও কানাইয়া শা। বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভবানীপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, ধৃতরা কালিয়াচক থেকে বিহারে ব্রাউন সুগার নিয়ে যাচ্ছিলেন।

# ছোটদের হাতে প্রযুক্তি

**বালুরঘাট, ২৩ জানুয়ারি :** বালুরঘাটের গ্রিনভিউ ইংলিশ অ্যাকাডেমিতে পা রাখলেই বোঝা যায়, তাদের পঠনপাঠনের ধারা অনেকটাই আলাদা। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠক্রমে রোবোটিক্স, নবম শ্রেণির পর নির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে রোবোটিক্সে পড়াশোনার সুযোগ। এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগে এআই ও রোবোটিক্স শিক্ষায় দিশা দেখাচ্ছে এই স্কুল। আইসিএসই বোর্ডের অধীনে পড়াশোনা করে এখানকার পড়ুয়ারা। প্রযুক্তি শিক্ষায় তাদের ভাবনা একেবারেই আলাদা।

সরস্বতীপুজোর দিন স্কুল প্রাঙ্গণে বসেছিল রোবোটিক্স ও এআই এগজিবিশন। মাঠের বামদিক ঘেঁষা প্রদর্শনী ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ে পড়ুয়াদের হাতে তৈরি একের পর এক অভিনব প্রোটোটাইপ। স্মার্ট ইরিগেশন সিস্টেম থেকে শুরু করে অটোমেটিক গ্যারাজ গেট, স্মার্ট পথবাতি, ট্রাফিক লাইট, বৈদ্যুতিক লিফট সবই বানিয়েছে খুদে গবেষকরা। স্বয়ংক্রিয় জল দেওয়ার ব্যবস্থায় গাছের পরিচর্যার সমাধান যেমন মিলেছে, তেমনই ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর দিয়ে জল অপচয় রোধের ভাবনাও নজর কেড়েছে। বিশেষভাবে প্রশংসা কুড়িয়েছে বিশেষভাবে সক্ষমদের কথা মাথায় রেখে তৈরি প্রোটোটাইপগুলি। স্মার্ট ব্লাইন্ডার গ্লাস, রাডার সিস্টেম, রোবোটিক হাত ও চোখ সবই পড়ুয়াদের উদ্ভাবনী ভাবনার ফল। বর্জ্য নিষ্কাশনের সমস্যায় স্মার্ট ডাস্টবিন ও ভ্যাকিউম ক্লিনারের ধারণা যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনই স্মার্ট ফ্ল্যাগ হোস্টার ও ব্লুটুথ কন্ট্রোলড ওয়াকিং রোবট সকলের কৌতূহল বাড়িয়েছে। প্রায় ২০০ পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল সেই প্রদর্শনীতে। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (জেলা সদর) বিক্রম প্রসাদ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

স্কুলের রোবোটিক্স ও এআই শিক্ষক রাজন দেব জানান, 'অত্যাধুনিক ল্যাব ও কোডিং শিক্ষার মাধ্যমে পড়ুয়াদের হাতে-কলমে এআই ও রোবোটিক্স শেখানো হচ্ছে।' প্রিন্সিপাল কাকলি চক্রবর্তী বলেন, '২০২৩ সাল থেকে এআই-রোবোটিক্স পড়ানো হচ্ছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ।'

# পলাশ যেন 'ডুমুরের ফুল'

**হরষিত সিংহ ও পঙ্কজ মহন্ত**

**মালদা ও বালুরঘাট, ২৩ জানুয়ারি :** সরস্বতীপুজোর সকালে পলাশ ফুল যেন 'ডুমুরের ফুল'! ফলে সবান্ধব মহাবিপদে পড়তে হল সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া অনুপ্রভ দাসকে। পুজোর বাকি জোগাড়যন্ত্র ততক্ষণে সারা হয়েছে। তবু শেষরক্ষা হল না। তীরে এসে তরী ডোবাল পলাশ ফুল। ভিড় ঠেলে রথবাড়ি বাজারের যে দোকানে ঢুঁ মারে, সব জায়গাতেই শুধু পলাশের কুঁড়ি।

জনৈক ফুল বিক্রেতাকে ছেলের দলের প্রশ্ন, ফোটা ফুল নেই? পাশে দাঁড়িয়ে ফুল কিনছিলেন জনৈক ক্রেতা। উত্তরে তিনিই বললেন, এবছর সরস্বতীপুজো অনেক এগিয়ে এসেছে। তাই পলাশ এখনও ফোটেনি। কুঁড়ি পাওয়া যাচ্ছে, এটাই অনেক। কিন্তু দামও তো আগুন। একশো গ্রাম পলাশ বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়। তার মধ্যে গাছের ডালের অংশ বেশি। কারণ কুঁড়ি অনেক ছোট ছোট।

পলাশ ফুল ছাড়া সরস্বতীপুজো হয় না। আর পাঁচটা ফুলের কোনওটা বাদ পড়লে চলবে। কিন্তু পলাশ ফুল, যব গাছ, তিসি গাছ, আমের মুকুল প্রধান অর্ঘ্য। তাই সরস্বতীপুজোয় কদর বাড়ে এইসবের। ফুল বিক্রেতা কমলা মণ্ডল বলেন, 'পলাশ ফুলের কুঁড়ি পাওয়া যাচ্ছে। সেটাই ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে কিনতে হয়েছে। আমরা বেশি দরে কিনেছি। তাই বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।'

মালদার বিভিন্ন প্রান্তে পলাশ গাছ রয়েছে। কিন্তু এবছর অসময়ে বাণীবন্দনা। তাই অধিকাংশ গাছে ফুল ফোটেনি। বিক্রেতাদের একাংশ জানাচ্ছেন, সরস্বতীপুজোর দিনকয়েক আগে থেকে ঝাড়খণ্ড ও সংলগ্ন এলাকা থেকে ফুল নিয়ে আসেন তাঁরা। সেই ফুল পুজোর আগে রথবাড়ি বাজারে বিক্রি হয়। ফুলের কারবারি উত্তম দাস বলেন, 'ঝাড়খণ্ডের পলাশ আমরাই ৪০০ টাকা কিলোগ্রাম দরে কিনেছি। তাই ১০০ গ্রামের দাম ৫০ টাকা করে নিচ্ছি।'

শুধু পলাশ নয়। পুজোর দু'দিন আগে থেকে বাজারে গাঁদা, পদ্ম সহ অন্য ফুলের দাম বেড়েছে। গাঁদা ফুল ১০০ থেকে ১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হল মালদার বিভিন্ন বাজারে। একটি আমের মুকুলের দাম ২০ টাকা। সবমিলিয়ে পুজোর বাজারে দাম কিছুটা হলেও ঊর্ধ্বমুখী ফল-ফুল প্রভৃতির।

শুধু মালদা নয়। একই ছবি বালুরঘাটে। পলাশের কুঁড়ি ফুটে এখনও কমলা-লাল আগুনরাঙা ফুল বেরোয়নি। তাই এবছর কালো কুঁড়িতেই পূজিতা হলেন বাগদেবী। আগুন দামে বিক্রি হল পলাশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত কুঁড়ি পিছু বিক্রি হয়েছে ২০ থেকে ২৫ টাকা দরে। যদিও শুক্রবার দুপুরের পর সেই দাম নেমে আসে ১০ টাকায়।

বালুরঘাটের ফুল বাজারে শুধু পলাশ নয়। এদিন গাঁদার চাহিদাও ছিল তুঙ্গে। গাঁদার মালা বিক্রি হয়েছে ৩০ থেকে ৪০ টাকা পিস দরে। বিক্রেতাদের মতে, বছরে একবারই পলাশ ফুলের চাহিদা তৈরি হয়। আর এই ফুল সংগ্রহ করতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয় না। জঙ্গল থেকে কুঁড়ি সংগ্রহ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। তাই দাম তুলনামূলক বেড়েছে। তাতে বিক্রেতারাও ভালো লাভের মুখ দেখেছেন।

দাম বেশি হলেও, বছরকার পুজো বলে দরাদরি করতে চাননি ক্রেতাদের অনেকেই।

## রংদার রোদ্দুর

## ক্ষুধার্ত

অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই আদিম আর্তি—শরীরে, মননে কিংবা বৃক্ষ-পতঙ্গের নিঃশব্দ লড়াইয়ে। খিদে অন্তহীন। ইতিহাস সাক্ষী, এই জঠরজ্বালা মানুষকে যেমন অন্ধ করে, তেমনই জোগায় অদম্য অনুপ্রেরণা। নরখাদকের হাত থেকে ইবন বতুতার মুক্তি যেন সেই আদিম ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামেরই এক শাশ্বত দলিল।

প্রচ্ছদ কাহিনী জয়দীপ সরকার, কৌশিকরঞ্জন খাঁ ও রুবাইয়া জুই
ট্রাভেল ব্লগ শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী
ছোটগল্প মৈনাক ভট্টাচার্য
অণুগল্প অভিজিৎ বিশ্বাস ও শীর্ষেন্দু গায়েন
কবিতা জয়শীলা গুহ বাগচী, শুভব্রত লাহিড়ী, অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়, নিতাই দাস ও অন্তরা মণ্ডল

# নিপা ভাইরাস

## আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকুন

**ফের আলোচনায় নিপা ভাইরাস। কারণ, বারাসতের দুই নার্স এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। স্বভাবতই আতঙ্কিত সকলে। কেউ বলছেন কোভিডের মতো নিয়মবিধি মানতে হবে, তো কেউ বলছেন খেজুরের রস খাওয়া চলবে না। কিন্তু আদতে ভাইরাসটি কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায়, কতটা ক্ষতি করে, মোকাবিলাই বা করবেন কীভাবে, সে ব্যাপারে জানালেন ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং ট্রপিক্যাল মাইক্রোবিয়াল ডিজিজ স্পেশালিস্ট ডাঃ অমিতাভ নন্দী**

### প্রাথমিক পরিচয়

নিপা ভাইরাস একটি আরএনএ ভাইরাস এবং প্রধানত জুনোটিক ডিজিজ, অর্থাৎ প্রাণীজগতের অসুখ। মানুষ যখন সংক্রামিত প্রাণীর সংস্পর্শে আসে তখন সেই প্রাণীর অসুখ মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। প্রাকৃতিকভাবে ফলখেকো বাদুড়ের মধ্যে এই ভাইরাস থাকে এবং এই বাদুড়কে রিজার্ভার হোস্ট বলা হয়।

### প্রথম কোথায় হয়

১৯৯৮ সালে প্রথমবার মালয়েশিয়াতে শুয়োর প্রতিপালনকারী ২৬৫ জনের মধ্যে রোগটি ধরা পড়েছিল। সেইসময় প্রধানত শুয়োর আদানপ্রদানের মাধ্যমে রোগটি ছড়িয়েছিল। প্রায় ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনায় সম্ভবত বাদুড়ের খাওয়া তথা সংক্রামিত ফল শুয়োরগুলি খেয়েছিল। সেখান থেকেই তাদের মধ্যে এই অসুখটি দেখা যায়। এই সংক্রামিত শুয়োদের সঙ্গে পালকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মাধ্যমে সংক্রমণটি তৈরি হয়েছিল।

### নামকরণ কীভাবে

১৯৯৯ সালে এর নামকরণ হয়। যে গ্রামে রোগটি হয়েছিল সেখানে নিপা নামে একটি নদী ছিল, সেই থেকেই এর নাম নিপা (NIPAH) ভাইরাস, যা হেনড্রা ভাইরাসের সমগোত্রীয়। অসুখটাকে বলা হয় নিপা ভাইরাস ডিজিজ। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে রোগটা বেশি দেখা যায়।

### কোথায় কোথায় হয়েছে

- মালয়েশিয়ার পর এটি ক্রমে সিঙ্গাপুর, শিলিগুড়ি ও বাংলাদেশে দেখা যায়।
- শিলিগুড়িতে ২০০১ সালে ৬৬ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং ৪৫ জন মারা গিয়েছিলেন। আক্রান্তদের বেশিরভাগই ছিলেন ডাক্তার, নার্স এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মী।
- ২০০১ সাল থেকে ২০০৭ সালের প্রায় এপ্রিল পর্যন্ত এবং তারপর ২০০৮-২০১৩ সালের মধ্যে ভারতের সীমানা সংলগ্ন বাংলাদেশের একাধিক জেলায় নিপা ভাইরাসে সংক্রামিতদের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল।
- এছাড়া ফিলিপিন্স এবং কেরলেও হয়েছে।
- সবমিলিয়ে ২০১৮ সাল পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে ৬৪৮টি ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে ৩৮৪ জনের মৃত্যু হয়।

### প্রতিরোধের উপায়

- খেজুরের রস এমনকি কাঁচা তাড়িও না খাওয়াই উচিত।
- মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পরে খেজুরের রস সংগ্রহ করা উচিত।
- রস সংগ্রহ করার পর সংগ্রহকারীদের ভালো করে সাবান দিয়ে বা ক্লোরিন সলিউশনে হাত ধুতে হবে। যতক্ষণ না হাত ধুচ্ছেন সেই হাত যেন নাকেমুখে না যায়।
- মাটিতে পড়ে থাকা ফল ভালো করে সাবানজলে ধুয়ে খাওয়া যেতে পারে।
- যেকোনও ফলের খোসা ফেলে খাওয়া উচিত।
- কোনও ফলে কাটাকুটি, ফাটা বা আঁচড় থাকলে সেগুলো না নেওয়াই ভালো।
- শুয়োর প্রতিপালকদেরও গ্লাভস ও মাস্ক পরা উচিত। খালি হাতে করলেও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
- হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিশেষ করে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের কর্মীদের উচিত গ্লাভস ও মাস্ক পরে রোগীদের দেখভাল করা।
- জ্বর, হাঁচিকাশি, সর্দির মতো উপসর্গ দেখা দিলে নিজেদের কোয়ারান্টিনে রাখতে হবে।
- রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে রক্ত, লালারস বা পেচ্ছাব পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।
- এই রোগটি ছড়িয়ে পড়া থেকে আটকানোর প্রধান উপায় কনট্যাক্ট ট্রেসিং এবং কোয়ারান্টিন। অর্থাৎ উপসর্গ প্রকাশ পাওয়ার আগের দু-তিন সপ্তাহে রোগী কোন কোন মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কী খেয়েছেন বা তাঁর ব্যক্তিগত চলাফেরার মাধ্যমে সম্ভাব্য সংক্রামিত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে তাঁদের কোয়ারান্টিনে রাখা।

### ধরন

নিপা ভাইরাস ডিজিজ দুই ধরনের – নিপা-এম (মালয়েশিয়া টাইপ) এবং নিপা-বিডি (বাংলাদেশ টাইপ)। নিপা-এম'এর মূল উপসর্গ স্নায়ু তথা মস্তিষ্ককে নষ্ট করা। এক্ষেত্রে এনসেফ্যালাইটিসের মতো উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন – জ্বর, ভুল বকা, শরীর ঝিমিয়ে যাওয়া বা অসাড় হওয়া, তড়কা হতে পারে এবং শেষে রোগী কোমায় চলে যেতে পারেন। নিপা-এম'এ মৃত্যুর প্রধান কারণ মস্তিষ্কের ক্ষতি। অন্যদিকে, নিপা-বিডিতে ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্র সংক্রামিত হয়। এক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ শ্বাসযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়া।

### উপসর্গ

নিপা ভাইরাসের নির্দিষ্ট উপসর্গ বোঝার কোনও উপায় নেই। সাধারণত জ্বর, সর্দিকাশি, মাথাব্যথা, গলাব্যথা, ঘাড়ব্যথা দিয়ে শুরু হয়। তারপর হাঁচি, কাশি, পাতলা পায়খানা ও শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এভাবে হতে হতে মস্তিষ্ক যখন আক্রান্ত হয় তখন রোগী অজ্ঞান হয়ে যান এবং শেষে কোমায় চলে যান। মৃত্যুর প্রধান কারণ হয় ফুসফুস অকেজো হয়ে মাল্টি অর্গান ফেলিওর অথবা মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে মারা যায়।

### লক্ষণ প্রকাশের সময়কাল

ভাইরাসটা শরীরে ঢোকা থেকে ২ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে এবং গড়ে ১০ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যাঁদের হয়েছে এবং যেসব মানুষের সংস্পর্শে তাঁরা এসেছেন তাঁদের ৪৫ দিন কোয়ারান্টিনে রাখা উচিত।

### যাদের মাধ্যমে ছড়ায়

প্রধানত ফলখেকো বাদুড়ের মধ্যে ভাইরাসটি থাকে। মালয়েশিয়ার ঘটনা গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, আক্রান্ত শুয়োরগুলো মাটিতে পড়ে থাকা বাদুড়ের লালামাখা ফল খেয়েছিল। খুব বেশি শুয়োর মারা না গেলেও তারা রোগটা বহন করেছিল। অর্থাৎ বাদুড় রিজার্ভার হোস্ট এবং শুয়োর ইন্টারমিডিয়েট হোস্টের কাজ করে। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, প্রচুর প্রাণী বংশবৃদ্ধি করার জন্য এই ভাইরাসটাকে সাপোর্ট করে। যেমন কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, খরগোশ, ইঁদুর প্রভৃতি। তবে অসুখটি সংক্রামিত করতে এদের ভূমিকা তেমন নেই। প্রধান ভূমিকা বাদুড় ও শুয়োরেরই।

### কীভাবে মানুষের মধ্যে ঢোকে

প্রধানত নাক ও মুখের মধ্যে থাকা মিউকাস মেমব্রেন, নেজাল ও ওরাল মিউকোসা এবং ন্যাজোফ্যারিংকস বা ওরোফ্যারিংকস অর্থাৎ নাক ও গলার পেছন দিকের অংশ দিয়ে কোষের মধ্যে ভাইরাসগুলো ঢুকে যায়। সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এরা এক কোষ থেকে আরেক কোষকে সংক্রামিত করে। এছাড়া রক্তের অতি সূক্ষ্ম শিরার মধ্যে ঢুকতে পারে। শিরার দেওয়ালে যে এন্ডোথেলিয়াম সেল আছে সেখানে বংশবৃদ্ধি করে এবং সেখান থেকে ভাইরাস নিঃসৃত হয়ে রক্তের স্রোতে ভেসে বেড়ায়। পরবর্তীতে সারা শরীরে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে।

### অন্য অঙ্গের ক্ষতি

এই ভাইরাস যেহেতু শরীরের বিভিন্ন ধরনের কোষের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে তাই বিভিন্ন অঙ্গেও এর প্রভাব পড়ে। প্রত্যক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ফুসফুস, হার্ট, কিডনি ও মস্তিষ্কের। এছাড়া পরোক্ষভাবে রক্তের অতি সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার ক্ষতি করার ফলে হয় সেগুলো ফেটে যায় অথবা সেখানে ছোট ছোট ক্লট হয়। সেইসব ক্লট রক্তের সঙ্গে ভেসে শরীরের অন্যান্য সূক্ষ্ম যেসব শিরা-উপশিরা আছে সেখানে গিয়ে আটকে যায়। অথবা সেটা ফেটে চারদিকে রক্তক্ষরণও হতে পারে। ফলে বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি হয়।

### রোগনির্ণয়

আক্রান্তের নাক-গলার লালারস বা রক্ত নিয়ে টেস্ট করলেই রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

### বারেবারে টেস্ট

চার-পাঁচদিন সর্দিকাশির পর রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেগেটিভ এলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। কারণ, অ্যান্টিবডি তৈরি হতে কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে। তাই তিন-চার সপ্তাহ পর্যন্ত মাঝে মাঝেই টেস্ট করিয়ে নেওয়া উচিত।

### চিকিৎসা

রোগটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু এর কোনও ওষুধ নেই। উপসর্গের ভিত্তিতে চিকিৎসা হয়। এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসকে মারার মতো কোনও অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ পাওয়া যায়নি। এর কোনও টিকাও নেই।

### বিতর্কে গুড়

২০০১ সালে শিলিগুড়িতে হওয়া এই ভাইরাসের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে নদিয়া ও বাংলাদেশের

ক্ষেত্রে খেজুরের রস ছিল রোগের উৎস। শীতকালে খেজুরের রস সংগ্রহ করতে বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করা হয়। রাতে বাদুড়রা এই কঞ্চিগুলোতে মুখ লাগিয়ে রস চুষে খায়। সেই কঞ্চির পাশাপাশি হাঁড়ির মধ্যে পড়া রস সংক্রামিত হয়, যে রস খেয়ে নদিয়া ও বাংলাদেশের রোগীদের সংক্রমণ ঘটেছিল। তাছাড়া তাড়ি হিসেবে খেলেও মানুষের শরীরে ভাইরাসটা ঢোকে। তারপরে এটাকে জ্বাল দিয়ে গুড় করা হলে তখন কিন্তু আর ভাইরাস থাকে না। গরমে মরে যায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে খেজুরের রস এবং তাড়ি থেকে সংক্রমণ হতে পারে। কিন্তু গুড় থেকে কখনোই নিপা ভাইরাস সংক্রমণ হয় না।

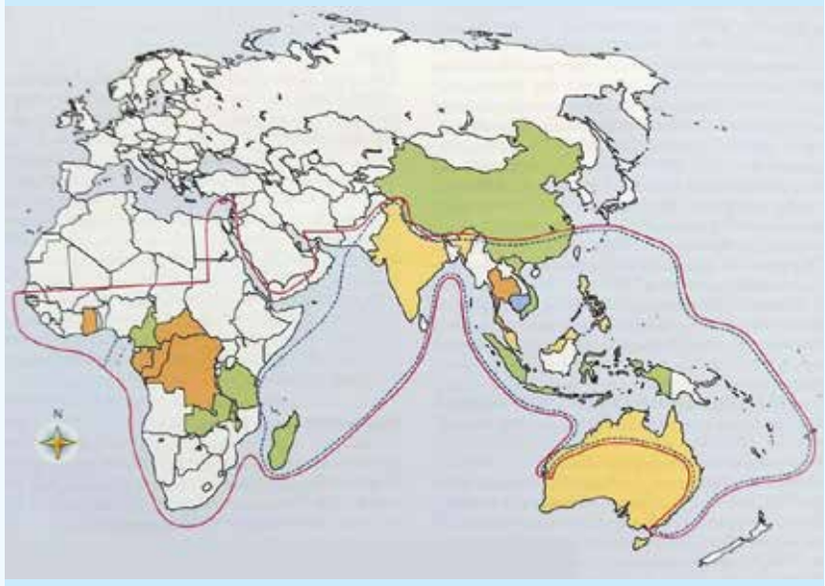

### ফলেও বিপদ

বাদুড়ের খাওয়া পেয়ারা ফল বা অন্যান্য ফল থেকেও সংক্রমণ হতে পারে। কারণ, বাদুড় খেতে খেতে ফলের গায়ে প্রস্রাবও করে। সেইসব ফল ধরলে বা খেলে বা সেই হাত দিয়ে নাকমুখ স্পর্শ করলে সংক্রমণ হতেই পারে।

### সেরে উঠলে আবার হয় কি না

প্রমবার সেরে ওঠার কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পরে এই রোগটি সেই মানুষের মধ্যে ফের দেখা দিতে পারে, যাকে রিল্যাপ্স বলা হয়। কারণ, ভাইরাসটা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থেকে যায়। যাঁদের মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় তাঁদের মধ্যে ২০ শতাংশের স্নায়বিক দুর্বলতা থেকে যেতে পারে।

পরিশেষে বলব, যেহেতু এই ভাইরাস সরাসরি সংস্পর্শ থেকে ছড়ায়, তাই এই রোগের প্রার্দুভাব মহামারিতে পরিণত হওয়া একটু কঠিন আছে। বরং ধৈর্য ধরতে পারলে এবং কনট্যাক্ট ট্রেসিং করে তাঁদের কোয়ারান্টিনে রাখতে পারলে রোগটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হাই অ্যালার্ট রয়েছে। কারণ, এই রোগে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রায় ১০০ শতাংশ, গড়ে ৪০-৭৫ শতাংশ। তাই সতর্ক থাকতে হবে বৈকি।

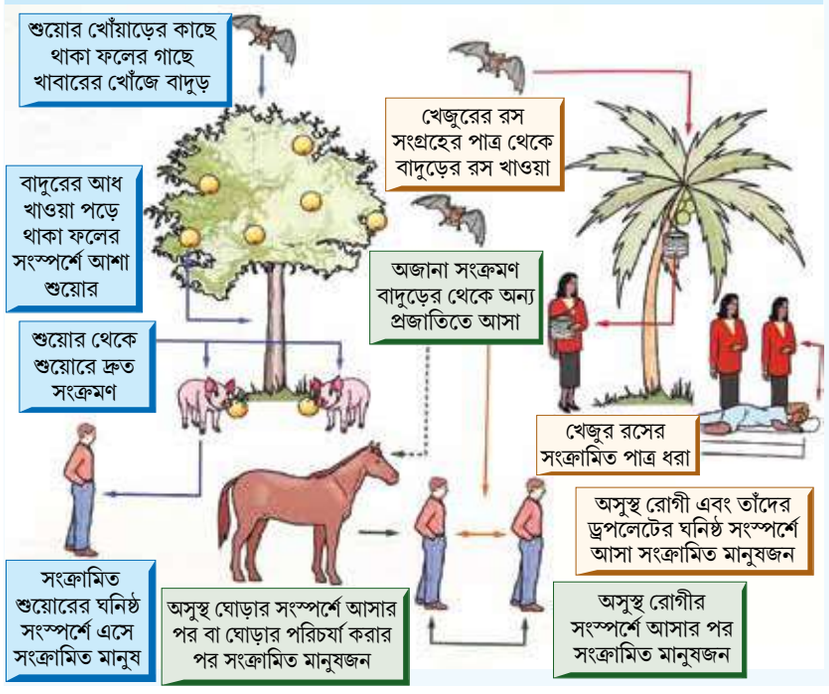

# ঠান্ডায় বাতের ব্যথা সামলাবেন যেভাবে

**শীতকাল যতটা আরামদায়ক, ততটা কষ্টেরও। বিশেষ করে আরথ্রাইটিস বা বাতের রোগীদের কাছে এই মরশুম বেশ অস্বস্তির। কারণ, যে ব্যথা গরমকালে অত ভোগায় না, সেই ব্যথাই শীতকালে যেন অসহনীয় হয়ে ওঠে। এমনটা হওয়ার কারণ এবং শুরুতেই এর মোকাবিলা করার উপায় জানলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি ও পরনির্ভরতা এড়ানো সম্ভব। লিখেছেন কলকাতার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি ও রিউমাটোলজির কনসালট্যান্ট রিউমাটোলজিস্ট ডাঃ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়**

### শীতকালে যে যে পরিবর্তন হয়

**রক্ত সঞ্চালন কমে যায়**

ঠান্ডার কারণে ভাসোকনস্ট্রিকশন ঘটে অর্থাৎ রক্তনালি সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে গাঁটে ও পেশিতে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ কমে যায়, আড়ষ্টতা ও ব্যথার প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়ে এবং হাত ও পায়ের আঙুলে রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে। এগুলো বিশেষ করে রেনড'স ফেনোমেনন (ঠান্ডায় হাত নীল বা সাদা হলে), ভাসকুলাইটিস, ডায়াবিটিস এবং কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে।

**জয়েন্টের ফ্লুইড ঘন হয়ে যায়**

কম তাপমাত্রায় সাইনোভিয়াল ফ্লুইড (জয়েন্ট লুব্রিক্যান্ট) কম কার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে জয়েন্ট গ্লাইডের কার্যকারিতা কমে যায়, ঘর্ষণ বাড়ে এবং প্রথম নড়াচড়ার সময়ই বিশেষ করে সকালে ব্যথা হয়। এমন অবস্থাকে অস্টিওআরথ্রাইটিসে 'স্টার্ট-আপ পেন' হিসেবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

**ব্যারোমেট্রিক প্রেশার এবং স্নায়ুতে সংবেদনশীলতা**

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কম হলে জয়েন্টের চারপাশের টিস্যুকে সামান্য প্রসারিত করে। এছাড়া পেন-সেনসিটিভ স্ট্রাকচারগুলিকে প্রসারিত করার পাশাপাশি স্নায়ুতে ব্যথার অনুভূতি বাড়ে। সুতরাং পুরোনো আঘাত, মেরুদণ্ডের অবক্ষয় এবং প্রদাহযুক্ত জয়েন্ট 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস' দেয়।

### নিষ্ক্রিয়তায় ব্যথা বেশি

শীত→কম নড়চড়া→মাংসপেশি দুর্বল হওয়া→জয়েন্টে চাপ বেশি পড়া→বেশি ব্যথা→আরও নিষ্ক্রিয়তা। এই চক্র পেশিক্ষয় (সারকোপেনিয়া)-কে ত্বরান্বিত করে, বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে।

### সংক্রমণই যখন কারণ

শীতের ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় হতে পারে। সেইসঙ্গে রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, লুপাস, ভাসকুলাইটিস, মায়োসিটিস হতে পারে। সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও ক্লান্তি ও শরীরে ব্যথা বাড়তে পারে।

### রোগ অনুযায়ী শীতের প্রভাব

**অস্টিওআরথ্রাইটিস**

এক্ষেত্রে হাঁটু ও মেরুদণ্ডের ব্যথা বেড়ে যাওয়া, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর উঠে দাঁড়াতে সমস্যা এবং পেইনকিলারের ওপর নির্ভরতা বেড়ে যেতে পারে।

**রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস**

সকালে দীর্ঘসময় ধরে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে থাকা, ছোট ছোট জয়েন্টে ফুলে যাওয়া ও ব্যথা এবং ওষুধ অনিয়মিত খেলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

**স্পন্ডাইলোআরথ্রাইটিস**

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পিঠ ও কোমর আড়ষ্ট হয়ে থাকা এবং শীতের সকালে মেরুদণ্ডের নমনীয়তা কমে যেতে পারে।

**লুপাস ও কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ**

ক্লান্তি, জয়েন্টে ব্যথা, ঠান্ডার প্রতি সংবেদনশীলতা হওয়ার পাশাপাশি ত্বক ও রক্তনালির সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

**রেনড'স ফেনোমেনন**

এক্ষেত্রে হাত ও পায়ের আঙুলের রং পরিবর্তন (সাদা→নীল→লাল) অন্যতম লক্ষণ। এছাড়া আড়ষ্টতা, ব্যথা এবং গুরুতর কিছু ক্ষেত্রে আলসার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

**ফাইব্রোমায়ালজিয়া**

সারা শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে পড়া, ঘুমে ব্যাঘাত এবং ঠান্ডা ও মেঘলা আবহাওয়ায় ব্যথার অনুভূতি বেড়ে যেতে পারে।

### প্রতিরোধের উপায়

**থার্মাল সুরক্ষা**

গ্লাভস, মোজা, নি ক্যাপস ও স্কার্ফ পরুন। হাত ও পায়ে সরাসরি যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখুন। স্নানের সময় অবশ্যই ঈষদুষ্ণ জল (খুব গরম নয়) ব্যবহার করুন।

**সক্রিয় থাকুন**

সকালে অন্তত ১০-১৫ মিনিট স্ট্রেচিং করুন। বাড়ির ভেতরেই হাঁটা, যোগব্যায়াম ও তাই চি করতে পারেন। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, যত নড়াচড়া করবেন তত জয়েন্টগুলো পুষ্টি পাবে।

**পুষ্টি জরুরি**

পর্যাপ্ত প্রোটিন পেশিক্ষয় রোধ করে। এজন্য ভিটামিন-ডি অবশ্যই জরুরি। সবসময় ঈষদুষ্ণ জল খান কারণ, ডিহাইড্রেশন ক্লান্তি আরও বাড়িয়ে দেয়।

**ওষুধ খেতে হবে নিয়মিত**

ডিএমএআরডিএস (DMARDs) এবং প্রেসক্রাইব করা অন্যান্য ওষুধ নিয়মিত খান। ঋতুভেদে আরাম পাচ্ছেন বলে ওষুধ কখনও বন্ধ করে দেবেন না। অতিরিক্ত পেইনকিলার খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

| ধারণা | বাস্তব |
|---|---|
| ■ শীতকালে বয়স্কদের ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক | ■ দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা মোটেও স্বাভাবিক নয় এবং সেক্ষেত্রে মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে |
| ■ শরীরচর্চা করলে ব্যথা বাড়ে | ■ সঠিক ও উপযুক্ত শরীরচর্চায় ব্যথা ও আড়ষ্টতা কমে |
| ■ শীতে ব্যথা মোকাবিলায় পেইনকিলারই যথেষ্ট | ■ নিজের মতো করে ওষুধ খেলে পরবর্তীতে জটিলতা বাড়তে পারে |

**মানসিক সুস্থতা জরুরি**

শীতকালীন বিষণ্ণতা ও হতাশা ব্যথা বাড়িয়ে তোলে। সেক্ষেত্রে রুটিন মেনে ঘুমোনো আপনাকে সাহায্য করতে পারে। সেইসঙ্গে সামাজিক ও মানসিকভাবে সক্রিয় থাকুন।

### কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

- জয়েন্ট ফুলে গিয়ে লাল হলে
- সকালে আড়ষ্টতা ৩০ মিনিটের বেশি হলে
- ঠান্ডায় হাত নীল বা সাদা হলে বা হাতের আঙুলে ঘা হলে
- জ্বর, ওজন কমে যাওয়া এবং অস্বাভাবিক ক্লান্ত লাগলে
- হঠাৎ শারীরিক কার্যক্ষমতা কমে গেলে (যেমন, হাঁটতে, হাত মুঠো করতে অসুবিধা)

### কাদের বেশি যত্নের প্রয়োজন

- প্রত্যেক বয়স্কের
- যাঁদের অটোইমিউন ডিজিজ রয়েছে
- যাঁরা স্টেরয়েড বা ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট ব্যবহার করেন
- যাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে বা যাঁদের রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা রয়েছে
- যাঁদের জয়েন্টে অস্ত্রোপচার হয়েছে বা আঘাত রয়েছে

# ভারতের গর্ব, সাইনার বন্দনায় শামিল বিরাট

**নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি :** ভারত তথা বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেহওয়াল যুগের অবসান ঘটেছে। চোটআঘাতে জর্জরিত সাইনা ইতি টেনেছেন তাঁর বর্ণময় কেরিয়ারে। শেষটা প্রত্যাশিত না হলেও কেরিয়ারজুড়ে মণিমুক্তোর অভাব নেই। ভারতীয় মহিলা ক্রীড়া জগতের অন্যতম তারকা সাইনার প্রশংসা করতে গিয়ে সেই কথাই তুলে ধরলেন শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি।

সাইনার অবসর নিয়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন বিরাট।

## প্রশংসায় পঞ্চমুখ শচীনও

যেখানে কিং কোহলি লিখেছেন ভারত গর্বিত তাঁর এই কৃতী সন্তানের জন্য। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিরাট লেখেন, 'দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন সাইনা। বিশ্বের মানচিত্রে তুমি তুলে ধরেছ ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে। আগামী দিনগুলির জন্য তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা। ভারত গর্বিত তোমাকে নিয়ে।'

২০১২ অলিম্পিক পদক জয়। এর ২ বছর আগে ২০১০ কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা এনে দিয়েছিলেন দেশকে। ২০১৫-তে প্রথম ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার হিসেবে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর স্থান দখল করেন। সাইনার যে দুর্দান্ত সাফল্যকে কুর্নিশ জানিয়েছেন শচীন।

ভারতীয় ক্রিকেটের ভগবান কথায়, ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে বিশ্বের দরবারে মেলে ধরেছিলেন সাইনা। প্রিয় তারকার উদ্দেশ্যে শচীন লিখেছেন, 'প্রিয় সাইনা, তোমার কেরিয়ার প্রমাণ করে ধৈর্য, সাহস এবং ধারাবাহিকতা দিয়েই তৈরি হয় একজন মহান খেলোয়াড়। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে তুমি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছ। দেখিয়ে দিয়েছ প্রস্তুতি, প্রচেষ্টার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের মিল থাকলে খেলার গতিপথ বদলানো সম্ভব। পদক ছাপিয়ে তুমি অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদের সম্মান আদায় করে নিয়েছ। আগামী প্রজন্মের কাছে তুমি অনুপ্রেরণা।'

> প্রিয় সাইনা, তোমার কেরিয়ার প্রমাণ করে ধৈর্য, সাহস এবং ধারাবাহিকতা দিয়েই তৈরি হয় একজন মহান খেলোয়াড়। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে তুমি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছ। দেখিয়ে দিয়েছ প্রস্তুতি, প্রচেষ্টার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের মিল থাকলে খেলার গতিপথ বদলানো সম্ভব।
>
> -শচীন তেন্ডুলকার

*রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর 'আরসিবি বোল্ড ডাইরিজ' অনুষ্ঠানে ব্যাটিং কোচ আর মুরলীধরের সঙ্গে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ।*

# সুদীপের দ্বিশতরান, ম্যাজিক সামিদেরও

বাংলা-৫১৯ সার্ভিসেস-১২৬/৮
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কল্যাণী, ২৩ জানুয়ারি :** স্কোয়ার লেগের দিকে হালকা পুশ। তারপরই দৌড় শুরু সিঙ্গলসের লক্ষ্যে। আর এক রান পাওয়ার পরই নন স্ট্রাইকিং অ্যান্ড থেকে পিচের মাঝখানে হাজির হলেন তিনি। হেলমেট খুলে ফেললেন। ব্যাট উঁচিয়ে অভিবাদন কুড়োলেন সতীর্থদের। ফের নতুনভাবে স্টান্স নিলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (২০৯)।

শতরান গতকালই করে ফেলেছিলেন। আজ করলেন দ্বিশতরান। ১৮টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসজুড়ে ছিল লড়াই। উইকেট না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা। সঙ্গে দলকে ভরসা দেওয়া। সুদীপের মায়াবী দ্বিশতরানের সুবাদে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চলতি ম্যাচে চালকের আসনে বাংলা। সুদীপ ও সাকির হাবিব গান্ধির (অপরাজিত ৯১) ব্যাটে ভর দিয়ে গতকালের ৩৪০/৪ থেকে শুরু করে আজ ৫১৯ রানে শেষ হয় বাংলার ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মহম্মদ সামি (২৭/২), আকাশ দীপ (৩১/৩), সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালদের (২৯/৩) দুরন্ত বোলিংয়ে ম্যাচে জাঁকিয়ে বসেছে টিম বাংলা। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সামিদের ম্যাজিকের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে সার্ভিসেসের সংগ্রহ ১২৬/৮। এখনও ৩৯৩ রানে পিছিয়ে থাকা সার্ভিসেসের ম্যাচ হার এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও বাংলা দল রীতিমতো সতর্ক। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে দাঁড়িয়ে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'আমরা ভালো জায়গায় রয়েছি ঠিকই। কিন্তু এখনই লাফালাফির কিছু হয়নি। মনে রাখবেন, ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা।'

বাংলার কোচের এমন সতর্কতার নেপথ্যে রয়েছে রনজি ট্রফির প্রথম পর্বে অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচের স্মৃতি। সেই ম্যাচের শেষ দিনে সরাসরি জয়ের জন্য বাংলার প্রয়োজন ছিল ৭ উইকেট। বল হাতে কল্যাণীর মাঠেই হতাশ করেছিলেন সামিরা। যদিও চলতি ম্যাচে এমন সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন দ্বিশতরানকারী সুদীপ। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে তিনি বলছিলেন, 'পিচে রান রয়েছে। উইকেটে পড়ে থাকতে পারলে রান হবে। কিন্তু বোলাররা বলটা জায়গায় রাখতে পারলে এই পিচে রান করা সহজ নয়।' প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথমবার দ্বিশতরান করার আবেগে না ভেসে সুদীপ বলছিলেন, 'ম্যাচ জিতে নকআউট নিশ্চিত করার পরই না হয় আবেগ দেখানো যাবে। খেলার এখনও অনেক বাকি।'

দ্বিশতরান করে সুদীপ ফেরার পর বাংলার ইনিংস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আকাশ-সামিরা বড় রান পাননি। তার মধ্যে সুরজের আউট নিয়ে বাংলা শিবিরে ক্ষোভ রয়েছে। উইকেটকিপার ব্যাটার সাকিরও শতরানের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সতীর্থদের সহায়তা পেলে হয়তো সেঞ্চুরিও হয়ে যেত। এত কিছুর পরও টিম বাংলার পাখির চোখ এখন রনজি কোয়ার্টার্স ফাইনাল। সার্ভিসেসের দখল নিয়ে হরিয়ানার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের আগেই প্রাথমিক লক্ষ্যপূরণ করতে চায় টিম বাংলা।

> ম্যাচ জিতে নকআউট নিশ্চিত করার পরই না হয় আবেগ দেখানো যাবে। খেলার এখনও অনেক বাকি।
>
> -সুদীপ চট্টোপাধ্যায়

*সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দ্বিশতরানের পর সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার কল্যাণীতে।*

# সম্প্রচার বৈঠকে অংশ নিল চার টিভি কোম্পানি

**নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা ২৩ জানুয়ারি :** সবকিছু ঠিক হয়েও কিছু না কিছু নিয়ে চিন্তা থেকে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে।

এবার সমস্যা লিগের ব্রডকাস্টার নিয়ে। লিগ শুরুর আর বাকি মাত্র ৩ সপ্তাহ। কিন্তু এখনও সংশয় সম্প্রচারকারী নিয়ে। এদিন মিডিয়া রাইটসের জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজন করে প্রি-বিড কনফারেন্সের। অর্থাৎ এমন একটি আলোচনা যেখানে আগ্রহী সম্প্রচারকারী তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্থাৎ অপারেশনাল, টেকনিক্যাল এবং বিপণন সঙ্গী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থাকলে তারা করতে পারে। এছাড়া স্বত্ব যারা জমা দিতে চায় তারা লিখিতভাবেও আগামী ২৭ তারিখ পর্যন্ত জানতে চাইতে পারে তাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে। যা খবর, তাতে চারটি টেলিভিশন কোম্পানি এই প্রি-বিডে অংশ নেয়। সোনি স্পোর্টস, ফ্যান কোড, জিও স্পোর্টস এবং একটি বিদেশি কোম্পানি এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিল। আগেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এআইএফএফ জানিয়েছিল, যারা টেন্ডার জমা করবে তাদের সম্পদের পরিমাণ অন্তত ১০ কোটি টাকা হতেই হবে। এছাড়া বছরে এআইএফএফ-কে দেয় টাকাও কমবেশি ১০ কোটি বছরে। তবে কনসোর্টিয়াম করেও অবশ্য লিগ সম্প্রচারকারী হতে পারে। তবে সেখানে সর্বোচ্চ আর্থিক সম্পদশালী কোম্পানিকে মূল বিডার দেখানো জরুরি। এখন দেখার এই চার কোম্পানির মধ্যে শেষপর্যন্ত কোন টিভি চ্যানেলে আগামী আইএসএল দেখা যায়। প্রসঙ্গত, শুরুর বছরগুলিতে স্টার নেটওয়ার্ক এবং পরবর্তীতে ভায়াকম ছিল আইএসএল সম্প্রচারের দায়িত্বে। এই মরশুমে এফএসডিএল নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার পরই সরে যায় তারা।

এই মরশুমে আলাদা করে আর কমার্শিয়াল পার্টনার নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই ফেডারেশনের। ২০ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়ে আগামী ৩১ জানুয়ারি ঘোষণা হওয়ার কথা। ফের এফএসডিএল আগ্রহ দেখায় কি না সেদিকেই এখন তাকিয়ে ফুটবল মহল।

# সিন্ধুকে লাল কার্ড, নাটক

**জাকার্তা, ২৩ জানুয়ারি :** ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সে ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুকে লাল কার্ড দেখিয়েও তা প্রত্যাহার করা হল। ম্যাচে 'জীবনদান' পেয়েও জিততে ব্যর্থ হায়দরাবাদি কন্যা।

শুক্রবার ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু মুখোমুখি হয়েছিলেন চিনের চেন ইউ ফেইয়ের। প্রথম গেমে ১৩-২১ পয়েন্টে হেরে যান ভারতীয় তারকা। দ্বিতীয় গেমে যখন চেনের বিরুদ্ধে ১২-১৭ ফলে পিছিয়ে ছিলেন সিন্ধু, তখনই ঝামেলার সূত্রপাত। একটি বিতর্কিত পয়েন্ট নিয়ে চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন ভারতীয় তারকা। ম্যাচে বিলম্ব

## ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স

ঘটানোর জন্য সিন্ধুকে প্রথমে হলুদ কার্ড ও পরে লাল কার্ড দেখানো হয়। ব্যাডমিন্টনের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও খেলোয়াড় খেলার নিয়ম ভঙ্গ করলে তাঁকে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করা হয়। এরপরেও যদি সেই খেলোয়াড় নিয়ম ভঙ্গ করেন তাহলে তাঁকে লাল কার্ড দেখানো হয়। সেক্ষেত্রে যিনি লাল কার্ড দেখেন তাঁর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে বাড়তি ১ পয়েন্ট দেওয়া হয়।

এদিন সিন্ধুকে লাল কার্ড দেখানোর পর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর ম্যাচ রেফারি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন। শেষ পর্যন্ত লাল কার্ড প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় সুযোগ পেয়ে বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় সিন্ধুকে। ব্যবধান কমিয়ে ১৭-১৮ করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেখান থেকে দ্বিতীয় গেমটি ১৭-২১ পয়েন্টে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন সিন্ধু।

এদিকে পুরুষদের সিঙ্গলস থেকে বিদায় নিয়েছেন ভারতের লক্ষ্য সেন। তাইল্যান্ডের পানিতচাপন তিরারাতসাকুলের কাছে কোয়ার্টার্স ফাইনালে ১৮-২১, ২০-২২ ফলে পরাজিত হন ভারতীয় শাটলার। এদিন সিন্ধু ও লক্ষ্য দুজনেই বিদায় নেওয়ায় ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সে ভারতীয়দের অভিযান শেষ হয়ে গেল।

## ব্যাডমিন্টনে কার্ডের নিয়ম

■ কোনও খেলোয়াড় খেলার নিয়ম ভঙ্গ করলে তাঁকে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করা হয়। এরপরেও যদি সেই খেলোয়াড় নিয়ম ভঙ্গ করেন তাহলে তাঁকে লাল কার্ড দেখানো হয়। সেক্ষেত্রে যিনি লাল কার্ড দেখেন তাঁর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে বাড়তি ১ পয়েন্ট দেওয়া হয়।

■ কোনও খেলোয়াড় গুরুতর অপরাধ করলে তাঁকে কালো কার্ড দেখিয়ে ম্যাচ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

*শুক্রবার ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের কোয়ার্টার্স ফাইনালে দ্বিতীয় গেমের মাঝে পিভি সিন্ধুকে লালকার্ড দেখানো হয়।*

# নকআউটে অ্যাস্টন ভিলা

**ইস্তানবুল, ২৩ জানুয়ারি :** ইউরোপা লিগের নক আউটের ছাড়পত্র পেল অ্যাস্টন ভিলা। বৃহস্পতিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ভিলা ১-০ গোলে হারিয়েছে ফেনারবাখকে। ম্যাচের ২৫ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন জ্যাডন স্যাঞ্চো। এই জয়ের সুবাদে ৭

## ইউরোপা লিগ

ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শেষ ষোলোয় উঠল অ্যাস্টন ভিলা। ম্যাচের পর স্যাঞ্চো বলেছেন, 'অ্যাস্টন ভিলার হয়ে এটাই আমার প্রথম গোল। কোচ আমার ওপর ভরসা রেখেছেন। আমি আরও গোল করার চেষ্টা করব।' এদিকে, অ্যাস্টন জিতলেও পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ব্রাগার কাছে ১-০ ফলে হেরেছে। ম্যাচের ৫৪ মিনিটে ইয়াতেস আত্মঘাতী গোল করেন।

## ডব্লিউপিএলে আজ

**রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস**

**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
**স্থান :** ভদোদরা
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

# মহিলা ফুটবলে নতুন উদ্যোগ

**কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি :** মহিলা ফুটবলের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে গত কয়েকবছর ধরে কাজ করছে গয়েশপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি। অ্যাকাডেমির পথচলা আরও মসৃণ করতে এবার এগিয়ে এল স্কাইজ এফসি। দুই পক্ষের মধ্যে এক বছরের মউ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। মূলত মহিলা ফুটবলের উন্নতির জন্য কাজ করবে গয়েশপুর স্কাইজ ফুটবল অ্যাকাডেমি। গয়েশপুরের এই অ্যাকাডেমি থেকেই এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দলে সুযোগ পেয়েছেন মুজনাই চা বাগানের মেয়ে অন্তাশিয়া ওরাওঁ।

*সৌরাষ্ট্রের হয়ে ব্যাট হাতে লড়াই করলেন রবীন্দ্র জাদেজা। রাজকোটে।*

# লাল বলে ফের ব্যর্থ শুভমান

**রাজকোট ও হায়দরাবাদ, ২৩ জানুয়ারি :** দুই দিনেই শেষ সৌরাষ্ট্র-পাঞ্জাব রনজি ট্রফির ম্যাচ।

রনজির মঞ্চে আবারও ব্যর্থ শুভমান গিল। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসেও রান পেলেন না ভারতীয় দলের দুই ফর্ম্যাটের অধিনায়ক। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একদিনের সিরিজে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে লাল বলে ফিরতেই ফের ব্যর্থ।

সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ০ রানে আউট হয়েছিলেন শুভমান। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩ বলে মাত্র ১৪ রান। সৌরাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে ১৭২ রান করার পর পাঞ্জাবের ইনিংস শেষ হয় ১৩৯ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮৬ রান করে

## দ্বিশতরান সরফরাজের

সৌরাষ্ট্র। রবীন্দ্র জাদেজা করেছেন ৪৬ রান। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁর সঙ্গে প্রেরক মানকড়ের (৫৬) ৯২ রানের জুটি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। শুভমানদের টার্গেট হয় ৩২০ রান। পাঞ্জাব অল আউট হয় ১২৫ রানে। পাঁচটি করে উইকেট নেন সৌরাষ্ট্রের ধর্মেন্দ্র সিং জাদেজা ও পার্থ ভুট।

*সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪ রানেই থেমে গেলেন শুভমান গিল।*

রনজির অন্য ম্যাচে সরফরাজ খানের দ্বিশতরানে ভর করে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়ল মুম্বই। ২১৯ বল খেলে ২২৭ রান করেন সরফরাজ। মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৫৬০ রানে। জবাবে বড় রানের পথে এগোচ্ছে হায়দরাবাদও। ৪ রানে তাদের প্রথম উইকেটের পতন হয়। একটা সময় ২ উইকেটে হায়দরাবাদের স্কোর ছিল ৩৮। দ্বিতীয় দিনের শেষ পর্যন্ত আর উইকেট হারায়নি তারা। দলের স্কোর ২ উইকেটে ১৩৮। ৮২ রানে অপরাজিত রয়েছেন রাহুল সিং গেহলট। ৪০ রান করে উইকেটে রয়েছেন কোডিমেলা হিমাতেজা।

# শততম ম্যাচে সহজ জয়ে প্রি-কোয়ার্টার্সে আলকারাজ

**মেলবোর্ন, ২৩ জানুয়ারি :** গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে নিজের শততম ম্যাচে সহজ জয়।

প্রথম দুই ম্যাচের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডেও অনায়াসেই স্ট্রেট সেটে জয় ছিনিয়ে নিলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। সেই সুবাদে প্রতিযোগিতার শেষ ষোলোর ছাড়পত্রও আদায় করে নিলেন

## হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জয়ী সাবালেঙ্কা

মেলবোর্নের কোর্টে প্রথম খেতাবের খোঁজে নামা স্প্যানিশ তারকা।

এদিন রড লেভার এরিনায় কোরেন্তিন মৌটেটকে আলকারাজ হারালেন ৬-২, ৬-৪, ৬-১ গেমে। সময় নিলেন দুই ঘণ্টার সামান্য বেশি। এর থেকেই স্পষ্ট, ম্যাচে কতটা দাপট নিয়ে খেলেছেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা। দ্বিতীয় সেটেই যা আলকারাজকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পেরেছেন মৌটেট। ঘটনাচক্রে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে এদিনই শততম ম্যাচ খেললেন আলকারাজ। রবিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রি-কোয়ার্টার্স ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ প্রতিযোগিতার ১৯তম বাছাই টমি পল।

তৃতীয় রাউন্ডে পুরুষ সিঙ্গলসের অন্য ম্যাচে ক্যামেরন নোরিকে চার সেটের লড়াইয়ে পরাস্ত করলেন আলেকজান্ডার জেরেভ। প্রথম সেট জিতলেও নোরির কাছে দ্বিতীয় সেটে খোয়ান জার্মান তারকা। পরের দুইটি সেটে অবশ্য প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দিলেন না জেরেভ। ম্যাচের ফল ৭-৫, ৪-৬, ৬-৩, ৬-১।

অন্যদিকে, রড লেভার এরিনায় মহিলা সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কাও। যদিও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর দুইটি সেটের নিষ্পত্তিই হয় টাইব্রেকারে। অস্ট্রিয়ান প্রতিপক্ষ আনাস্তাসিয়া পোটাপোভার বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় নেন

*অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শুক্রবার কোরেন্তিন মৌটেটকে হারালেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।*

সাবালেঙ্কা। ম্যাচের ফল ৭-৬ (৭/৪), ৭-৬ (৯/৭)। কোর্ট ছাড়ার সময় সাবালেঙ্কা স্বীকার করে নেন, গোটা ম্যাচজুড়েই চাপে ছিলেন তিনি।

# মিলনের চোটে বিশ্বকাপে ডাক জেমিসনের, জোড়া বদল দক্ষিণ আফ্রিকা দলেও

**নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি :** অ্যাডাম মিলনের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট বিশ্বকাপের দরজা খুলে দিল কাইল জেমিসনের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে খেলতে গিয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের জোরে বোলার মিলনে। সপ্তাহ ছয়েকের আগে মাঠে ফেরার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ফলস্বরূপ আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন মিলনে। শূন্যস্থান পূরণে আইসিসি-র মেগা আসরে সুযোগ জেমিসনকে।

চলতি ভারত সফরে ওডিআই সিরিজে সাফল্য পেয়েছেন জেমিসন। টি২০ সিরিজের দলেও আছেন। চলতি ভারত-সফর আরও দীর্ঘ হচ্ছে দীর্ঘকায় কিউয়ি পেস অলরাউন্ডারের। কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেলেন ফর্মে থাকা জেমিসন। যা কিউয়িদের 'শাপে বর' হবে বলে মনে করছেন অনেকে।

সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে এমআই কেপ টাউনের বিরুদ্ধে খেলার সময় বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান মিলনে। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকদের অনুমান মাস দেড়েক লাগবে ফিট হতে। এদিকে শিয়রে বিশ্বকাপ। হাতে সপ্তাহ দুয়েক সময়। দেরি না করে তাই মিলনের পরিবর্তন হিসেবে জেমিসনের নাম ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড।

*ভারত সফরে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন কাইল জেমিসন।*

এদিকে, একাধিক পরিবর্তন দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলেও। শেষ মুহূর্তে মেগা টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত দলে ঢুকে পড়লেন উইকেটকিপার-ব্যাটার রায়ান রিকেলটন ও আক্রমণাত্মক ব্যাটার ট্রিস্টান স্টাবস। টনি ডি জর্জি ও ডোনোভান ফেরেইরার পরিবর্ত হিসেবে দুজনে বিশ্বকাপ দলে ডাক পেলেন।

ভারতের বিরুদ্ধে গত মাসে অনুষ্ঠিত ওডিআই সিরিজের সময় চোট পেয়েছিলেন জর্জি। মাঝে বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে পারেননি। আরও কিছুদিন লাগবে ম্যাচ ফিট হতে। অপরদিকে, ফেরেইরা চোট পান দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে জোবার্গ সুপার কিংসের হয়ে খেলার সময়।

দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ডের তরফে বলা হয়েছে, 'ডি জর্জির চোটের আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। বিশ্বকাপের আগে পুরোপুরি ফিট হওয়া সম্ভব নয়। রিহ্যাব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ফলে টি২০ বিশ্বকাপ খেলা সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে।'

# অভিষেক-আক্ষেপ মুছে ঝড় ঈশানের

**নিউজিল্যান্ড- ২০৮/৬**
**ভারত-১৭৮/৩**
**(১৩ ওভার পর্যন্ত)**

**রায়পুর, ২৩ জানুয়ারি :** বাংলাদেশকে নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেট বিশ্ব।

অনিশ্চয়তার দোলাচল টি২০ বিশ্বকাপ ঘিরে। বাকি দলগুলি অবশ্য চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ব্যাটে-বলে শান দেওয়ার পালা। ভারত, নিউজিল্যান্ড সিরিজ যার ব্যতিক্রম নয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, টিম কম্বিনেশন তৈরির সঙ্গে সাফল্যের স্পর্শে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়া। নাগপুরে নিউজিল্যান্ড-বধে সিরিজের শুভ সূচনা করেছিল ভারত। আজ জয়ের ধারা বজায় রাখার তাগিদ। কিউয়ি ব্রিগেডের চোখ সেখানে স্কোরলাইন ১-১ করা।

রায়পুরে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে চাওয়া-পাওয়ার অঙ্ক মেলাতে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। শুরুটা কিউয়ি ব্যাটিং বনাম ভারতীয় বোলারদের সেয়ানে সেয়ানে টক্করে। ডেভন কনওয়ে (১৯), টিম সেইফার্টরা (২৪) বড় রান না পেলেও রানের গতি কমতে দেননি। রাচিন রবীন্দ্র (৪৪) যা বজায় রাখলেন। সেরা ইনিংস এল মিচেল স্যান্টনারের (২৭ বলে অপরাজিত ৪৭) ব্যাট থেকে।

ডেথে কিউয়ি অধিনায়কের যে প্রচেষ্টার সুফল নিউজিল্যান্ড দুশোর গণ্ডি পেরিয়ে যায় (২০৮/৬)। ২০৯ রানের জয় লক্ষ্যে খেলতে নেমে ভারতের শুরুটা একদমই প্রত্যাশানুযায়ী হয়নি। প্রথম ৭ বলের মধ্যেই আউট ওপেনারদ্বয়। ইনিংসের দ্বিতীয় বলে ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যান সঞ্জু স্যামসন। ডেভন কনওয়ের হাতে লেগে ছক্কা! তবে তিন বল বাদে বোলার ম্যাট হেনরির যে আক্ষেপের অবসান ঘটিয়ে সঞ্জুর প্রত্যাবর্তন।

জ্যাকব ডাফির পরের ওভারের প্রথম বলেই মাঠে হাজির হাজারো সমর্থকদের প্রত্যাশা ভেঙে খান খান। গোল্ডেন ডাক অভিষেক শর্মার। এবার ক্যাচ নিতে ভুলচুক করেননি কনওয়ে। পুরস্কার, সতীর্থ মিচেল কোলে তুলে নিলেন। হতাশ অভিষেক, হতাশ গোটা রায়পুর স্টেডিয়াম।

৬ রানে ২ উইকেট। অভিষেক সহায়তা দেওয়ার ফাঁকে ২৩ ইনিংস পর অর্ধশতরানের গণ্ডি পেরোন সূর্যকুমার যাদব। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৩ ওভারে স্কোর পৌঁছে গিয়েছে ১৭৮/৩-এ। ক্রিজে সঞ্জুর (৬৪) সঙ্গে শিবম দুবে (২৫)।

এর আগে শুরুটা ভারতের টস জয় দিয়ে। কয়েন যুদ্ধে ব্রেক লাগানোর খুশির ঝলক সূর্যকুমারের চোখেমুখে। বলেন, 'শিশিরের উপস্থিতি টের পাচ্ছি। গত কিছু টি২০ ম্যাচে রান তাড়ার সুযোগ মেলেনি। তাই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত।' দলে জোড়া পরিবর্তন। বিশ্রাম দেওয়া হয় জসপ্রীত বুমরাহকে। চোটের জন্য দলে নেই অক্ষর প্যাটেলও। বদলি হর্ষিত রানা ও কুলদীপ যাদব।

অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভারে কনওয়ে ১৮ রান নিয়ে সূর্যের হিসেব-নিকেশ গুলিয়ে দিচ্ছিলেন। নিজের দ্বিতীয় ওভারে একই হাল অর্শদীপের। এবার সেইফার্টের পালা। প্রথম স্পেলে ২ ওভারেই ৩৬। সবমিলিয়ে ৪ ওভারে ৫৩ রান দিয়ে উইকেটহীন অর্শদীপ।

প্রথম ৩ ওভারে নিউজিল্যান্ড ৪৩/০। এখান থেকে ভারতের প্রত্যাঘাত। সৌজন্যে হর্ষিত। স্লোয়ারে কনওয়ে (১৯) প্রাপ্তি। উইকেট এবং মেডেন ওভার। পরের ধাক্কা বরুণ চক্রবর্তীর। আক্রমণে এসেই নিজের দ্বিতীয় বলে বিপজ্জনক সেইফার্টকে (১৩ বলে ২৪) ডাগআউটের রাস্তা দেখিয়ে দেন।

রাচিন কিন্তু ভারতীয় বোলারদের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন ভালোমতো। প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা ঝেড়ে বিশ্বকাপের আগে ব্যাটে শান দিয়ে রাখলেন এদিন। শেষপর্যন্ত রাচিনের সম্ভাবনাময় যে ইনিংসে (২৬ বলে ৪৪) ইতি টানেন কুলদীপ যাদব। বলটাকে বাইরে রেখে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। শরীর থেকে দূরে শট খেলতে গিয়ে আউট রাচিন।

তার আগে গত ম্যাচে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা গ্লেন ফিলিপসের (১৯) ইনিংসেও ব্রেক লাগিয়ে দেন কুলদীপ। ড্যারিল মিচেল (১৮) ফেরেন শিবমের স্লোয়ারের শিকার হয়ে। কিউয়ি ইনিংসের রানের গতি ঠিকঠাক থাকলেও (৬ ওভারে ৬৪/২, ৯.৩ ওভারে ১০০/৩) নিয়মিত উইকেট তুলে নেয় ভারতও।

শেষদিকে যে বোলিং অনুশাসন শিথিল হয়ে যায় স্যান্টনারের আগ্রাসী ফিনিশিংয়ে। নাগপুরের ম্যাচে ডেথে ভারতের হয়ে যে কাজ করেছিলেন রিঙ্কু সিং। আজ সেটাই করে দেখালেন স্যান্টনার নিজের দলের হয়ে। গৌতম গম্ভীরদের ডেথ ওভারের অস্বস্তি বাড়িয়ে ২৭ বলে ৪৭ রানে অপরাজিত থাকলেন। স্যান্টনারের অধিনায়কোচিত ইনিংসের সুবাদে নিউজিল্যান্ড পৌঁছে যায় ২০৮/৬-এর লড়াকু স্কোরে।

### ২৩ ইনিংস পর অর্ধশতরান সূর্যর

শোয়ের আক্ষেপ মুছে এখান থেকেই ঈশান কিষান বিস্ফোরণ। বল দ্যাখো আর মারো। এদিন ক্রিজে নেমে প্রথম থেকে তারই প্রতিফলন। ঈশানের ২১ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে হাত ধরে পাওয়ার প্লে-তে ভারত ৭৫/২। ৩২ বলে ৭৬ রান করার পর ঈশানকে থামান ইশ সোধি। তাঁকে যোগ্য

বোলিংয়ে কুলদীপ যাদবের মতো ব্যাট হাতে ভরসা দিলেন সূর্যকুমার যাদব। (উপরে)

বিস্ফোরক ৭৬ রানের পথে ঈশান কিষান।

# আইসিসি-কে নিয়ে প্রশ্ন বাংলাদেশের

**ঢাকা ও দুবাই, ২৩ জানুয়ারি :** স্টান্স বদলায়নি। অনড় মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়নি। দুনিয়া জেনে গিয়েছে, আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে খেলবে না বাংলাদেশ।

কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের 'নাটক' শেষ হচ্ছে না। গতকাল লিটন দাসদের সঙ্গে আলোচনার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছিল, তারা ভারতে কুড়ির বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে তারা তৈরি। আইসিসি আগেই জানিয়েছিল, বাস্তবে বাংলাদেশের দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডের আলোচনাও শুরু করে দিয়েছে আইসিসি। জানা গিয়েছে, আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা শুক্রবার বিকেলে দুবাই পৌঁছেছেন। সেখানে আজই আইসিসি-র একটি বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। আইসিসি সূত্রের খবর, এই বৈঠকের পরই হয়তো বাংলাদেশকে চরম শাস্তিদান ও স্কটল্যান্ডকে টি২০ বিশ্বকাপে যোগ দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে আহ্বান জানানো হবে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের তরফে আজ একসঙ্গে দুইটি কাজ করা হয়েছে। এক, বিসিবি-র তরফে ফের আইসিসি-র কাছে ই-মেল করা হয়েছে। দাবি, নিরপেক্ষ কমিটির হস্তক্ষেপ। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে

### দুবাইয়ে বিশেষ বৈঠকে জয়

রাত পর্যন্ত সেই ই-মেলের কোনও জবাব দেওয়া হয়নি। দুই, আইসিসি-র নিরপেক্ষতা নিয়ে আজ প্রশ্ন তুলেছে বাংলাদেশ। ওপার বাংলার সংবাদমাধ্যমে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার 'দ্বিচারিতা' নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, আইসিসি বিভিন্ন দেশের জন্য ভিন্ন নিয়ম করে রেখেছে। বিসিবি-র দাবিকে একেবারেই পাত্তা দিচ্ছে না আইসিসি।

ঘটনা হল, আইসিসি পরিচালিত কোনও বিষয় নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে নিরপেক্ষ কমিটির কাছে তা পাঠানো হয়ে থাকে। দুনিয়ার নানা ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত নিরপেক্ষ কমিটি ঘটনার তদন্ত করে স্বাধীনভাবে। সবদিক থেকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড শেষবেলায় নিরপেক্ষ কমিটির আর্জি জানিয়েছে। যদিও বাস্তব হল, নিরপেক্ষ কমিটির কাছে বিষয়টি তখনই যায়, যখন আইসিসি'র বোর্ড মিটিংয়েও তার ফয়সালা হয় না। এক্ষেত্রে আইসিসি বোর্ড মিটিংয়ে হওয়া ভোটেও হেরেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু তারপরও বিসিবি অযথা বিতর্ক জিইয়ে রাখতে চাইছে। বাস্তবে যা অর্থহীন। বাংলাদেশ বনাম আইসিসি যুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যে ওপার বাংলার ক্রিকেটাররা। যেভাবে বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে, তারপর ওপার বাংলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। সঙ্গে চরম হতাশায় ডুবে গিয়েছেন লিটনরা।

# বাংলার পরিত্রাতা পরিবর্ত নরহরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি :** বিশ্বমানের গোলে পরিত্রাতা নরহরি।

ম্যাচের সংযুক্তি সময়ও তখন শেষের পথে। ৯০ মিনিট উত্তরাখণ্ডের বিপক্ষে বাংলা যে ফুটবল খেলেছে তাতে জয়ের কোনও আশাই দেখা যাচ্ছিল না। গোলশূন্য ড্র-ই যেন ভবিতব্য। সেই সময় মাঝমাঠেরও আগে থেকে চাকু মান্ডির নেওয়া লম্বা ফ্রি কিক মাথা দিয়ে নামিয়ে দেন উত্তরাখণ্ডের এক ডিফেন্ডার। বিকি থাপা হয়ে ওই বল পান নরহরি শ্রেষ্ঠা। দুর্দান্ত ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। নরহরির করা ওই গোলেই সন্তোষ ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল সঞ্জয় সেনের বাংলা।

### সন্তোষে দ্বিতীয় জয় সঞ্জয়ের দলের

নাগাল্যান্ডকে ৪ গোল দিয়ে এবার সন্তোষ অভিযান শুরু করেছে বঙ্গ ব্রিগেড। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে জয়টা ততটাও মসৃন হল না। চোট থাকায় এদিন উত্তম হাঁসদাকে ছাড়াই দল সাজান সঞ্জয় সেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল প্রথম একাদশে থাকবেন নরহরি। কিন্তু না, নিজের অন্যতম সেরা অস্ত্রকে শুরুতে লুকিয়েই রাখলেন সঞ্জয়।

এদিন ম্যাচের দুই অর্ধ মিলিয়ে বাংলা যেমন বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করল তেমন গোলের সুযোগ পেয়েছিল উত্তরাখণ্ডও। সঞ্জয় সেনের দলের গোলরক্ষক সোমনাথ দত্ত তাদের বেশ কিছু প্রচেষ্টা রুখে দেন। ফলে গোল হজম করতে হয়নি বাংলাকে। একটা সময় বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিলেন রবি হাঁসদা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসাবে নরহরিকে মাঠে আনেন সঞ্জয়। আর তাঁর করা বিশ্বমানের গোলেই ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে বাংলা।

এই জয়ের সুবাদে সন্তোষ ট্রফিতে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ এ-এর শীর্ষেই রইল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

*সতীর্থের মতো দলের ভারও কাঁধে তুললেন নরহরি শ্রেষ্ঠা। তাঁর গোলেই জিতল বাংলা।*

*হ্যাটট্রিকের পর ধূপগুড়ির দেবজিৎ রায়।*

## জয় পেল দুই প্রধান

**কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি :** রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের কলকাতা জোনের ম্যাচে জয় পেল দুই প্রধান। শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসকে। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া হ্যাটট্রিক করেন ভানলালপেকা গুইতে এবং ধূপগুড়ির দেবজিৎ রায়। বাকি দুটি গোল রেপগেই লেপচা ও অনন্থর। রবিবার ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। তার আগে এদিনের বড় জয় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে লাল-হলুদ শিবিরকে।

এদিন মোহনবাগানও জয় পেয়েছে। তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে ডায়মন্ড হারবারকে। সবুজ-মেরুনের গোলদাতা থুমসল টংসিন ও সুহেল বাট।

## সেরা প্রমীলা, আশরাফ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের এসএমকেপি চ্যাম্পিয়ন ও রাখালচন্দ্র নন্দী ট্রফি বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে পুরুষদের ওপেন বিভাগে সেরা হয়েছেন রবীন্দ্র সংঘের আশরাফ আলি। মহিলাদের সেরা একই দলের প্রমিলা রাজগর। এছাড়া বিভিন্ন বয়স বিভাগে প্রথম হয়েছে- রবীন্দ্র সংঘের সৌমদীপ মৌলিক (অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলে), দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের অঙ্কিতা রায় (অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়ে), বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের সুজিত রায় (অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলে), রবীন্দ্রর কোয়েল রায় (অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়ে), অগ্রগামী সংঘের মনোজ বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলে), রবীন্দ্রর পূর্ণিমা রানি রায় (অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়ে), অগ্রগামীর রূপম কর্মকার (অনূর্ধ্ব-২০ ছেলে) এবং দাদাভাইয়ের নিকিতা বড়াই (অনূর্ধ্ব-২০ মেয়ে)।

*বাংলা দলের সদস্য সোহিনী রায় ও স্নেহা মিনজ (বাঁ দিক থেকে)।*

## সোহিনী, স্নেহার হ্যাটট্রিক

**জলপাইগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি :** জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে বাংলা ২৮-০ গোলে হারিয়েছে তেলেঙ্গানাকে। মণিপুরে আয়োজিত জাতীয় স্তরের এই খেলায় জলপাইগুড়ি মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রাসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী স্নেহা মিনজ এবং সোহিনী রায় প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছে। সোহিনী ৩ এবং স্নেহা ৫ গোল করে। শনিবার বাংলার প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশ। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলী রায় বর্মন বলেছেন, 'ওরা শুধু আমাদের স্কুলের নয়, জেলার গর্ব। আগামী ম্যাচের জন্য ওদের সঙ্গে গোটা বাংলা দলকে শুভেচ্ছা।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

28.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64E 42986 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন এত কঠিন হয়ে গেছে যে আর্থিক চাহিদা আমাদের অনেক বেশি ভাবতে বাধ্য করছে। ডিয়ার লটারি কোটিপতি হওয়ার একটি চমৎকার পদ্ধতি প্রদান করেছে যা আমরা কটি দশ টাকা খরচ করে চেষ্টা করতে পারি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা জুলিয়ান মান্ডি - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

## সায়নের জোড়া পদক

**জলপাইগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি :** ১৭-২২ জানুয়ারি রায়গঞ্জে শেষ হওয়া রাজ্য সাব-জুনিয়ার র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে দার্জিলিংয়ের খেশেপ ফিপনকে সঙ্গী করে জলপাইগুড়ির সায়ন ঘোষ অনূর্ধ্ব-১৫ মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তারা ২৩-২১, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছে কলকাতার রিশান দাস-ঐশানি দাসকে। একইসঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৫ সিঙ্গেলসে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে সায়ন।

উত্তরের খেলা

## অণিমা দে ট্রফি শুরু আজ

**রায়গঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি :** অণিমা দে ট্রফি ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শনিবার শুরু হবে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব ময়দানে। প্রতিযোগিতায় অংশ নামবে ৮টি দল- বিধাননগর ক্লাব, মালদা একাদশ, প্রতিবাদ ক্লাব, গাজোলের বজরং বয়েজ, ডালখোলা একাদশ, হাইওয়ে ইয়ুথ ক্লাব, রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব এবং কাটিহারের ফ্রেন্ডস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। আয়োজকদের তরফে নবকুমার দে জানিয়েছেন, ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বুধবার।

## কচিকলার সামনে গ্রিন ভিউ

**বালুরঘাট, ২৩ জানুয়ারি :** ডিওয়াইএফআই বালুরঘাট-১ লোকাল কমিটির ৮ দলীয় টি২০ ক্রিকেটে শনিবার বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে সুপার নকআউট খেলবে বালুরঘাট কচিকলা অ্যাকাডেমি ও গ্রিন ভিউ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। একই মাঠে দুপুরে মুখোমুখি হবে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ও অভিযাত্রী ক্লাব।

"DEYASINI WRIDDHI"
NO MATTER WHAT YOU HEAR AROUND, WE SHALL ALWAYS BE THERE FOR YOU FOREVER.
Loads of Love, Affection, Blessings for you little Angel on your 7th Birthday
24.01.2026
SUSHRIK SANKAR BHUNIA (BROTHER)
SUMAN SANKAR BHUNIA (FATHER)
SUKUMAR & ARATI BHUNIA (GRANDPARENTS)

Amul Milk.
Always Fresh.
Amul Taaza
180 days shelf life
No need to boil
Anytime, anywhere

CITI STYLE
HAR PAL STYLISH
FLAT 50% OFF*
ON WINTER GARMENTS
FLAT 25% OFF*
ON OTHER GARMENTS
23-26 JANUARY
MALDA • RABINDRA AVENUE, NEAR NATRAJ HOTEL
RAIGANJ • N.S. ROAD, MOHANBATI, DEHOSHREE MORE
SCAN TO FOLLOW
★ IF YOU HAVE NEW STORE LOCATIONS, CONTACT US : bd@citistyle.in